আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

একাদশ খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

একাদশ খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

'আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ' মহাগ্রন্থের একাদশ খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্র-প্রদত্ত বিপুল বাণী-অর্ণবের যথাযথ তারিখ ও সময় উল্লেখ হ'ল এই গ্রন্থের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এর ফলে জানা যাবে, একই দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর কত বিচিত্র ভাবের সম্মুখীন হয়েছেন এবং তা'রই পরিপ্রেক্ষিতে কত রকমারি বাণী নির্গত হ'য়েছে তাঁর শ্রীমুখকমল হ'তে। ইং ১৯৫২ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর সকাল ৯-৪৫ মিনিট থেকে ১৯৫৩ সালের ১৩ই জানুয়ারী বিকাল ৫টা পর্য্যন্ত প্রদত্ত মোট ২৪৯টি বাণী নিয়ে এই খণ্ডের অবতারণা।

খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশিত এই বিপুল গ্রন্থের বাণীরাজির বিন্যাস, সূচীপ্রণয়ন, ইত্যাদি কর্ম্মে প্রথম থেকেই ব্যাপৃত আছে শ্রীমান দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ।

অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় আর্য্য-প্রাতিমোক্ষের এই খণ্ডেও মানব-জীবনের বিভিন্ন দিক' সম্বন্ধে অজস্র সমাধান-সূত্র আছে। আমরা বিশ্বাস রাখি, পূর্ব্বখণ্ডগুলির মত এই খণ্ডও দিগ্‌দর্শনী মহামন্ত্র হ'য়ে বিশ্বের অজ্ঞানতিমির অপসারিত করবে, স্বস্তিস্নাত ক'রে তুলবে লোকজীবন। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
৩০শে ভাদ্র, ১৩৯১
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ
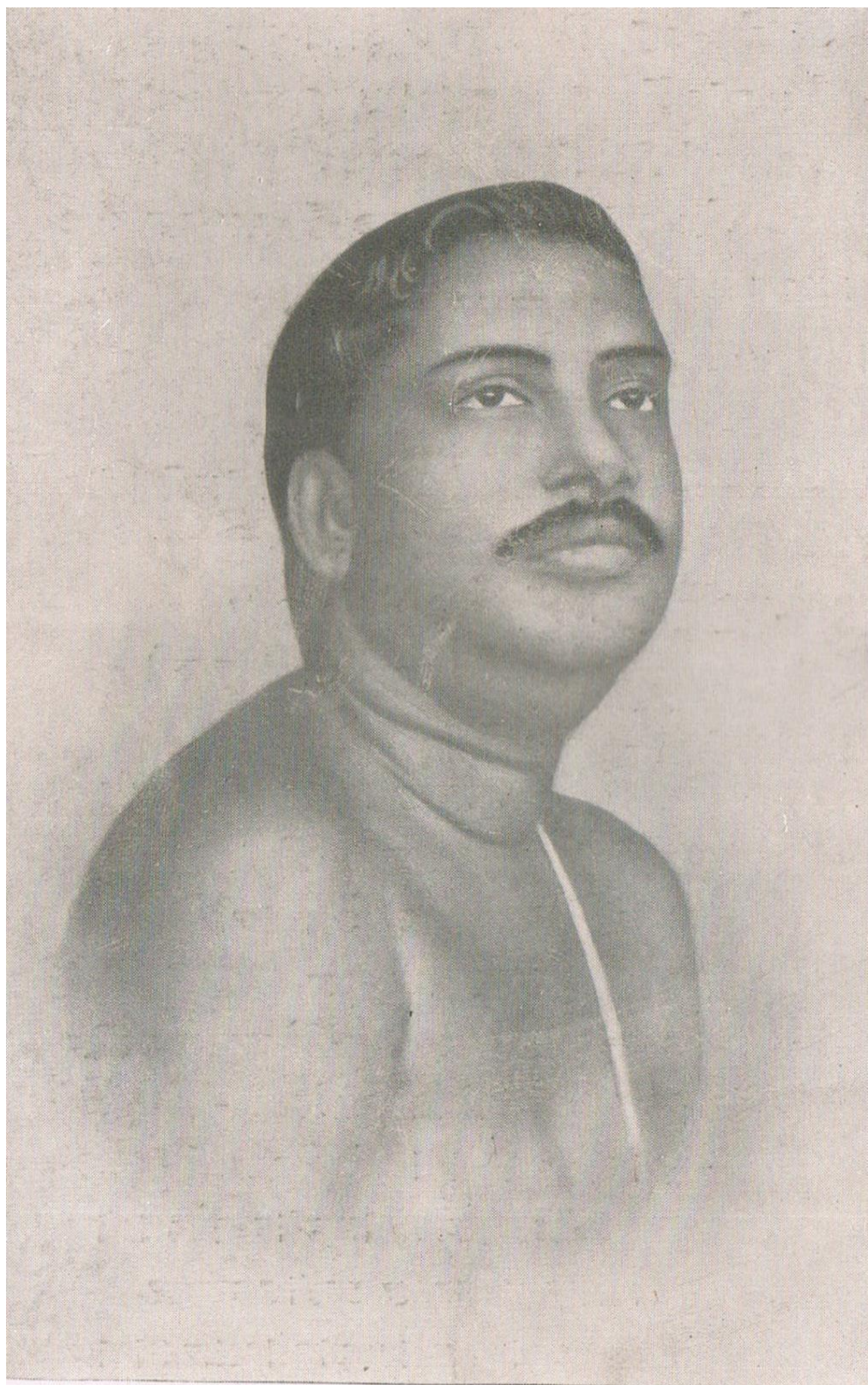
তোমার স্বকেন্দ্রিক তপানুচর্য্যা
যোগ্যতায় যতই অভিদীপ্ত হ'য়ে উঠবে,
ঈশ্বরের কৃপাও ততই তোমাতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে। ৪৫৮৯।

১১।৯।১৯৫২, সকাল ৯-৪৫

এমন যদি কোন সত্য থাকে
যা' অশুভের উদ্‌গতি, হিংসার ইন্ধন,
সত্তা ও সংহতির সাংঘাতিক সংঘাত,
সুন্দরের কলঙ্ক,
তা' কিন্তু সত্য হ'লেও মিথ্যা;
আবার, তেমনি এমন যদি কোন মিথ্যা থাকে
যা' সত্তারই অনুপোষক, শুভেরই সংবর্দ্ধক,
হিংসারই অপনোদক,
সুন্দরের অভিদীপনী অর্ঘ্য,
তা' কিন্তু মিথ্যা হ'লেও সত্যধর্ম্মী;
তাই, মনে রেখো—
যা' সত্য, তা প্রিয়প্রবর্দ্ধক,
ভূতহিত-সম্পাদক, সংহতি ও সুন্দরের নিষ্পাদনী অর্ঘ্য,
শ্রেয়শ্রদ্ধ ও শ্রেয়ানুক্রিয়াশীল;
এ বিশেষত্ব যেখানে নাই,
তা' মিথ্যারই অনুচর,
সত্যের ছদ্মবেশী মিথ্যা,
তা' অসৎ। ৪৫৯০।

১২।৯।১৯৫২, সকাল ৬-১৫

তুমি যদি এমন কোন অপরাধ ক'রে থাক,—
যা' আরাধনাকেই প্রতিষ্ঠা করে,
শুভ-সন্দীপী ও লোকতর্পী হ'য়ে ওঠে,
সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ানুচর্য্যী হ'য়ে ওঠে—
উপচয়ী উৎক্রমণে,
সত্তা-সংরক্ষণী ও সত্তা-সম্বর্দ্ধনী হ'য়ে ওঠে,
তা' অপরাধ হ'লেও শ্রেয়। ৪৫৯১।

১২।৯।১৯৫২, সকাল ৬-৩০

যা'রা মিথ্যাবাদ, মন্দ বা নিন্দা-কথায়
অনুগতি-প্রয়াসী বা আস্থাশীল,
অহেতুক জটলা ও দুষ্টকটাক্ষপাত-প্রবণ,
ঠিক বুঝে নিও—
তা'রা অন্তরে ঠিক তাই-ই;
আবার, যা'রা সৎ বা শুভবাদ,
প্রশংসা, শ্রী বা সুখ্যাতিতে
আদর ও অনুকম্পিতা নিয়ে
অচ্যুত সন্দীপনায়
সক্রিয় তৎ-সমর্থনী-আনুগত্যের সহিত
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমী—
স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বাভাবিক প্রবণতায়,—
তা'রা যেই হো'ক বা যেমনই হো'ক,
অন্তরে তা'দের শুভমনুষ্যত্ব বসবাস করে,
আলাপ-আলোচনায় আলোকপাতও তা'দের
তেমনিই হ'য়ে থাকে;
লোকের এতটুকু প্রবণতাকে
সন্ধিৎক্ষু নজর দিয়ে দেখলে

কোথায় কেমন ক'রে চলবে,
তা' অনেকখানিই এঁচে নিতে পার। ৪৫৯২।
১২।৯।১৯৫২, বেলা ১১টা

যা'র যে-কাজের দায়িত্ব নিয়েছ
অথবা আশ্রয় দিয়েছ যা'কে
অনুকম্পী সহানুভূতি নিয়ে—
চিন্তায় ঐ অবস্থায় নিজেকে ফেলে
বিবেচনা ক'রো,
মনে ভেবো—
তুমি ঐ অবস্থায় পড়েছ ;
দৃঢ়দক্ষ কুশল-তৎপরতায়
তোমার সাধ্যকে
সমুদ্দীপ্ত আগ্রহে
যোগ্যতায় উদ্ভিন্ন ক'রে,
যেমন ক'রে পার
অনবচ্ছেদ্য নাছোড়বান্দা হ'য়ে লেগে
তা'র সমাধান ক'রতে
তা'কে নির্বিপত্তি ক'রতে,
আপদমুক্ত-ক'রতে,
যোগ্যতার অনুপ্রেরণায় দক্ষ ক'রে তুলে
তা'কে পরিপালন ক'রতে
এতটুকুও পেছপাও হ'য়ো না,
তোমার ঐ জীবনীয় ব্রাহ্মী-সন্দীপনা
ব্রহ্মাগ্নির বিস্ফোরণায়
তা'র সমস্ত আপদ-বালাইকে
মুক্ত ক'রে তুলুক ;

আর, তোমার ঐ অনুচর্য্যা
বিধ্বস্ত যা'রা তা'দের ও তোমার অন্তরকে
ঈশীদীপনার অনুপ্রেরণায়
যোগ্যতার উদ্বর্দ্ধনে
সুকেন্দ্রিক ইষ্টতপা ক'রে,—
ধৃতি বা ধর্ম্মপ্রাণনায়
সংরক্ষণী তৎপরতায়
তোমাদিগকে ব্রাহ্মী-গৌরবী ক'রে তোলে যেন,
এই সার্থকতা
তোমার জীবনকে মন্দারমালায় পরিশোভিত ক'রে
কৃতার্থতার ব্রাহ্মী-অগ্নিতে
সার্থক হোমতৃপ্ত হ'য়ে ওঠে যেন ;
তোমার অন্তরস্থ ঈশ্বর
সৎ-পুষ্পাঞ্জলিতে জয়যুক্ত হউন। ৪৫৯৩।
১২।৯।১৯৫২, দুপুর ১-১০

সর্ত্ত-সীমানাবদ্ধ শ্রদ্ধা মানেই হ'চ্ছে
প্রত্যাশাপীড়িত শ্রদ্ধা,
তা' নিষ্ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না,
আর, যেখানে নিষ্ঠা নেই
সন্দেহই তা'র যন্তা হ'য়ে থাকে,
আর, সন্দেহপ্রবণ যা'রা—
দ্বিধাদীর্ণ অন্তঃকরণ তা'দের,
সুকেন্দ্রিক ইষ্টতপা হওয়া
সুদূরপরাহত তা'দের কাছে,
আর, যা'রা ইষ্টতপা নয়কো—

সার্থকতা নিরর্থক অভিভাষণে
তা'দিগকে আপ্যায়িত ক'রে থাকে। ৪৫৯৪।
১৩।৯।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৩০

যা'তে যেমন সুকেন্দ্রিকতা নিয়ে যা' করবে,
তোমার কর্ম্মও তা'তে তেমনি বিন্যস্ত হ'য়ে
তদর্থে তেমনি সার্থকতা লাভ করবে। ৪৫৯৫।
১৩।৯।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৩৫

যদি কেউ তোমাকে
ঈশ্বরকে দেখিয়ে দেওয়ার সর্ত্তের দ্বারা
প্রলুব্ধ ক'রতে চান,
তুমি কিন্তু তা'তে আস্থা রেখো না,
কারণ, সুকেন্দ্রিক ইষ্টতপা
অনুচর্য্যী অনুনয়নের ভিতর-দিয়েই
সুসঙ্গত আত্মবিন্যাসী বোধায়নী তাৎপর্য্যে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
যে বোধিদর্শনে উপনীত হবে,
সেই বোধিচক্ষুই ঈশিত্বকে অনুভব ক'রতে পারে,
যা' তোমার সত্তায় সংহিত হ'য়ে
স্বভাবে স্বতঃ হ'য়ে
সহজ স্বাভাবিকতায়
চরিত্রে বিকীর্ণ হ'য়ে উঠবে;
তাই, ঐ বিন্যাস-বিহীন ভাবপ্রেরণার
অভিভুত-আবেগের ভিতর-দিয়ে
তোমার ভিতরে কেউ যদি কিছু চাপিয়ে দেন,

তা' কিন্তু যাদুই,
তা' তোমার সত্তার কিছুই নয়কো—
বিকার-বিজৃম্ভিত বিক্ষেপ ছাড়া। ৪৫৯৬।
১৩।৯।১৯৫২, সন্ধ্যা ৭-৫

যে প্রভাব বা আধিপত্য
স্বকেন্দ্রিক সমাহারে
জগৎ ও জীবে জীবন-পরিক্রমায়
উদ্গতি লাভ ক'রে
স্ফুরিত চেতনায়
প্রতিটি ব্যষ্টিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
নিয়ত চলৎশীল,—
তিনি সবারই ঈশ্বর,
তাই, তিনি নিরাকার হ'য়েও চৈতন্যস্বরূপ,
আবার, নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ হ'য়েও
বোধায়নী সুসঙ্গত সংবেদনায়
একসূত্র-সমাহিত হ'য়ে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মূর্ত্তপ্রতীকে
প্রকট সংহত যেখানে তিনি,—
সেখানেই তিনি সাকার ;
ফলকথা, তিনিই সব যা'-কিছুতে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছেন—
প্রত্যেকের মধ্যে তা'র মত ক'রে,
তাই, 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া'। ৪৫৯৭।
১৪।৯।১৯৫২, সকাল ৬-৪৫

বিধিকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
বিধায়নী বিধাতাকে অনুভব ও উপভোগ করা
স্দূরপরাহত। ৪৫৯৮।
১৫।৯।১৯৫২, সকাল ৯টা

শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে
'ঈশ্বর! আমায় দয়া কর,'
বা, 'ঈশ্বর! আমার কী হ'লো?'
বা, এমনি গুটিকতক বুলি আওড়ালে
যে প্রার্থনা বা আত্মনিবেদন করা হ'লো,
তা' কিন্তু নয়কো;
ইষ্টার্থকে মুখ্য ক'রে,
তদনুচর্য্যী আকূতিকে উদগ্র ক'রে
নিজের অন্তঃকরণের দিকে তাকাও,
তাঁ'র দয়া তোমাতে বোধিদীপন কুশল তাৎপর্য্যে
বোধায়নী সঙ্গতিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠুক,
আবার, কী করনি,
কী ক'রলে কী হ'তে পারতো,
তা' না ক'রেই বা কী হ'লো,
ইষ্টানুগ অভিদীপনায় সেগুলিকে
সঙ্গতিশীল অনুক্রমণায় চিন্তা ক'রে
তেমনতরভাবে বাস্তবে ক্রিয়াশীল হ'য়ে ওঠ—
বৈধী বিচারণা নিয়ে,
যা' খাঁকৃতি দেখতে পাচ্ছ
সেগুলিকে আপূরিত ক'রে তোল বাস্তবে,
এমনি ক'রেই কর, চল,
যোগ্যতা স্বতঃই আধিপত্য বিস্তার ক'রতে থাকবে

তোমার জীবনে,
কুশলকৌশলী দক্ষ পরিবীক্ষণায়
যেখানে যেমন ক'রে
যেমনতর বাক্য, ভাবভঙ্গীতে
কর্ম্মানুদীপনা নিয়ে
সার্থক হ'য়ে ওঠা যায়,
সেখানে তেমনি ক'রেই চল—
ভুল-ভ্রান্তিকে শুধ্‌রিয়ে,
যোগ্যতার আধিপত্য
অনুচর্য্যায় ঈশিত্বকে আবাহন ক'রে
তোমাকে ক্রমসার্থকতায় সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে থাকবে ;
প্রার্থনা, আত্মনিবেদন অর্থ-সমন্বিত হ'য়ে
সার্থক হ'য়ে উঠবে তোমার কাছে । ৪৫৯৯ ।
১৫।৯।১৯৫২, সকাল ৯-৫৫

নীতি, অনুশাসন বা আইন
যা' সবারই পক্ষে সত্তাপোষণী—
বৈশিষ্ট্যানুক্রমে,—
তাই-ই সার্থক ও সিদ্ধ,—
যা' অন্যের অন্যায্য অপচয় না ক'রে
প্রত্যেককে পোষণ ক'রে তোলে,
তা' তোমার বেলায়ও তেমনি,
আর, এর ব্যতিক্রম যেখানে যত বেশী,—
বৈধী অনুশাসন ব্যত্যয়ীও সেখানে তত ;
মিলন ও শান্তি-সংস্থাপক যাঁ'রা
তাঁ'দিগকেই ধন্যবাদ । ৪৬০০ ।
১৫।৯।১৯৫২, সকাল ১০টা

মৌখিক সহানুভূতি
যা' তৃপ্তি-অভিদীপনায়
কষ্টকে বরণ ক'রে
নিরাকরণ-প্রচেষ্ট হ'য়ে ওঠে না,
তা' অলস ও বন্ধ্যা;
আর, বান্ধবতা যেখানে বাস্তব,
ঐ সহানুভূতি সেখানেই সক্রিয়,
এবং সে
বন্ধু-মঙ্গল-নিষ্পাদনে কষ্টকে বরণ ক'রেও
খুশী, তৃপ্তি-অভিদীপ্ত। ৪৬০১।
১৫।৯।১৯৫২, সকাল ১০-৫

যা' অবৈধ,
যা' হয় না,
কার্য্য-কারণ-সঙ্গতি নাই যেখানে,
যুক্তি-বহির্ভূত যা',
তা'তে কাউকে প্রলুব্ধ করা মানেই হ'চ্ছে
তা'র বোধিকে বিকৃত ধারণায় অভিভূত ক'রে
ভাঁওতায় প্রবঞ্চিত ক'রে তোলা,
ওতে মস্তিষ্কে এমনতর গ্রন্থির সৃষ্টি হয়,—
যে-গ্রন্থির হাত হ'তে রেহাই পাওয়াই সুদূরপরাহত,
ফলে, অর্জ্জনী আবেগই তা'র
বিকৃত ও ব্যর্থগতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে,
জীবন-চলনায় নিরাশাই উপঢৌকন লাভ করে তা'রা;
তাই, যা' বোঝ না, জান না,
সঙ্গতি-সার্থক যা' নয়,

সুযুক্তি-সঙ্গত বাস্তব-তথ্যহারা যা',—
এমনতর আজগবী অলৌকিকতায় প্রলুব্ধ ক'রে
কা'রও সর্ব্বনাশ করতে যেও না,
ঠকানো ব্যবসায়ে নিজেও ঠকতে হয়। ৪৬০২।

১৬।৯।১৯৫২, রাত ১০-১৫

মিথ্যার প্রাচীর ভেদ ক'রে
সত্যকে যিনি
পাত্রানুগ সহজ বাস্তব সঙ্গতিতে
উন্মোচিত ক'রে তুলতে পারেন,
তিনিই কুশলকৌশলী,
তিনিই ধীমান ;
আর, সত্যকে যে
মিথ্যার কলঙ্কাবৃত ক'রে
দৃষ্টিপরিক্রমার বহির্ভূত রাখতে
সক্রিয় তৎপর,
শাতন-সন্দীপনী তমসার
ধৃতিমান যাজী সেইই,
অসূয়াপরবশ অসুরবুদ্ধি সেইখানে। ৪৬০৩।

১৭।৯।১৯৫২, সকাল ৮-১৫

সুবাস্তব-সঙ্গতিতে
শুভ-নিয়ন্ত্রণে
উপযুক্তভাবে
আদর্শানুগ উদ্দেশ্যে
উপচয়ী আপূরণী তাৎপর্য্যে
দক্ষ ও কুশলদীপনায়

সত্যকে যিনি যেমন ব্যবহার ক'রতে পারেন—
মাঙ্গলিক বাস্তব-প্রকট-প্রদীপনায়,—
তিনি তেমনই শ্রেয়দর্শী। ৪৬০৪।
১৭।৯।১৯৫২, সকাল ৮-১৭

গৌরব-অনুবদ্ধ গর্ব্বেপ্সা নিয়ে
স্বার্থ-সংশ্রয়ী সন্ধিৎসায়
আক্রোশ, হিংসা বা নিজের ঔদ্ধত্য-পরিক্রমাকে
প্রতিষ্ঠা ক'রতে
যা'রা আত্মীয়তা, বান্ধবতা বা মিত্রতাকে
অবজ্ঞা করে বা পরিহার করে—
সহজ-সন্দীপনী সক্রিয় উপচয়ী অনুচর্য্যাহারা হ'য়ে,
কিংবা যা'রা সহ্য ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় নিয়ে
বান্ধব-অনুচর্য্যা ক'রতে জানে না,—
মনে রেখো, ইতর-ব্যক্তিত্ব নিয়েই
তা'রা বসবাস ক'রে,
স্বাদু, সম্ভ্রান্ত, আত্মবীর্য্যী নয় তা'রা;
আবার, কা'রও খোস-মেজাজী চাটু-পরিচর্য্যার
ইন্ধন না হ'য়ে
মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষায়
সহজভাবে তা'দের তোষণ, পোষণ বা ভৎ'সনা ক'রলেও
যা'রা বিক্ষুব্ধ হ'য়ে
অন্যায়, অত্যাচার, অপমান
দুর্ব্যবহার বা নিন্দাত্মক মিথ্যা-অভিযান
ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে প্রতিশোধ নিতে
বদ্ধপরিকর হ'য়ে ওঠে,
তা'রাও দুষ্ট ইতরব্যক্তিত্বসম্পন্ন,

বান্ধববিহীন পরিবেশে
শাস্তির ক্রূর কটাক্ষই
তা'দের জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকে ;
যেখানেই অমনতর গন্ধ পাও,—
নিজের সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বকে
আরোতর ব্যবধানে নিয়োজিত ক'রো,
নির্ভর ক'রতে যেও না তা'দের উপর,
সাবধানতা ও সতর্কতা নিয়ে
সুব্যবস্থ হ'য়ে
যতটুকু তা'দিগকে ব্যবহার ক'রতে পার,
তা'ই ক'রো,
নয়তো, আপদের দুর্ভোগ হ'তে
রেহাই পাবে কমই। ৪৬০৫ ।
১৭।৯।১৯৫২, বেলা ১০-৩৫

অনুশাসন-সংস্থা বা আইনের বাহানা
যেখানে মানুষের সত্তা, সম্ভ্রম, সম্পদ
শান্তি, সংহতি বা সৎ-মীমাংসার
অন্তরায়ী হ'য়ে দাঁড়ায়,
অত্যাচারী হ'য়ে সেগুলিকে বিধ্বস্ত ক'রে তোলে,
তা' কিন্তু শাতন-তন্ত্রী অভিযান ছাড়া
আর কিছুই নয়কো,
তা' অসৎ-সন্দীপী, মিথ্যাচার-বিদগ্ধ,
তাই, নিরুধ্য সর্ব্বতোভাবে,
নইলে, তা' কিন্তু সব্যষ্টি গণজীবনকে
বিক্ষুব্ধ ও বিদীর্ণ ক'রে
বিদ্রোহের জ্বালাময়ী বিস্ফোরণ

সৃষ্টি ক'রে তুলবে,
লোকের সত্তা বিধ্বস্ত হ'য়ে উঠবে,
সম্ভ্রম সংক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠবে,
শান্তি অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠবে,
সম্পদ লোপাট খেয়ে
বিচ্ছিন্নতায় আত্মবিলয় করবে,
সংহতি ক্রূর দন্তুর আঘাতে
বিস্ফুরিত আকারে
গণজীবন ও সমাজকে ঝলসে দিয়ে চলবে ;
তাই সাবধান !
সুসমীক্ষা নিয়ে
সানুকম্পী পরিবেদনায়
বিক্ষুব্ধ পরস্পরকে সম্মিলিত কর,
সম্ভ্রমকে সন্দীপ্ত ক'রে তোল,
সম্পদকে বিপদমুক্ত ক'রে তোল,
সত্তাকে স্বচ্ছন্দ ক'রে তোল,
সংহতিকে সমৃদ্ধ ক'রে তোল—
আদর্শানুগ সানুকম্পী অনুবন্ধনে ;
আর, এমনি ক'রেই তোমার অনুশাসন
সার্থকতায় সাফল্যমণ্ডিত হো'ক। ৪৬০৬।

১৮।৯।১৯৫২, সকাল ৬-৫০

অসৎ যা',
অর্থাৎ সত্তার আপদ্ যা',
তা'কে নিরোধ কর,
পারতো,সত্তা- সম্পোষণায় সম্মিলিত ক'রে তোল,
আর, সৎ যা', সত্তাপোষণী যা',

তা' অবিন্যস্ত ক্রমসম্পন্ন হ'লেও
পরিপালন কর,
বিন্যাসে দৃঢ় ক'রে তোল তা'কে—
সুসঙ্গতি নিয়ে, সার্থকতায়,
শুভসন্দীপনী গণচর্য্যার মৌলিক পন্থাই ঐ। ৪৬০৭।
১৮।৯।১৯৫২, সকাল ৭-৩৫

যাঁ'রা সুকেন্দ্রিক ইষ্টীতপা
সার্থক সংযত-বৃত্তি,
সুসঙ্গত, সমাহিত,
বোধায়নী তাৎপর্য্যশীল,
স্বতঃ-অনুকম্পী, হৃদ্য,
সক্রিয় দৃপ্ত অনুরাগী,
সুবীক্ষণী শ্রেয়ানুধ্যায়ী,—
তাঁ'রা প্রায়শঃই শান্ত, সন্দীপ্ত স্মিত-গম্ভীর হ'য়ে থাকেন,
শান্ত, সুবীক্ষণী দৃষ্টি ও শ্রবণযুক্ত হ'য়ে থাকেন,
আবার, অনেক সময়
দৃশ্যতঃ মূঢ়-অভিব্যক্তি-সম্পন্ন হ'য়ে থাকেন,
তাঁ'রা শ্রমপরায়ণ হ'য়েও সাম্যচলনসম্পন্ন,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
মঙ্গলপ্রবণ,
অথবা, ঐ সমস্ত লক্ষণাপন্ন হ'য়েও
বালচপল, হৃদ্য আত্মভোলা,
লোকানুকম্পী প্রীতিপ্রদীপ্ত লোকপ্রিয়,
কিংবা স্মিতচপল হৃদয়গ্রাহী
বাক্য, ব্যবহার ও চরিত্রসম্পন্ন—
এমন-কি দুঃখ-বেদনা-ক্রন্দনেও ;

কিংবা স্মিতগম্ভীর হ'য়েও
চপলসুন্দর চলনশীল,
দুনিয়ার সবচেয়ে সহজ মানুষ—
এমন-কি আত্মগরিমাতেও ;—
এই হ'চ্ছে প্রাজ্ঞ বোধিবানদের
বাহ্যিক অভিব্যক্তি—
যা' সাধারণতঃ দেখা যায় ;
এমনতর দেখলেই সেখানে
'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া'—
শ্লোকের তাৎপর্য্য নিয়ে
তাঁ'র অনুচর্য্যা ক'রতে ভুলো না,
হয়তো, জীবনখাত থেকে
বোধি-মাণিক্য আহরণ ক'রতেও পার। ৪৬০৮।
১৮।৯।১৯৫২, সকাল ১০-১০

তোমার সত্তাপোষণী কৃষ্টি
যা' বহু প্রাচীন যুগ হ'তে প্রবাহিত হ'য়ে
স্বতঃ-দৃপ্ত বাস্তব উৎক্রমণায়
প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে—
বহু আবর্ত্তনের ভিতর-দিয়ে
সুবীক্ষিত হ'য়ে,—
তা'রই অনুপোষণী যেখানে যা' পাও,
বরং তা' গ্রহণ ক'রে
তা'কে পুষ্ট ক'রে তোল ;
যা' পরিবর্ত্তন-প্রবর্ত্তনার ভিতর-দিয়ে
নূতন ঢং-এ
সমস্ত কাঠামোকে পরিবর্ত্তন ক'রে

নানারকমে রকমারি সৃষ্টি ক'রে
নানা বাদে বিবর্ত্তিত হ'য়ে চলেছে,—
তোমার সেই নিজস্বকে ত্যাগ ক'রে
তা'র আপাত-জৌলসে ভুলে
তা'র কাছে আত্মবিক্রয় ক'রতে যেও না,
সেগুলি প্রায়ই সত্তা-ধর্ম্মী নয়কো,
পর বা প্রবৃত্তি-ধর্ম্মী,
তা'র পরিচর্য্যা-গৌরবী হ'য়ে যতই চলবে,
কাল কিন্তু ভ্রূকুটি-ধিক্কারে
ততই তোমাকে অপদার্থ বিবেচনা ক'রে
হীনতম স্থানে সংস্থাপিত করবে,
তাই, ভ্রান্তির বিলোল কটাক্ষে
আত্মসত্তাকে বিলোল ক'রে তুলো না,
বেকুব-গৌরবী হ'য়ে উঠো না,
নিজে ডুবো না',
অন্যকেও তার সাথী করবার প্রয়াসশীল হ'য়ো না,
নিজেও ম'রো না,
অন্যকেও মে'রো না,
পারতো, মৃত্যুকে চিরমরণে
অবশায়িত ক'রে তুলো',
আর, যে তা' যত পারবে,
ধীমানও হ'য়ে উঠবে সে তেমনি। ৪৬০৯।

১৮।৯।১৯৫২, রাত ৭-৩০

মানুষ সুকেন্দ্রিক সক্রিয়
শ্রেয়তপা অনুধ্যায়িতা নিয়ে
অধ্যবসায়ী তৎপরতায়

নিজে ব্যবস্থ হ'য়ে
তা'র পরিবার ও পরিবেশকে
যতই সুকেন্দ্রিক, সুব্যবস্থ ক'রে তুলতে পারবে—
একটা পারস্পরিক সত্তাসম্পোষী সুব্যবস্থিতিতে,—
সে জীবনে স্বচ্ছন্দভাবে চলতে পারবে তেমনি,
আর, এর ব্যতিক্রম যেখানে যেমন,
স্বচ্ছন্দতা সন্ধুক্ষিত হ'য়ে ওঠে সেখানে তেমনি। ৪৬১০।
১৮।৯।১৯৫২, রাত্র ৮-২০

যে শ্রদ্ধাই হো'ক,
বা যে-আসক্তিই হো'ক,
যা' তোমাকে বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয় প্রিয়পরমে
আত্মনিবেদন ক'রতে বা আত্মনিবদ্ধ হ'তে দেয় না,
তা' কিন্তু তোমার পক্ষে
কুহকগ্রন্থি ছাড়া কিছুই নয়কো,
কারণ, ঐ আত্মনিবেদন
যা'র উপর দাঁড়িয়ে তুমি বিবর্ত্তনপ্রয়াসী—
ঐ শ্রদ্ধা বা আসক্তিকে আপূরিত ক'রে
ভুমায়িত তাৎপর্য্যে,—
তা' হ'তে যে হো'ক আর যা'ই, হো'ক,
তোমাকে যতই নিবর্ত্তিত ক'রে তুলবে
বা তুলতে থাকবে,

সে বা তা'
তোমার সত্তাসম্বর্দ্ধনাকে ব্যাহত করবে ততখানি,
যা'কে শ্রেয় ব'লে ধ'রে আছ,
সেই যদি তোমাকে

বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-শ্রেয়-আলিঙ্গন হ'তে
বঞ্চিত ক'রে তুলতে চায়,
তা' শ্রেয়-আকাঙ্ক্ষায় হ'লেও
অশ্রেয়-তাৎপর্য্যী,—
তোমাকে সঙ্কীর্ণতায় সীমাবদ্ধ ক'রে রাখবারই
কুহকজাল,
যে-জালের ফাঁদে প'ড়ে
তুমি আপূরণী আত্মবিবর্ত্তনে বঞ্চিত হ'তে চলেছ ;
দারা, পুত্র, পরিবার, পিতামাতা—
আত্মীয়-স্বজন, গুরুজন,
যা'তেই তোমার প্রীতি বা শ্রদ্ধাভক্তি
থাক্ না কেন,
তা' যদি ইষ্টপন্থী না হয়,
ইষ্টানুগ না হয়,
ইষ্টার্থ-বর্ত্মকে প্রসারিত ক'রে না তোলে,—
সঙ্কীর্ণ সীমায়িত আবর্ত্তন-অনুবন্ধই
তা'র উপঢৌকন ;
যা'কে তুমি ভালবাস, ভক্তি কর বা শ্রদ্ধা কর,
সে ভক্তি, ভালবাসা, শ্রদ্ধা
উৎসারিত হ'য়ে
ঐ জীয়ন্ত ইষ্টবেদী-আসীন ঈশ্বরেই
যদি সার্থক হ'য়ে না উঠলো,
তবে তা'র কিস্মৎ যে কী
তা' সহজেই অনুমেয় ;
তাই, বুঝে চ'লো ;
ব্যর্থ হ'য়ো না,
কারণ, বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয় যিনি

তিনি এক, অদ্বিতীয় প্রকট মূর্ত্তি,
তিনিই বিশ্ববর্ত্ম, ঋদ্ধিপুরুষ তিনিই,
আবার, তদনুগ তদনুচর্য্যী তৎস্বার্থী মহান যাঁ'রা
তাঁরাও অনুপম,
তাঁদের সঙ্গ ও সাহচর্য্যলাভ
প্রায় মানুষেরই প্রত্যাশার অতীত,
সুযোগ থাকতেও তা' হ'তে বঞ্চিত হওয়া
নিষ্ঠুর অজ্ঞতার পরিহাস ছাড়া
আর কিছুই নয়। ৪৬১১।

১৮।৯।১৯৫২, দুপুর ১২টা

যে-কোন অনুরোধ বা উপরোধেই হোক না কেন,
তোমার সদাচারী কৃষ্টিচলনাকে অব্যাহত রেখে
সৌজন্য-আপ্যায়নায়
সবাইকে অভিদীপ্ত ক'রে তুলো,
তোমার ঐ কৃষ্টিতপা কুলসম্ভ্রম
তোমার মর্য্যাদাকে
সম্ভ্রমদীপ্ত ক'রেই চলবে। ৪৬১২।

১৯।৯।১৯৫২, সকাল ৯-৩০

তথ্যের সুসঙ্গত বাস্তব বিনয়ন
ও সক্রিয় সুব্যবস্থ সমাধান
মানুষের বোধিকে
পরিপুষ্ট ও প্রদীপ্ত ক'রে তোলে—
চিত্তকেও পোষণ প্রবৃদ্ধ ক'রে। ৪৬১৩।

২০।৯।১৯৫২, সকাল ৯-১০

দশজনে কাউকে মন্দ বললেই
বাস্তবে সে যে মন্দই হ'য়ে গেল—
তা' কিন্তু মোটেই নয়কো,
দেখতে হবে তার অবস্থা, স্থান-কাল-পাত্র,
আর, তদনুগ তাৎপর্য্যে সে লোকহিতী কিনা,
মানুষের সত্তারক্ষণী, সত্তাপোষণী প্রবৃত্তি নিয়ে
সে চলে কিনা,
মানুষ সাধারণতঃ
তা'র প্রবৃত্তিপ্রসাধনায় সংঘাত বা বাধা পেলেই
কাউকে মন্দ ব'লে থাকে,
আক্রুদ্ধ হ'য়ে থাকে তা'র প্রতি ;
তাই, অমনতর যা'রা
তা'দের মতবাদের 'পর দাঁড়িয়ে
কাউকে ভাল বা মন্দ ব'লে
ধ'রে নিতে যেও না,
যদি দেখ
মানুষের সত্তাসংরক্ষণী, সত্তাসম্পোষণী প্রদীপনা নিয়ে
সে চলে—সক্রিয় হ'য়ে,
তা'কে ভাল ব'লেই ধ'রে নিও,
নয়তো ঠ'কবে,
মানুষের সত্তা-অনুচর্য্যী যে
তা'কেই হারাবে। ৪৩১৪।

২০।৯।১৯৫২, বেলা ১১-৫

সবাই সবসময় যে চাইতে জানে—
তা' কিন্তু নয়কো,
সত্তাসম্পোষণা বা সত্তাসংরক্ষণাকে অবজ্ঞা ক'রেও

তা'রা অনেক সময়
প্রবৃত্তি-প্রসাধনী যা' তাইই চেয়ে থাকে,
না পেলে দুঃখিত হয়,
তাই, সত্তা-সম্পোষণী যা' পার
তা'ই দাও,
আর, মানুষকে দীক্ষিত ক'রে তোল তা'তে ;
এই যত করতে পারবে—
গণমঙ্গলের হোতা হ'য়ে উঠবে ততই। ৪৬১৫।
২০।৯।১৯৫২, বেলা ১১-১০

মিথ্যা ষড়যন্ত্রে
যা'রা শুভ ও সত্যনিষ্ঠকে বিপন্ন ক'রে তোলে—
তা'রা কিন্তু বীভৎস,
আর, এর প্রশ্রয়ী বা পরিপোষক যা'রা
তা'রা ততোধিক,
সযত্নে তা' দিয়ে
তা'রা ঐ সর্ব্বনাশা প্রবৃত্তির
পরিরক্ষণ ও পরিপোষণে স্বতঃ-প্রবণ,
লহমায় তা'দিগকে যদি নিরুদ্ধ না কর,—
এ বিপত্তি যে মানুষকে বিপর্য্যয়গ্রস্ত ক'রে তুলবে
তা' কিন্তু অতিনিশ্চয়। ৪৬১৬।
২০।৯।১৯৫২, বেলা ১১-১৮

ম'রে জীবন্ত থাকা যায় না সত্য,
কিন্তু বেঁচে থাকতেও
যা'রা জীবনকে উপভোগ করতে দেয় না—
তা'রা মৃত্যুর চেয়েও অভিঘাতী বেশী। ৪৬১৭।
২০।৯।১৯৫২, বেলা ১১-২০

কামকামনা কুৎসিত তখনই
যখনই তা' সত্তাধর্ম্মে সংঘাত সৃষ্টি করে—
শ্রেয়কে অবজ্ঞা ক'রে। ৪৬১৮।
২০।৯।১৯৫২, বেলা: ১১-২২

লাখ উপদেশ দাও,
তা' মানুষের জীবনে
সার্থকতা লাভ করবে কমই,
সাফল্যে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে কমই,—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজে না কর
এবং তা'দিগকে করিয়ে
তা'তে অভ্যস্ত ক'রে না তোল। ৪৬১৯।
২০।৯।১৯৫২, রাত্র ৭-৩০

জাতীয় সংগঠনের মূলকেন্দ্রই হ'চ্ছেন
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ দ্রষ্টাপুরুষ,
তিনি প্রেরিত, প্রেরণাপ্রবুদ্ধ পুরুষোত্তম,
সত্য ও সমাধানের মূর্ত্ত প্রেরণা;
সব্যষ্টি গণজীবন যত তৎপরতা নিয়ে
তড়িৎ উদ্যমে
তাঁ'তে সংবদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারবে,—
গণজীবন পারস্পরিক অনুবন্ধনায়
সর্বসুসঙ্গতিতে
উদ্‌গমন-তৎপর হ'য়ে উঠবে ততই,
আর, তাঁ'রই অনুপ্রেরক যাঁ'রা,
যাঁ'রা নিজের জীবনকে
তৎস্বার্থান্বিত ক'রে

স্বভাবকে তদনুগ উচ্ছলদীপনায়
বিনায়িত ক'রে চলেছেন—
উদ্যমী তাৎপর্য্যে,—

তাঁরাই স্বভাব-ঋত্বিক্,
সবষ্টি গণজীবনের উন্নতির অগ্রদূত,
তাঁদের মধ্যে আবার
বৈশিষ্ট্যানুক্রমে কেউ গণ-উদ্বেলক,

অর্থাৎ তাঁরা
লোককল্যাণের পরিপন্থী বিশেষ-বিশেষ ব্যতিক্রমে
নিরাময়ী সৌকর্য্যে
গণদৃষ্টিকে আকর্ষণ ক'রে
সক্রিয় বিনায়নী ব্যবস্থায়
তা'দিগকে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলে থাকেন—
অসৎ-নিরোধী উদ্দাম উদ্দীপনায় ;

আবার, ঐ বৈশিষ্ট্যানুক্রমে
কেউ কেউ উদ্বোধক,—
যাঁ'রা তাঁ'র মতবাদের স্বাভাবিক সুব্যাখ্যায়
বোধন-সৌকর্য্যে
মানুষকে তদর্থপরায়ণ ক'রে
তৎকর্মনিরত ক'রে তুলে থাকেন ;
তাই, এই উদ্বেলক ও উদ্বোধক দুইই
গণ-উৎক্রমণী অভিযানে অপরিহার্য্য,
আর, এরা পরস্পর পরস্পরেরই অনুপূরক,
আবার, বিশেষ-বিশেষ ব্যষ্টিতে ঐ দুই-ই
সমন্বয়ী তালে চলৎশীল,
আর, বস্তুতঃ তাঁ'রাই
গণনেতৃত্বে গণ্য হ'য়ে থাকেন,

তাঁ'দের বাক্য, আচার, ব্যবহার,
সুকেন্দ্রিক সন্দীপনাময় কর্ম্ম
মানুষকে উদাত্ত অনুবেদনায় উদ্দীপ্ত ক'রে
সক্রিয় সন্দীপনায়
যোগ্যতায় জীবন্ত ক'রে তুলে থাকে,
গণজীবনে ধর্ম্মদাতা তাঁরাই,—
যা'র ফলে দেশে
থাকে না দুঃখ
থাকে না দৈন্য
থাকে না আক্রোশ
থাকে না ব্যভিচার
থাকে না দুরদৃষ্টের দুরতিক্রমৎ পরিহাস,
ক্রমদীপনায় এগুলি তিরোহিত হ'য়ে
আসে শান্তি,
আসে স্বস্তি,
আসে অসৎ-নিরোধী পরাক্রমী স্বধা
অর্থাৎ আত্মধৃতি। ৪৬২০।

২০।৯।১৯৫২, রাত্রি ৮-১০

তোমার অন্তরস্থ জীবনকেন্দ্র
যে-সমাবেশে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
তোমার সত্তাকে জীবনীয় ক'রে রেখেছে,—
যা' সপরিস্থিতি তোমার
বৈধানিক ব্যবস্থাকে সুব্যবস্থায় বিনায়িত ক'রে
বর্দ্ধনসম্বেগী ক'রে রেখে চলেছে,—
তুমি সেই জীবনসত্তাকে
যদি শাতন-পরিচর্য্যায় লাগাও,
অর্থাৎ দুষ্টপ্রকৃতির সম্পূজক ক'রে তোল,

তবে দুষ্টপ্রকৃতি বা শাতন-প্রকৃতি সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে
তোমার জীবন-সত্তাকে
ক্ষয়িষ্ণু ক'রে কেন তুলবে না?
ঐ প্রকৃতিকে যদি জীবনসত্তার
পূজারী ক'রে তুলতে,
তন্নিয়মনে সে নিয়ন্ত্রিত হ'তে বাধ্য হ'ত—
এমনতর কিছু যদি ক'রতে,
তাহ'লে তোমার ঐ জীবনসত্তাই
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠত,
তুমি জীবনের অধিকারী হ'তে,
আয়ুর অধিকারী হ'তে,
বর্দ্ধনার অধিকারী হ'তে,
স্বর্গীয় পারিজাত-প্রবাহ
উচ্ছল মন্দার-উপভোগে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠত—
তোমার পরিবার, পরিবেশ সব যা'-কিছুকে
ঐ উপভোগ-উদ্বর্দ্ধনার অধিকারী ক'রে ;
তোমার যে-প্রবৃত্তিকে
উদ্গতিতে সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলেছ,
তা'তেই তুমি স্বাধীন হ'য়ে আছ,
তোমার বোধ ও বিবেচনা নিয়ে
যা'র আরাধনা যেমন করবে,—
অভ্যাস-অনুচর্য্যার ফলে
যোগ্যতাও তেমনি বেড়ে যাবে,
সিদ্ধিও হবে তেমনি,
বৃদ্ধিও চলবে সেই পথে ;

যা' শ্রেয় বিবেচনা করবে,
তা'ই করবে,
ক'রেও থাক তা'ই,
পাও বা পাবেও তেমনি। ৪৬২১।
২০।৯।১৯৫২, রাত্রি ৯-৩৮

স্বেচ্ছ-অভিসারী ব্যভিচার
যদি প্রতিলোম-পন্থী না হয়—
তা' পাপের না হ'লেও অপরাধের,
অবশ্য যদি তা' বিবাহকল্পী না হয়,—
যদিও তা'ও অন্যায্যপন্থী। ৪৬২২।
২৪।৯।১৯৫২, সকাল ৯-৩০

মানুষের মর্য্যাদাকে বিখণ্ডিত-করণোদ্দেশ্যে
কোন অপরাধ না থাকা সত্ত্বেও
ষড়যন্ত্রের ভিতর-দিয়ে
বা সন্দেহের অছিলায়
বলপ্রয়োগে তা'কে আটক রাখা
বা বিচারালয়ে উপস্থাপিত করা,
ও মানবতাকে পদদলিত করা,—
দুই-ই সমান। ৪৬২৩।
২৪।৯।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬টা

তোমার শাসনযন্ত্র যেন
বহুদর্শী সুসমীক্ষ কুশল তৎপরতায়
এমনতরভাবে সুসজ্জিত হয়,—
যেন তা'তে এতটুকুও গল্‌তি বা খাঁকতি হওয়া মাত্রই

তৎক্ষণাৎ ঐ গল্‌তি বা খাঁকতি নিরুদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
যেমন, বস্ত্রনির্ম্মাণ-কালে একটি সূত্র ছিন্ন হ'লেও
আধুনিক উন্নত ধরণের বয়ন-যন্ত্রের
সেই বিশেষ অংশটি
তৎক্ষণাৎ নিরুদ্ধ হ'য়ে যায়,
আর, তা' ততক্ষণ তেমনি থাকে,—
যতক্ষণ ঐ সূত্রকে উপযুক্তভাবে
যুক্ত ক'রে না দেওয়া হয় ;
তা'র ফলে, যেমন বয়নশিল্প
সৌকর্য্যের সহিত পূর্ণ উদ্যমে চ'লে
সবাইকে তা'র প্রয়োজনমত সরবরাহ করতে পারছে,
তেমনি, তোমার শাসনযন্ত্র
ঐ রকম দোষমুক্ত হ'য়ে যদি চলে,
তা' সবাইকে সুষ্ঠু স্বচ্ছন্দতার সহিত
যোগ্যতার উদ্দীপনা নিয়ে চলতে সাহায্য করবে,
আর, সব্যষ্টি সমষ্টির যোগ্যতা বাড়িয়ে
তা'দিগকে প্রীতি-সন্দীপনী ব্যবহারে অনুবদ্ধ ক'রে
দেবদীপ্ত ক'রে তুলতে থাকবে,
তুমি ও তোমার শাসনযন্ত্র
সার্থক হ'য়ে উঠবে সেখানে। ৪৬২৪।
২৫।৯।১৯৫২, সকাল ৭-৫৫

সুকেন্দ্রিক, সুসঙ্গত,
সুনিষ্পন্ন সার্থক উপচয়ী কর্ম্মই
মানুষের বরপ্রদ,
তা' মানুষকে ধর্ম্মে, অর্থে, কামনায়, মোক্ষে
তৃপ্ত ও অভিদীপ্ত ক'রে তুলতে পারে ;

ঈশ্বরের পরম পূজাই হ'চ্ছে
অকুণ্ঠ আগ্রহ-অর্ঘ্যান্বিত
সঙ্গতিশীল, সুকেন্দ্রিক, সুব্যবস্থ
বোধিবিজৃম্ভী কর্ম্মানুদীপনা,
তা'র সার্থকতাই প্রাপ্তিতে। ৪৬২৫।
২৬।৯।১৯৫২, সকাল ৮-২০

শুধুমাত্র বাচক তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে
যা'রা বিচার-প্রয়াসী,
বা বিচার ক'রে থাকেন—
স্বাধীন অনুসন্ধানে বিরত থেকে,—
তা'রা বিচারের ব্যভিচারকে
আমন্ত্রণ ক'রে থাকেন প্রায়শঃ। ৪৬২৬।
২৭।৯।১৯৫২, রাত্রি ৮টা

মিথ্যার আবরণ উন্মোচিত ক'রে
সত্যকেই যদি নির্দ্ধারিত করতে না পারলে,
তোমায় মিথ্যাবিহ্বল ধারণায়
যে-অভিব্যক্তি, অভিমত প্রকাশ করবে,
তা' কিন্তু সত্যকেই ধিক্কার করা ছাড়া
আর কিছুই নয়,
তুমি সত্যের নামে মিথ্যার প্রহসন-পরিহাসে
আতঙ্ক-নির্ঝর অভিশপ্ত উল্লাসে
ঐ মিথ্যারই পূজারী হ'য়ে উঠলে। ৪৬২৭।
২৭।৯।১৯৫২, রাত্রি ৯-৫

তোমাদের সাত্ত্বিক ভাবাবেগ
আত্মিক নিবন্ধনে
জ্বলন-সম্বেগে
যতই সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠবে—
দীপনদান্ত কর্ম্মানুপ্রেরণা নিয়ে
প্রিয়পরমে অর্থান্বিত হ'য়ে
সব যা'-কিছুকে গৌণ ক'রে
মুখ্য অনুপ্রেরণায়,
উদ্বর্দ্ধনী অনুরাগসন্দীপ্ত সক্রিয় অভিব্যক্তি নিয়ে,
স্নায়ুতন্ত্রীগুলিকে বিকম্পিত ক'রে
সংহত শালিন্যে,
শক্তি ও বিক্রমী পরাক্রমের সহিত
উপচয়ী উৎক্রমণায়
পরস্পর পরস্পরকে স্বার্থান্বিত ক'রে—
সাত্ত্বিক স্বতঃ-নিয়মানুবর্ত্তিতায়
সুসংবদ্ধ সাগ্নিক প্রজ্বলনে,
যা'-কিছু অসৎ-কে ভস্মসাৎ ক'রে
স্বচ্ছন্দ মলয়-তালিমে
স্বর্গীয় সুষমা-পরিবেষণে
তোমাদিগকে আশিসদীপ্ত ক'রে,—
স্বর্গীয় যাজ্ঞিক সুগন্ধি
প্রতিটি জীবনকে জীবনদৃপ্ত ক'রে
উদাত্ত অনুচর্য্যায়
তোমাদের বাক্য, ব্যবহার, যোগ্যতা
দৃষ্টি, ভাবভঙ্গী যা'-কিছুকে
জীবনীয় ক'রে তুললে ততই—
একটা বিক্রমী শৌর্য্যদীপনায় ;

তাই, এখনই সংহত হও,
আর, এই-ই শক্তি-সাধনা। ৪৬২৮।
২৯।৯।১৯৫২, সকাল ৬-৫০

যা'রা অলীক ধারণা-অভিভূতি নিয়ে
দেখে বা চলে,
আর, অসঙ্গত অবাস্তব সন্দেহ নিয়ে
আত্মপ্রবঞ্চনা তো ক'রেই,
তা' ছাড়া, অন্যকেও কষ্ট দেয়,
তা'দের বোধায়নী ভিত্তিই হ'চ্ছে মূঢ়,
অসঙ্গত বাহাবার আত্মপ্রসাদই
তা'রা উপভোগ ক'রে থাকে। ৪৬২৯।
৩০।৯।১৯৫২, সকাল ১০-২০

৺বিজয়ার আশীর্ব্বাণী

জীবনের জৃম্ভণ-সম্বেগ
সংঘাতের দারুণ আঘাতে
বিচ্ছুরণী জীয়ন্ত প্রকাশে
বিকীর্ণ হ'য়ে চলতে থাকে,
নয়তো নিভে যায়—
যেখানে জীবনের ক্রমিক চলন
ক্রমপদক্ষেপে চলতে পারে না ;—
আর, এই বিধায়নী সংহতি—
যা' জীবনকে ধ'রে রেখেছে—
তা' যতই জীবনকে

দৃঢ় সম্বন্ধনে সংহত ক'রে
আত্মবিস্তারে প্রসারণশীল হ'য়ে চলেছে,
জীবনও সেখানে তেমনি
দেদীপ্যমান
ক্রমস্রোতা হ'য়ে চলেছে ;
আর, এর স্বল্পতা যেখানে যেমন—
জীবনপ্রণালী সঙ্কীর্ণও সেখানে তেমনি ;
তাই চাই—
সব সত্তা দিয়ে,
সমস্ত প্রবৃত্তির অনুচর্য্যা দিয়ে
মানস-সম্বেগের কল্পমান বিসৃজনী সুকেন্দ্রিক চলন ;
এ যেমনতর—
হ'য়ে থাকা,
থেকে হওয়া,
হ'য়ে আরো হওয়ার সম্বেগও
সেখানে তেমনি ;—
একটা সুদৃঢ় আলম্বনে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
তৎস্বার্থী, তদনুচর্য্যী পরাক্রমী চলনে
চলৎশীল হ'য়ে চলার
দৃঢ়তা যেখানে যেমনতর—
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানকে
একসূত্রে সার্থক অন্বয়ে
সুসম্বদ্ধ ক'রে
উৎসৃজনী উৎসারণায়,—
সার্থক চলনও সেখানে তেমনতর ;
সংঘাত যা'র জীবনকে

যতই দৃঢ় ক'রে তুলতে পারে,
সুকেন্দ্রিক সাম্য-স্বস্ত্যয়নী-সম্বর্দ্ধনায়—
বোধিবীক্ষণী কুশলকৌশলী তৎপরতা নিয়ে
যে যেমন চলতে পারে,
সত্যকেও সে তেমনতর
স্ফুরণ-দীপনায়
বিকাশ-উদ্বুদ্ধ ক'রে
জীবনকে সৎ-দীপনায় সন্দীপিত করে,
এই হওয়া থাকার পথে
আরো-আরো ক'রে
নিজেকে পরিচালিত করতে পারে ;
তাই, সমস্ত বৃত্তির সংহত পরিক্রমায়
জ্বলন-সম্বেগে
সংঘাতকে যতই নিরোধ করতে পার,
যতই নিয়ন্ত্রণ করতে পার,—
অভিব্যক্তিও তেমনতরই
উজ্জ্বল-লাস্যে
পরিবেশের অন্তঃকরণকে ধাঁধিয়ে
তোমাকে নন্দিত ক'রে তুলবে ;
তাই, চাই সত্য
অর্থাৎ সত্তায় অনুরাগ,
ন্যায় অর্থাৎ সত্তাপোষণী সঞ্চলন,
কৃষ্টি অর্থাৎ জীবনবর্দ্ধনী অনুচর্য্যা,
তা' তোমার নিজের যেমন—
বৈশিষ্ট্যানুক্রমে
অন্যেরও তেমনতর ;
আর, যে-এমনতর চলন

সপারিপার্শ্বিক তোমার জীবনকে ধ'রে রাখে—
সম্বর্দ্ধনার সন্দীপনায়
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে,—
তা'ই হ'চ্ছে ধর্ম্ম ;

আর, এই ধর্ম্ম হ'চ্ছে—
দুনিয়ায় যা'-কিছু কর,
তা'রই ঐ উৎসৃজনী উদ্দীপনার অনুস্রোতা ভিত্তি ;
যা'-কিছু কর না কেন,
তা' যদি ধর্ম্মে সার্থক হ'য়ে না ওঠে,
সেখানেই ব্যতিক্রম, বিভ্রান্তি—
জীবনের প্রতি দিকে ;
তাই, আমার একান্ত যিনি,
আমার পরমপিতা যিনি,
তাঁ'র চরণে
বিনীত বিনিদ্র প্রার্থনা আমার—
তোমরা ইষ্টকে অবলম্বন কর,
ধর্ম্মকে পরিপালন কর,
ন্যায়ে নিয়ন্ত্রিত হও,

সংহতি-আলিঙ্গনে
যোগ্যতার সম্বেদনায়
প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ
প্রতিপ্রত্যেকে সংহত হ'য়ে
শক্তির সাম-সঙ্গীতে সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ ;
আবার চণ্ডী আসুন,
আবার গীতা আসুন,
বেদ-বিদীপ্ত বিজ্ঞানের

সুসংহত সন্দীপনা
তোমাদিগকে সুদর্শন-সম্বুদ্ধ ক'রে
জীবনচলনার বিবর্ত্তনাকে
আলোকিত ক'রে তুলুক ;
তোমরা সফলতায় সন্দীপ্ত হ'য়ে
প্রত্যেকটি পরিবার-পরিবেশ সহ
সুখে সুদীর্ঘজীবন লাভ কর,—
তাঁ'র রাতুল চরণে
এই আমার একান্ত নিবেদন ;
স্বস্তি শুভদৃষ্টিতে-তোমাদিগকে
স্মিতমধুর প্রাণন-পরিচর্য্যায়
নন্দিত করে তুলুক ;
সুখী হও,
স্বস্তি নিয়ে চল,
শান্তিতে পরিতৃপ্ত থাক—
অনন্তের পথে,—অকাট্য চলন নিয়ে। ৪৬৩০ ।

২।১০।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৪০

প্রকৃতি
পুরুষে অনুশায়িনী উৎক্রমণায়
আনুপাতিক জীবনলাভ করে,
পুরুষ
প্রকৃতিতে অনুস্যূত হ'য়ে
মূর্ত্তিতে জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে ;
তাই, স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই উভয়ের কাছে
অচ্ছেদ্য, অকাট্য ও অবর্জ্জনীয়। ৪৬৩১ ।

৬।১০।১৯৫২, বিকাল ৪-২৫

সহজ সরবরাহ,
বিবাদের ত্বরিত স্বস্তিপ্রদ মীমাংসা
ও বিবাদীদের পুনর্মিলন,
আর, বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-আদর্শ-অনুবর্ত্তিতায়
সত্তাসম্পোষণী কৃষ্টির অনুশীলনে
মানুষকে যোগ্যতায় স্বাবলম্বী ক'রে তোলা—
রাষ্ট্রসংস্থার তরফ থেকে
এই তিনের বিহিত ব্যবস্থাপনা
ব্যষ্টির আপূরণে
সমষ্টিকে সম্বর্দ্ধন-প্রয়াসী ক'রে
তা'দিগকে রাষ্ট্রসংস্থায়
বিশ্বাসী ও প্রীতিশীল ক'রে তোলে। ৪৬৩২।

৮।১০।১৯৫২, সকাল ৮টা

দণ্ডের সার্থকতাই হ'চ্ছে সংশোধন,
আর, দুষ্টসংক্রমণ-প্রতিরোধ,
তা' ছাড়া, যে-দণ্ড শুধু শাস্তিমূলক—
তা' ব্যর্থ ও বিদ্রোহ-উদ্দীপক। ৪৬৩৩।

৮।১০।১৯৫২, সকাল ৯-৫৫

কোন এক পক্ষের অভিব্যক্তির উপর দাঁড়িয়ে
বাস্তব তথ্যের
সুসঙ্গত পরিচয়ে বিরত হ'য়ে
বা তা'র বাস্তবরূপ আবিষ্কার না ক'রে,
বিবদমান বিরুদ্ধ পক্ষের উভয়কে
বিশদ ও বিস্তারিত-ভাবে
সুবীক্ষণী তাৎপর্য্যে অনুধাবন না ক'রে,

শুধুমাত্র সন্দেহক্রমে দোষী সাব্যস্ত-করতঃ
যদি কাউকে কোনপ্রকারে আটক রাখা হয়,
শাস্তি দেওয়া হয়,
সে আটক-অবস্থা বা শাস্তি
যতদিন পর্য্যন্ত চলতে থাকে,
যা'র অনুসন্ধান বা আদেশে
ঐ আটক-রাখা বা শাস্তি নির্দ্ধারিত হয়েছে,

সে তা'র গুণিতক্রমে
শাস্তিগ্রহণ ক'রে বা খেসারত দিয়ে
ঐ ক্ষতির আপূরণ ক'রতে
বৈধী নিয়মানুক্রমে বাধ্য ;

এবং যে শাস্তি পেয়েছে
সে যদি পরবর্ত্তীকালে
দক্ষসন্ধানী সুবিচারে শাস্তির অধিকারী হয়,

তাহ'লে ঐ সিদ্ধান্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত
যতদিন সে আটক আছে
বা তা'কে শাস্তি দেওয়া হ'য়েছে,

তা'র সেই শাস্তির নির্দ্ধারিত মেয়াদ হ'তে
তা'কে ততদিন পর্য্যন্ত
রেহাই দেওয়া উচিত,

কারণ, দণ্ড বা শাস্তি
শুধুমাত্র বিক্ষোভের সন্দীপক নয়,
সংক্রমণ-নিরোধের জন্যও—
তা' তা'র নিজের
ও অন্যের শাস্তির জন্যও বটে। ৪৬৩৪।

৮।১০।১৯৫২, সকাল ১০টা

তদন্ত বা বিচারে
কোন এক পক্ষের বিবরণ
বা প্রমাণের উপর নির্ভর ক'রে
একদেশদর্শী যে-তথ্যে উপনীত হওয়া যায়,
তা' প্রায়শঃই মিথ্যাদুষ্ট বা আংশিক,
তাই, তা' স্বতঃই অসিদ্ধ। ৪৬৩৫।
৮।১০।১৯৫২, সকাল ১০-১৫

যিনি অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ,
ইষ্টীতপা যিনি—
শুভ-সন্দীপ্ত সত্যের উপাসক,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-পরিচর্য্যাই
যাঁ'র জীবনীয় আত্মপ্রসাদ,
সন্ধিৎসু সুবীক্ষণায়
যিনি প্রকৃতির নিভৃত অঙ্ক হ'তে
বিধিকে উদ্ভিন্ন ক'রে
লোক-পরিপোষণী সৌকর্য্যে
তা'দের জীবন ও বর্দ্ধনের
উদ্‌গাতা হ'য়ে উঠেছেন—
সার্থক, সুসঙ্গত, বাস্তব বোধি-তাৎপর্য্যে,
অযুতলোক-শ্রদ্ধার্হ যিনি,
যিনি আত্মমার্জ্জনাপরায়ণ,
নিজেকে ক্ষমা না ক'রে মার্জ্জিত ও দণ্ডিত করাই
যাঁ'র স্বভাব,
আত্মবিনয়নে সুসম্বুদ্ধ ও পটু যিনি,
লোকার্থ-পরিসেবাকেই
যিনি আত্মসেবা মনে ক'রে

প্রবুদ্ধ ও তৃপ্তিপ্রদ হ'য়ে
তদনুশীলনেই আত্মপ্রসাদ লাভ করেন,—
তিনি বিশ্ববিধাতার নরপ্রতীক ;
বিধি তাঁ'র বিনীত বৈশিষ্ট্য নিয়ে
তাঁ'কে সেবা ক'রে
সার্থকতা লাভ করে,
নীতি ও বিধিসেবী যাঁ'রা—
তাঁ'কে বন্দনা ক'রে বিধি বন্দিত হ'য়ে ওঠেন,
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের বিশেষ তাৎপর্য্য
যাঁ'র বোধিতে ঔজ্জ্বল্য লাভ করেছে,
ব্রহ্মদর্শী যিনি,
ঋষি বা ঋষিকল্প যিনি,
তিনি চিরমুক্ত—
তা' তোমার জীবনে,
তোমার পরিবারে,
তোমার সম্প্রদায়ে,
তোমার সমাজে,
তোমার রাষ্ট্রে—সর্ব্বত্র,
বন্দনার সক্রিয় সামসঙ্গীত
একমাত্র সার্থক সেখানেই,
তোমার বিধি-অনুচর্য্যী বিচার
বিনীত বন্দনায়
যদি তাঁ'কে সেবা না করে,
তবে ঠিক জেনো—
ঐ বৈধী নিয়মন
সাংঘাতিক সংঘাতে
সংক্ষুব্ধ অনুবেদনায়

নিভৃত তমসার অতলগর্ভে
স্তিমিত হ'য়ে উঠবেই কি উঠবে,
বিধাতার সত্তা-সন্দীপনী
সত্তাসম্বর্দ্ধনী বিধি ও নীতি
বিধ্বস্তি লাভ ক'রে
শাতনের ক্রূরনীতি সেখানে
তম-সন্দীপ্ত ঔদ্ধত্যমুকুট-পরিশোভিত হ'য়ে
তোমার অস্তি ও বৃদ্ধির বিরুদ্ধে
দুর্দ্দান্ত দণ্ড উত্তোলন ক'রে
ক্রূর কটাক্ষে
শাসন করবেই কি করবে,
তাঁ'কে যদি কেউ নির্য্যাতন করে
তোমার অসৎ-নিরোধী কঠোর হস্ত
তা'কে যেন তখনই দমিত করে,
নতুবা, গণপীড়ন অবশ্যম্ভাবী ;
তাই, আইনজীবী ! বিচারালয় !
গার্হস্থ্যনীতি !
এক কথায়
জীবনবর্দ্ধনী যা'-কিছু নীতি বা বিধিই
হো'ক না কেন,
বিনীত অভিবাদনে
আগে তাঁ'কে বন্দনা ক'রো ;
তোমার বিচার
তাঁ'তেই সার্থকতা লাভ করুক,
তোমার দণ্ড ও শাসন
তাঁ'তেই পরিশুদ্ধ হ'য়ে
লোকপোষক হ'য়ে উঠুক—

সংরক্ষণী, সম্পোষণী, সম্পূরণী সৌকর্য্যে,
নয়তো সবই বৃথা,
সবই ভণ্ড,
সবই জীবন-সংঘাতী—
এ-কথা ঠিক মনে রেখো ;
তাঁ'র বাক্যই আপ্তবাক্য, সত্য ও সৎ,
হাজার মানুষের কথাও সেখানে গ্রহণীয় নয়,
তাঁ'র নিদেশ যদি অযুতপ্রাণহন্তাও হয়,
তা' অযুতকোটী প্রাণকে
প্রাণবন্ত ক'রে তুলবে—
বর্দ্ধনার সম্বৃদ্ধ সামগীতি-সন্দীপনায়,
তোমার জীবন তাঁ'কেই মুখ্য ক'রে
উদ্‌গ্রীব সক্রিয় তৎপরতায়
প্রথমে তাঁ'কেই বন্দনা করুক,
আর, সার্থক হ'য়ে উঠুক তাঁ'তেই—
পরিবার, সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রের
যা'-কিছু প্রগতি নিয়ে ;
স্বস্তি ও সম্বৃদ্ধির পথই ঐ। ৪৬৩৬।
১৩।১০।১৯৫২, সকাল ৯-১৫

দুর্নীতি কোথাও
শুভদ হ'তে পারে,
সত্তাপোষণী হ'তে পারে,
কিন্তু অবিধি কোথাও
গণহিতী বা গণবর্দ্ধনী হ'তে পারে না,
কারণ, নীতি নিয়মন-প্রভাবান্বিত,
আর, বিধি
সত্তাকে ধারণ ও বর্দ্ধন করে। ৪৬৩৭।
১৩।১০।১৯৫২, বেলা ১০-৪৫

অনুশাসন, বিধি বা আইনের চক্ষে
সব সমান—
এমনতর ধারণা
অবিবেকিকতারই পরিচায়ক,
কারণ, এই ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্য-সঞ্জাত জগতের
প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক রকমের,
কেউ কোন অবস্থায় প্রাণন-প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
আবার, সেই অবস্থায়
কেউ বা অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে ওঠে,
কোন খাদ্য বা আবহাওয়া
কা'রও কাছে পুষ্টিপ্রদ,
আবার, সেই খাদ্য বা আবহাওয়াই
অন্যের পক্ষে বিপদ-সঙ্কুল হ'য়ে দাঁড়ায়,
শীতের সঙ্কোচনী আবহাওয়া
কাউকে পরিপুষ্ট ক'রে তোলে,
তা' আবার কাউকে নিৰ্ব্বীর্য্যও করে,
গ্রীষ্ম-বর্ষাও তেমনি ;
কোন দণ্ড কা'রও পক্ষে
সাংঘাতিক হ'য়ে উঠতে পারে,
আবার, সেই দণ্ড অন্যের পক্ষে
সহজ সহ্যে অনায়াসে
সহনীয় ও শুভ হ'য়ে ওঠে,
জীবনীয় মানমর্য্যাদা উজ্জ্বল বিকিরণায়
কাউকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকে,
অমর্য্যাদার এতটুকু তমসাও
হয়তো তা'কে ক্ষীণবীর্য্য ক'রে তোলে,

কিংবা অন্তরকে বিক্ষুব্ধ ক'রে
শীর্ণতায় শুষ্ক ক'রে
ক্রমশঃ তা'র জীবনপ্রদীপকে
নির্ব্বাণোন্মুখ ক'রে তোলে,
আবার, কেউ বা তা'র তোয়াক্কাই করে না,
তাই, ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্যকে যে
উপলব্ধি ক'রতে জানে না—
তা'র বিচার বা শাসন
কোন বৈশিষ্ট্যের পক্ষেই
জীবনীয় তো হ'য়ে ওঠেই না,
বরং বিপর্য্যয়কেই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে ;
তাই, আগে অচ্যুত উদগ্র একনিষ্ঠা নিয়ে
অনুকম্পা ও সহানুভূতির অনুচর্য্যায়
ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি কর,
অভিযুক্তকে সুসঙ্গতির শুভশালিন্যে
তা'র সমস্ত অবস্থা বিবেচনা ক'রে,
কী অবস্থায় মানুষ কী ক'রে থাকে,
কেন করে,—
তৎস্থলে নিজেকে সংস্থাপিত ক'রে
অনুকম্পী সহানুভূতিতে
তেমনি ক'রে বোধ কর,
তারপর কী অনুশাসন,
কী বিধি বা কী দণ্ড
তা'র পক্ষে জীবনীয় হ'তে পারে—
সুশীল শীলতা নিয়ে
সন্ধিৎসু সুবীক্ষণায়
তা' নির্দ্ধারণ কর,

যে-অনুশাসন বা দণ্ড
শুভসন্দীপনী তা'র পক্ষে—
তাই-ই প্রয়োগ কর,
তোমার শাসন ও দণ্ড
জীবনীয় ও উপভোগ্য হ'য়ে উঠুক
তোমার ও দণ্ডিত যে—উভয়েরই কাছে ;
আর দেখ, তা'র জীবনে
হিতী উদ্বোধনা প্রাণন-প্রদীপনা নিয়ে
কতখানি জাগ্রত হ'য়ে উঠছে,
তা' যেমনতর হবে
তোমার বিচার বা দণ্ড
সার্থক সেখানে তেমনতর,
নয়তো সব ভুয়ো ;
আবার, যদি পার—
তোমাদের কারাগারগুলিকে
কারাগার নামে অভিহিত না ক'রে
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
পরিশোধনী-অঙ্গন ক'রে তোল ;
আরো মনে রেখো—
প্রকৃতিও যেমন মহৎ কৃতি-সম্বেগ নিয়ে
প্রতিটি ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যের
গঠন-বর্দ্ধনায় নিয়োজিত হ'য়ে চলেছেন,
বিধিও তেমনি যা'-কিছুকে
ঔপাদানিক বিধায়নায়
বিহিত জীবনে
ধারণ-সম্বেগ নিয়ে
বিবর্ত্তনী বিধায়নায় উদ্ভিন্ন ক'রে তুলে ;

ধৃতি-সম্বুদ্ধ হ'য়ে চলেছে,
তাই, বিধাতার বিধি
প্রতিটি ব্যষ্টিতে
বিহিত বিধায়নাতেই
সংস্কৃতি লাভ ক'রে থাকে। ৪৬৩৮।
১৩।১০।১৯৫২, বিকাল ৪-৪৫

বৈশিষ্ট্যপালী সব্যষ্টি গণসত্তাস্বার্থী
অনুচর্য্যাপরায়ণ লোক-অভিভাবক—
এমনতর কাউকে গণসমষ্টি যেখানে
নিজেদের সত্তা ও সম্বর্দ্ধনার
নিয়ন্তৃ-প্রতীক ক'রে
পুরোভাগে রেখেছে—
অনুসরণ-অভিনন্দনার সম্বর্দ্ধনী আবেগ নিয়ে,—
তিনিই স্বাভাবিক পুরোধ্যাসী,
আর, তিনিই বাস্তব অনুশাসক;
আর, যিনি বা যাঁ'রা
এই অনুশাসকের অনুমোদিত নীতি-বিধিকে
সুনিয়মনে
সুসঙ্গত সমন্বয়ে
মূর্ত্ত ক'রে তোলেন,—
তিনি বা তাঁ'রাই বাস্তব-পরিণয়নী কর্ম্মনিয়ামক। ৪৬৩৯।
১৪।১০।১৯৫২, বেলা ১০-২৫

তুমি যেখানেই দীক্ষা নিয়ে থাক না কেন,
বা যে-মন্ত্রেই দীক্ষা নিয়ে থাক না কেন,
তিনি যদি আচার্য্য, তত্ত্বদ্রষ্টা,

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ হ'য়ে থাকেন—
দুনিয়ার অমনতর যত যিনিই থাকুন না কেন,
তাঁ'দের মধ্যে স্তরভেদ থাকলেও
বিভিন্ন অভিব্যক্তি নিয়ে
তত্ত্বতঃ তাঁ'রা তোমার সেই গুরুই ;
আর, তা' যদি না হ'য়ে থাকেন—
তাহ'লে তোমার দীক্ষা
তোমাতে দক্ষ হ'য়ে উঠবে না—
এ অতিনিশ্চয়,
কিন্তু পুরুষোত্তম যখনই আবির্ভূত হ'য়ে থাকেন,
তিনি চিরদিনই এক—অদ্বিতীয়—
তা' বাস্তবে—

তত্ত্বতঃও । ৪৬৪০ ।
১৫।১০।১৯৫২, সকাল ৭-১০

দীক্ষাগ্রহণে কাউকে চাপাচাপি ক'রতে
না যাওয়াই ভাল,
যদিও শ্রেয়শ্রয়ী ক'রে তোলা
সবারই পক্ষে মঙ্গলপ্রসূই হ'য়ে থাকে ;
কিন্তু সবাইকে ঈশ্বরে যাজন-লসিত ক'রে তোল,
তা' যদি না কর,
তা' কিন্তু তোমার পক্ষে
অপরাধেরই হ'য়ে থাকে ;
তোমার উদ্যম, অনুচর্য্যা,
সহানুভূতি-সম্বুদ্ধ সৎ-ব্যবহার ও বাক্য
প্রত্যেককেই যেন শ্রদ্ধা-উল্লসিত ক'রে তোলে—

যে যেমন, তা'কে তেমনি ক'রে ;
তা'দের দরদী হ'য়ে ওঠ,
আত্মীয় হ'য়ে ওঠ,
পরমবান্ধব হ'য়ে ওঠ—
সক্রিয়তায়,
সুসঙ্গত বোধি-অনুচর্য্যী সম্বেগে ;
আবার, নজর রেখো—
তোমার প্রবুদ্ধ হৃদয়গ্রাহী ব্যবহার,
সুচিন্তিত তত্ত্বদর্শী বাক্য-পরিবেষণ,
যা'রা অজ্ঞ—
তা'দের বুদ্ধিভেদ না ঘটিয়ে
বৈশিষ্ট্যমাফিক তা'দের বোধি ও যোগ্যতাকে
বিহিত অনুপ্রেরণী উদ্দীপনায়
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
উচ্ছলতায় উদ্ভিন্ন ক'রে—
তা'দিগকে যেন
সক্রিয় সুসঙ্গত আরোতে বিবর্ত্তিত ক'রে তোলে ;
তুমি যদি ইষ্টতপা, সুনিষ্ঠ, প্রাজ্ঞও হ'য়ে থাক
তোমার জীবন-চলনা যেন
এমনতরই সহজ হ'য়ে চলে,
যা'তে মূঢ় যা'রা,
তা'রা তোমার ঐ তালে পা ফেলে
উচ্ছল বিবর্ত্তনে বিবৃদ্ধ, হ'য়ে উঠতে পারে ;
ফল কথা, যে যেমনই হো'ক,
প্রত্যেককেই শ্রেয়শ্রয়ী ক'রে তোলা,
সত্যে সম্বুদ্ধ ক'রে তোলা,
জীবনকে জয়ে সন্দীপ্ত ক'রে তোলা

সবারই পক্ষে জীবনীয় ;—

"সত্যমেব জয়তে নানৃতং ।" ৪৬৪১ ।

১৫।১০।১৯৫২, সকাল ৭-৪০

যেখানেই যাও না কেন,

বা যে-ব্যাপারেই পরিবৃত থাক না কেন,

ঐ ব্যাপার-উপলক্ষে

পরিবেশের প্রত্যেক গণ ও গুচ্ছ হ'তে

যা' যা' জানা উচিত

তীক্ষ্ণ ও তড়িৎ-সন্দীপনায়

সেগুলিকে সংগ্রহ করবেই কি করবে—

কু-এর প্রতিবিধান ক'রে

সু-এর সদনুচর্য্যায়,

তা' ছাড়া, তোমার বিধৃত কোন ব্যাপার

যদি না থাকে,

তা'ও ঐ পরিবেশের অবস্থা, চলন

ও জীবনগতি সম্বন্ধে

যা' যা' জানা উচিত

বা সংগ্রহ করা উচিত,

তা' করতে এতটুকুও ত্রুটি ক'রো না—

ঐ অমনতরই কু-এর নিরোধপ্রেরণা নিয়ে,

সু-এর সদনুচর্য্যী সদনুপ্রেরণা-সম্বুদ্ধ হ'য়ে ;

এতে তোমার জীবনচলনার প্রবোধনা ও প্রস্তুতি

অনেকখানি সুগম হ'য়ে উঠবে—

সহস্র বাধাবিঘ্নের ভিতরেও। ৪৬৪২ ।

১৫।১০।১৯৫২, সকাল ৭-৪৫

বিধিকে মেনে চলতে হবে-সবাইকে—
অনুশীলন-তৎপরতায়,
যে যেমন বিধায়িত হ'তে চায়
তেমনি ক'রে
তা' ভালতেই হো'ক্
বা মন্দতেই হো'ক। ৪৬৪৩।
১৫।১০।১৯৫২, রাত্রি ৭টা

তোমার ইষ্টার্থ-পরিবেদনী
ইষ্টতপা অনুচলন নিয়ে
তোমার জপ
ও তদর্থী ভাব-প্রভাবান্বিত নিদিধ্যাসনের ফলে
স্নায়ু ও কোষ-সমূহ রঞ্জনদীপ্ত হ'য়ে
তোমার ভাব যে-বিষয়ে
যেমন সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠবে,—
অনেক সময় দেখতে পাবে—
অলৌকিকভাবে
এমন-কি তোমার অজ্ঞাতে
ঐ তা'র তত্ত্ব ও তথ্যের
অনেক ব্যাপার সংঘটিত হ'য়ে উঠেছে—
তা' তোমার নিজের দিক্ দিয়েই হো'ক,
বা প্রকৃতি ও পরিবেশের দিক দিয়েই হো'ক,—
সেগুলিকে বিভূতি ব'লে থাকে;—
বিভূতি মানে বিশেষ হওন,
এই 'হওন'কে অভ্যাস করতে হ'লে
যখন যে-অবস্থায়
যেমন ক'রে

যে-পরিস্থিতির ভিতর-দিয়ে
সেটা সক্রিয় হ'য়ে উঠলো—
ঐ পরিস্থিতি-অনুপাতিক
তোমার অন্তর-আকূতির সুকেন্দ্রিক এষণার
সহজ অনুধ্যায়িতা নিয়ে,—
হিসাব ক'রে সেগুলিকে আয়ত্ত করতে হবে ;
আর, যতই আয়ত্ত করতে পারবে,—
অলৌকিক-ক্রিয়াসিদ্ধ হ'য়ে উঠবে তেমনতরই,
যদিও তা' তোমার লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পক্ষে
দুর্দ্দান্ত বিঘ্নস্বরূপ ;
লক্ষ্যের প্রীতিপূর্ণ অনুচর্য্যাই
তৎপ্রাপ্তির প্রশস্ত প্রক্রিয়া বা তপ ;
তাই, যদি তুমি বিভূতির প্রলোভনে
ঐ লক্ষ্যের প্রীতিপুর্ণ অনুচর্য্যা হ'তে বিরত হও,
অমৃতের বদলে পাবে উপলখণ্ড মাত্র ;
ঠকবে তুমি ;—
যেমন চাও
তেমনি ক'রো। ৪৬৪৪।
১৬।১০।১৯৫২, সকাল ৭টা

তোমার ধর্ম্মে, কর্ম্মে, চাহিদায়, চলনে
কথায় বার্ত্তায়,
সুসঙ্গত বোধিনিয়মনী দক্ষ-তৎপরতায়
আত্মানুসন্ধিৎসু উদ্বেগাকুল অভিদীপনায়
তোমার শ্রেয় ও প্রেয় যিনি
তঁৎ-সেবানুচর্য্যায়

অর্থাৎ তাঁ'র রক্ষণী, পোষণী, আপূরণী প্রচেষ্টায়
ভালয়-মন্দয়,
এক-কথায়, তোমার যা'-কিছুতে,
অনুসন্ধিৎসা-সক্রিয়-তাৎপর্য্যে
তোমার প্রিয় ছাড়া কিছুই থাকবে না—
যত পরিচ্ছন্ন প্রভাবে,—
তুমিও প্রভান্বিত হ'য়ে উঠবে তেমনি,
পূর্ণতা রস-সম্বেগী সম্বর্দ্ধনায়
তোমাতে সংস্থাপিত হ'য়ে
তোমার তিনি ছাড়া আর-কিছুই নেই—
এমনতরই হ'য়ে উঠবে—
ভাবে, বাস্তবে,—
স্বতঃ-সন্দীপ্ত তঁৎ-তপা অনুবেদনায়
সক্রিয় থেকেও ;
তাই, কবির কথায়—
'যে মুহূর্ত্তে পূর্ণ তুমি,
সে মুহূর্ত্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই পবিত্র সদাই'। ৪৬৪৫।

১৬।১০।১৯৫২, সকাল ৮টা

বেকুবরাই অভিমান-সর্ব্বস্ব হ'য়ে থাকে,
আর, এই অভিমানই নরকের ভিত্তি। ৪৬৪৬।

১৬।১০।১৯৫২, সকাল ৮-১৭

যেখানে যে-ব্যাপারেই হো'ক না কেন,
অংশীদারেরা পরস্পর পরস্পরে
সক্রিয় তৎপরতায়

উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনা নিয়ে
অন্তরাসী হ'য়ে উঠছে না,
বরং নিজের স্বার্থচিন্তাকে বলবৎ রেখে,
অন্যকে ফাঁকি দেওয়ার মতলববাজী চলন নিয়ে,
পরস্পর পরস্পরকে
সর্ব্বতোভাবে উপচয়ী করবার তৎপরতাকে অবজ্ঞা ক'রে,
চিন্তায়, চলনে ও চারিত্র্যে
আপ্যায়ন-অভিধ্যায়িতাকে বিসর্জ্জন দিয়ে,
অপরের যা'-কিছু আত্মসাৎ করার প্রলোভনে
প্রলুব্ধ হ'য়ে চলতে থাকে—
প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যায়,
যশ, মান, আধিপত্যের উদ্ধত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে,
নিষ্ফলতা ক্রূরদর্পে
কুটিল উপঢৌকনে
তা'দিগকে অনতিবিলম্বেই
আপ্যায়িত করবেই—
তা' নিশ্চয় ;
অপেক্ষা কর,
দেখ। ৪৬৪৭।
১৬।১০।১৯৫২, সকাল ৯টা

প্রস্বস্তির অন্তরায় যা' তাইই দুঃখ,
স্বচ্ছন্দতাকে ব্যাহত করে যা' তাইই বিপদ,
সত্তাকে পোষণ না দিয়ে শোষণ করে যা'—
তাইই রিপু। ৪৬৪৮।
১৬।১০।১৯৫২, বেলা ১১-১৫

তোমার আভ্যন্তরীণ বোধায়নী সংগঠন যেমন,
তোমার শারীরিক সংস্থিতিও
সন্দীপ্ত হয় তেমনতরই,
আবার, ঐ বোধায়নী সংগঠন যেমনতর,
তোমার চিন্তাপ্রণালীও তেমনতরই,
তাই, তোমার ব্যক্তিত্ব কেমনতর সঙ্গতি লাভ করেছে—
অন্তরে ও বাহিরে,—
তোমার বোধ, চিন্তা ও চারিত্রিক অভিব্যক্তিই
তা'র পরিচায়ক। ৪৬৪৯।

১৭।১০।১৯৫২, সকাল ৬-৩০

তোমার আত্মিক জীবন
যখনই প্রবৃত্তি-অভিভূতি লাভ ক'রে
চলতে লাগলো,—
অহং-এরও উদ্ভব হ'য়ে উঠলো তখন থেকেই,
আর, তা' যা'র যত ক্রিয়াশীল,
অভিব্যক্তিসম্পন্ন
অহঙ্কারও তা'র তেমনি। ৪৬৫০।

১৭।১০।১৯৫২, দুপুর ১টা

সুকেন্দ্রিক, সুনিষ্ঠ, ইষ্টার্থপরায়ণ তপশ্চর্য্যায়
গুণাবলীর বিবর্দ্ধনী স্তরবিন্যাস হ'তে থাকে—
ঔপাদানিক বিহিত বিনায়নে,
বিবর্ত্তনী জৈবী-শক্তির সুষ্ঠু সম্বর্দ্ধনায়। ৪৬৫১।

১৮।১০।১৯৫২, রাত্রি ৮টা

তোমার পরিবারের লোক,
সহচর, বন্ধুবান্ধব,
এক-কথায়, যা'রাই তোমার পরিবারভুক্ত—
তা'দের প্রত্যেককে এমনতর উপদেশে
অভ্যাসে অভ্যস্ত ক'রে রেখো,
যা'তে তা'রা হৃদ্য আপ্যায়না নিয়ে
অভ্যাগত যা'রা,
অভ্যর্থনায়, বাক্ ও ব্যবহারে
এবং তা'দের পরিচর্য্যায় যা' যা' প্রয়োজন,
যথাবিহিত সেগুলির সরবরাহে
তা'দের তৃপ্ত করতঃ,
আলাপ-আলোচনার ভিতর-দিয়ে
তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণায়
তা'দের কী প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য
অর্থাৎ সে বা তা'রা
তোমার পক্ষে বাঞ্ছিত
বা নিজের কোন মতলব হাসিলের জন্য
তোমার কাছে এসেছে—
তা' নির্ণয় ক'রে,—
তা' যদি তোমার পক্ষে
কোনপ্রকারে হানিকর না হয়,
তা' তোমার অবগতিতে এনে,
তোমার সাথে সাক্ষাৎ আলোচনার
সবিশেষ ব্যবস্থা ক'রে দিতে
ত্রুটি না করে ;
স্মরণ রাখতে হবে সব সময়,
তা'রা যেন কা'রও মর্য্যাদার হানিকর না হ'য়ে

বরং অনুপোষণীই হয়,
কেউ যদি অবাঞ্ছিতও হয় তোমার কাছে,
তোমার সাথে সরাসরি
তা'র যদি সাক্ষাৎ হয়,
তুমিও যা'তে ঐরকম কর—
আপ্যায়নী মর্য্যাদা নিয়ে
সেদিকে নজর রাখতে
একটুও ভুলো' না ;

তা'র কোন চাহিদার পূরণে
তুমি যদি অপারগও হও,
এমনভাবেই তা' নিবেদন ক'রো,

বা পারিবারিক অনুচরবর্গ
বা পরিবারস্থ যা'রা,
তা'রাও যেন এমনভাবে নিবেদন করে,
যুক্তিপূর্ণ আবেদনী সৌজন্যে
তা'কে তোমার অপারগতার বিষয় ব'লে—
তোমার অপারগতার
এমনতর সুষ্ঠু কারণ দেখিয়ে,—
যে-অবস্থায় সেও তা'
সমর্থন না ক'রেই পারে না,
তোমার ও পারিবারিক অনুচর ও বন্ধুবান্ধবদের
ঐ আপ্যায়নী সৌজন্য
তোমার অনেক জঞ্জালকে এড়িয়ে
স্বাভাবিক স্বস্তি দিতে পারবে ;

দেখো, তোমার সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন পারগতা
তোমার সাংসারিক চলনকে অব্যাহত রেখে

মানুষকে যতই বিমুখ না করে,—
তুতই ভাল। ৪৬৫২।
১৯।১০।১৯৫২, বেলা ১১-৫

তোমার প্রিয়পরমের
যা'তে স্বস্তিলাভ হয়—বাস্তবে,—
তা'ই তোমার মুখ্য কর্ম্ম,
তা' ছাড়া, আর সবই
গৌণ ব'লেই ধ'রে নিতে পার। ৪৬৫৩।
১৯।১০।১৯৫২, বিকাল ৪-১৫

কোন প্রথা বা প্রবাদের
যদি মর্ম্মোদ্ঘাটন ক'রতে না পার,
আর, তা' তোমার, তোমার পরিবারের,
সম্প্রদায়, সমাজ বা রাষ্ট্রের পক্ষে
কোনপ্রকারে অমঙ্গলপ্রসূ না হয়,
এবং তা'তে যদি অভ্যস্ত থাক,—
তা'কে বিশেষভাবে না-জানা পর্য্যন্ত
তা' পরিপালন করাই শ্রেয়। ৪৬৫৪।
১৯।১০।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-১০

অসৎ যা',
নিন্দিত যা',
তা'কে যদি নিন্দা না কর,
নিরোধ না কর—
আক্রোশে নয়,
অব্যাহতির জন্য,

পরিচ্ছন্নতার জন্য,—
তাহ'লে কিন্তু
ঐ অসৎ যা', নিন্দ্য যা',
অন্তর্নিহিত ঐ অশিষ্ট দুর্ব্বলতার ফলে
তোমাদের স্বভাবেও
অজ্ঞাত আকর্ষণে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে
তোমাদিগকেও অসৎ ক'রে তুলবে,
নিন্দনীয় ক'রে তুলবে,
তাই, সাবধান ও সন্দীপ্ত আগ্রহের সহিত
তা'কে নিরোধ করা—
পরিচ্ছন্ন যা' তা'তে প্রবৃত্ত ক'রে তোলা—
সত্তার স্বস্তি-সংরক্ষণী স্বাভাবিক প্রবৃত্তি,
কিন্তু অমনতর করতে যেয়ে
নিন্দাকণ্ডূতিসম্পন্ন হ'তে যেও না,
তা'তে ঠকবে,
নিজেকেও কুৎসিত ক'রে তুলবে। ৪৬৫৫।

২১।১০।১৯৫২, সকাল ৮-৩৫

যে আত্মিক-সম্বেগ
বা যে আত্মিক-শক্তির বপনায়
সবাই স্ফুরিত হ'য়ে উঠেছে—
স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে,
প্রকৃতির অঙ্কে,—
তিনিই পরমপিতা;
আর, পুরুষোত্তম তিনিই—
যিনি অমনই ক'রে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেও
বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ, পরমবেত্তা,

তাই, ঐ পুরুষোত্তমই যুগে-যুগে
লোকউদ্ধাতা—পরমগুরু,
আচার্য্যদেবতা,
মূর্ত্ত ব্রাহ্মী-পুরুষ—
এক—অদ্বিতীয়। ৪৬৫৬।
২১।১০।১৯৫২, সকাল ৯-৪৫

আগ্রহে তাঁ'কে গ্রহণ কর,
অনুচর্য্যায় পরিপালন কর,
অনুসরণে বোধি-সন্দীপ্ত হও,
কুশলকৌশলী তৎপরতায়
উপচয়ী ক'রে তোল তাঁ'কে,
অনুগ্রহ স্বতঃ-সন্দীপনায়
তোমাকে আলিঙ্গন করবেই কি করবে। ৪৬৫৭।
২১।১০।১৯৫২, বিকাল ৪-২০

যা'রা পরিবেশে আত্মঘাতী মরণবীজকে
ছড়িয়ে দেয়—
মরণেরই উপাধ্যায় হ'য়ে,—
মারণদূত কিন্তু তা'রাই। ৪৬৫৮।
২১।১০।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬টা

বিষয়, ব্যাপার বা ঘটনার
সুষ্ঠু সমঞ্জসা সঙ্গতির অনুসরণে
তা'র মৌলিকতাকে
সুসন্ধিৎসু বোধে

বাস্তবে পরিচিত হওয়াকে
তদন্ত বলা যেতে পারে,
কী কী ব্যাপারের
অন্বয়ী সমাবেশের ফলে
কী ধারণার সৃষ্টি হ'য়ে
কী সংঘটিত হ'লো,—
তা'র মৌলিক বাস্তবতাকে নির্ণয় করাই হ'চ্ছে
তদন্তের তাৎপর্য্য ;
কোনপ্রকার একপেশে তদন্তকে
তদন্তই বলা যেতে পারে না,
তা' সাধারণতঃ মিথ্যাই হ'য়ে থাকে,
আর, নেহাৎ যদি যথার্থও হয়
তা'কেও অঙ্গহীন হ'য়ে থাকতে দেখা যায় ;
তাই, কী-কী সমাবেশে
কা'র-কা'র ভিতরে
কেমন উৎক্ষেপ বা বিক্ষেপ সৃষ্টি হ'য়ে
কেন ঐ ব্যাপার সংঘটিত হ'লো,
আর, কী হ'লেই বা তা' হ'তে পারত না,
তা'র বিহিত বিবরণ যেখানে নাই—
তা'কে অবলম্বনে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া
অন্যায় বা অপরাধের ;
পরিরক্ষণী তৎপরতা নিয়ে
বিষয়, ব্যাপার বা ঘটনার মূলে গিয়ে
তা'কে যথাবিহিত অবহিত হওয়াকেই
তদন্ত বলে। ৪৬৫৯।

২২।১০।১৯৫২, সকাল ৯-৩০

যে-ব্যাপারেই হো'ক না কেন,
তা'র সুরাহা ক'রতে
শুধু প্রস্তুত হ'য়ে ব'সে থাকলেই চলবে না,
তুমি যত বড়ই প্রস্তুতিপ্রবীণ হও না কেন,
তোমার চাই—
সুসংহত, সুব্যবস্থ, সমুচিত সঙ্গতিপ্রবণ হ'য়ে
সুদক্ষ, কুশলকৌশলী সক্রিয় প্রয়োগ-সম্বেগ,
এই সম্বেগ-হারা প্রস্তুতি বা ব্যবস্থা
যতই জলুসওয়ালা হো'ক্ না কেন,
দক্ষ প্রয়োগ-নৈপুণ্য যদি না থাকে,
ঐ প্রস্তুতি
কোন-কিছুকে আয়ত্ত ক'রতে পারে না ;
তাই, ঠিক বুঝে রেখো—
প্রস্তুতি যখন প্রয়োগহারা,
তা' বন্ধ্যা। ৪৬৬০ ।
২৩।১০।১৯৫২, রাত ৮-৫

তুমি সর্ব্বতোভাবে সুনিষ্ঠ ইষ্টতপা হও,
যেমনতর কর্ম্মজীবন নিয়েই চল না কেন,—
ইষ্টার্থই তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
ইষ্টার্থ-উপচয়ী উদ্দেশ্যকে
তোমার অন্তরে নিয়ত জ্বলন-সম্বেগী ক'রে রেখো,—
বিরক্তিশূন্য সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী হৃদ্য বাক্য
ব্যবহার ও অনুচর্য্যা
তোমার অন্তরে চৌম্বক-ক্রিয় হ'য়ে উঠুক—
বোধিকুশল তৎপরতায় ;
সুযুক্ত ভাব-সন্দীপনা

সুষ্ঠু সুভঙ্গীতে
তোমার ব্যক্তিত্বকে স্মিতগম্ভীর,
উদ্বেলন-তৎপর ক'রে রাখুক,—
কা'রও কোনপ্রকার অহংকে আঘাত না দিয়ে,
এমন-কি, সম্ভব হ'লে অসৎ-নিরোধেও
বিরোধ সৃষ্টি না ক'রে
সুনিয়মন-পরিক্রমায়
ঐ ইষ্টে বা আদর্শে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলুক সবাইকে,
ঐ উদ্দীপনা প্রত্যেকের পক্ষে
তা'র বৈশিষ্ট্য-অনুক্রমনায়
ইষ্টার্থ-উপাসনার সক্রিয় হোতা হ'য়ে উঠুক,
আর, মানুষের অন্তঃকরণে
ঐ ব্রাহ্মীতেজে
স্বাধিষ্ঠ হ'য়ে থাক তুমি,
শুধুমাত্র এতটুকু প্রীতিপূর্ণ স্মিতভঙ্গীতে
সার্থক আবেগদীপনা নিয়ে
সহজ চলনায় যতই চলতে পারবে—
ইষ্টানুগ বাক্ ও কর্ম্মের মিতালি নিয়ে,—
তুমি তোমার পরিবেশের প্রত্যেককে নিয়ে
সার্থক হ'য়ে উঠবে তেমনি,
গৌরব গুরু-অভিবাদনে
তোমাকে ধন্য ক'রে তুলবে। ৪৬৩।

২৭।১০।১৯৫২, সকাল ৭-১০

তোমার কথাগুলিকে যদি
সুযুক্ত সঙ্গতিতে গুছিয়ে
পারম্পর্য্যানুক্রম-পরিচর্য্যায়

তোমার উদ্দেশ্যে, আদর্শে বা চাহিদায়
শুভ-সন্দীপী ক'রে
সার্থকতায় উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে না পার—
আচার-ব্যবহার, ভাবভঙ্গীর
বিনায়িত হৃদ্য পরিবেশনে,
সেগুলি ব্যর্থ বগ্‌বগানি ছাড়া
কিছুই হ'য়ে উঠবে না,
কিংবা ধীকে তীক্ষ্ণ ক'রে
এগুলির প্রয়োগে
অব্যর্থ হ'য়ে উঠবে না,
অনেকখানি প্রচেষ্টায় হয়তো
ফল মিলবে অল্পই,
তাই, আদর্শ বা ইষ্টানুগ পরিচারণায়
আত্মপ্রচেষ্টায়
বিহিত অনুশীলনে
অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ—
বোধ ও বিবেচনায় বিশেষ লক্ষ্য রেখে,
বিশেষ স্থলে বিশেষ প্রযোজনা নিয়ে ;
আত্মপ্রসাদ লাভ করবে। ৪৬৬২।
২৭।১০।১৯৫২, সকাল ১০টা

বিশ্বনাথে অন্তরাসী হ'য়ে
যতই তুমি বিশ্বের প্রতিপ্রত্যেকটির ভিতর
অনুধ্যায়ী অনুধাবনায়
তত্ত্বতঃ তাঁ'র উপলব্ধিপ্রয়াসী হ'য়ে উঠবে,—
চৈতন্য-সমাধিও ততই এগিয়ে আসবে তোমার দিকে—
তাঁ'কে বিশেষের ভিতর

নির্ব্বিশেষ-অভিশায়নায়
একসূত্রসঙ্গতিতে উপলব্ধি করতে,—
যা'র ফলে, তুমি ক্রমশঃই
কেবল হ'য়ে উঠবে—
সমাধির নির্ব্বিকল্প অভিনিবেশে ;
আর, বিশ্বনাথ মানেই হ'চ্ছে—
যে-বপনা হ'তে
বিশেষ বিহিত পরিক্রমায়
প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ সমষ্টি উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে। ৪৬৬৩।
২৭।১০।১৯৫২, সকাল ১০-১৫

তুমি যতই গণসেবী কর্ম্ম কর না কেন,
গণকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত
এক-আদর্শে উদ্দীপ্ত ও নিবদ্ধ ক'রে না তুলছ—
অকাট্য আকূতিতে উদ্ভিন্ন ক'রে তুলে
তা'দের হৃদয়কে,—
তা'রা পরস্পর পরস্পরকে
নিজের স্বার্থ ব'লে অনুভব করবে কমই,
যোগ্যতার অভিদীপনায়
সম্বেগ-শালিন্যে
সন্দীপিত হ'য়ে উঠবে কমই,
প্রবৃত্তি-আবিষ্ট, অলস স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ
লোলজিহ্ব হ'তে বিরত হবে কমই ;
তা'রা বুঝবে না ধর্ম্ম,
বুঝবে না তদনুচর্য্যী কর্ম্ম,
আসবে না যোগ্যতা,
পারস্পরিক অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে

সত্তা ও স্বার্থ-পরিচর্য্যা
স্বতঃ-ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে না তা'দের ভিতরে ;
ঐ অলস প্রলোভন তা'দিগকে
বিচ্ছিন্নতায় বিশ্লিষ্ট ক'রে
গোলামী-প্রবুদ্ধ ক'রে
স্বরাষ্ট্র নিজেকে
পরপদতলে আহুতি দিতে
একটুও কুণ্ঠিত হ'য়ে উঠবে না,
কারণ, তা'দের অন্তরস্থ বোধিচক্ষু
দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে না,
তাই, কর্ম্মানুনয়ন
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী অভিনিবেশ নিয়ে
বিবর্ত্তনে বিবৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে না ;
তাই, চাই প্রথমেই আদর্শে দীক্ষা,
আত্মনিয়ন্ত্রণী প্রচেষ্টা ও সমুচিত নিয়মন,
সত্তার ধারণ ও পোষণ-প্রবর্দ্ধনা-মণ্ডিত
শিক্ষা ও অনুশীলন,
সুকেন্দ্রিক, বীর্য্যবান, যোগ্য, প্রাণন-প্রবুদ্ধ,
অভিজাত সন্তান ;

তাই বলি—
প্রবৃত্তি-অনুচর্য্যী প্রাণন-দ্রোহী অভিলাষগুলিকে
স্তব্ধ ক'রে দিয়ে
এখনই ইষ্টীতপা হ'য়ে ওঠ,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরণী দীক্ষায়
বৈশিষ্ট্যানুগ তাৎপর্য্যে
ভেদের ভিতরেও
প্রাণন-বিবর্দ্ধনী অভেদকে

সংস্থাপিত কর,
ত্রাণ তোমাদিগকে বিবর্ত্তনে বিধৃত ক'রে
জীবনকে সার্থক ক'রে তুলবে ;
নয়তো, বিলম্ব পরিস্থিতিকে
ঘূর্ণিত বিক্রমে
জাহান্নমের দিকে
নিয়ে যাবেই কি যাবে—
জীবনীশক্তিকে অযথা
দুরাগ্রহ দুর্দ্দশায়
প্রতিপদক্ষেপে ক্ষয়িষ্ণু ক'রে। ৪৬৬৪।
২৭।১০।১৯৫২, বেলা ১১টা

তুমি যদি
অযথা মানুষের দুঃখের কারণ হ'য়ে ওঠ,
এবং নানাপ্রকার সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
তা'দিগকে দুর্দ্দশা-জর্জ্জরিত ক'রে তোল,
তেমনি ক'রেও
নিজে অনুতপ্ত না হ'য়ে
বরং আত্মগৌরব অনুভব ক'রে থাক,—
বুঝে নিও, তোমার অবস্থা শোচনীয়,
তেমনতর অবস্থায় যতক্ষণ না পড়ছ
এবং প'ড়ে তোমার সাত্ত্বিক অনুবেদনা
তা'কে উপলব্ধি না করছে—
সত্তা ও স্বচ্ছন্দতায় মমতাদীপ্ত হ'য়ে,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার নিস্তার নেই,
তুমি মানুষের দুঃখের কারণ হ'য়েই চলবে ;
দেখেও যদি না শেখ,

ক'রেও যদি না শেখ,
ঠেকেও যদি না শেখ,
দেখবে—
শাতনের শীতল জৃম্ভণ
বায়ুকে বিষাক্ত ক'রে
ডাইনী আকর্ষণে তোমাকে আকৃষ্ট করতে
অচিরেই তোমার দিকে এগিয়ে আসছে। ৪৬৬৫।

২৭।১০।১৯৫২, বেলা ১১-৩০

যে বা যা'রা
তোমার অনুকম্পা-উৎসারণী
অযাচিত অনুগ্রহ হ'তে বঞ্চিত,
বা তোমার অনুগ্রহ পাওয়ার
প্রত্যাশাই করতে পারে না,
তুমি যেই হও না কেন—
তা'দের কাউকে কোনপ্রকারে নিগ্রহ করা
তোমার পক্ষে নিতান্ত অপরাধের,
কারণ, যা'কে তুমি সত্তাপোষণী অনুগ্রহ-অবদান হ'তে
বঞ্চিত করেছ,
তা'কে শাসন করবার অধিকারও তোমার নাই,
তবে শুভ-সন্দীপনী অসৎ-নিরোধে
সবারই অধিকার আছে। ৪৬৬৬।

২৮।১০।১৯৫২, সকাল ৯-২৫

ব্যক্তিগতই হো'ক,
পারিবারিকই হো'ক,

সামাজিকই হো'ক,
রাষ্ট্র-সম্বন্ধীয়ই হো'ক—
কোনপ্রকার মঙ্গলবিধায়ক ও নিয়ামক যিনি,
তাঁ'র খোঁজ করবার অধিকার
যেমন সবারই আছে—
ব্যক্তিগত বা গুচ্ছগতভাবে,
তাঁ'কে সম্বর্দ্ধনী অর্ঘ্যে
নন্দিত করবার অধিকার
যেমন সবারই আছে,
তেমনি তাঁ'র প্রতি যে-কোন প্রকার অমঙ্গল-অভিঘাত
যেখান থেকেই উদ্ভূত হ'য়ে উঠুক না,
তা' তদন্ত করবার অধিকার সবারই আছে—
ব্যক্তিগত ও গুচ্ছগত-হিসাবে—প্রত্যেকেরই,
এবং সেই তদন্ত-বিবরণের সমীচীনতা বিচার ক'রে
বিহিত ব্যবস্থা ক'রতে
শাসন-সংস্থার বাধ্য থাকা উচিত ;
যদি সে তা' না করে—
তবে সেই অনিষ্টের ইন্ধনই ঐ শাসন-সংস্থা,
কারণ, সত্তারই আকূতি
শুভে সম্বর্দ্ধিত হওয়া,—
অনিষ্ট-দুষ্ট হওয়া নয়কো,
মনে রেখো,
স্বস্তি-সংস্থাপকরাই ধন্য । ৪৬৬৭ ।

২৮।১০।১৯৫২, সকাল ৯-৩০

প্রাক্‌দীক্ষা মানে
অচ্যুত সুনিষ্ঠার সহিত

বাক্য ও অন্তরের দ্বারা
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়তে
শ্রদ্ধানিবদ্ধ হওয়া,
অথচ আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁ'কে তখনও
গ্রহণ করা হয়নি ;

আনুষ্ঠানিক দীক্ষা মানে
বাক্যে, ব্যবহারে আনুষ্ঠানিকভাবে
দীক্ষাগ্রহণ ক'রে ইষ্টে নিবদ্ধ হওয়া,
আনুষ্ঠানিক অভিদীপনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,
কারণ, তা' বাহ্য ও অন্তরকে
সমীচীনভাবে ইষ্টনিবদ্ধ ক'রে তোলে,
তপঃ-প্রবৃত্তিকে সুষ্ঠু অভিদীপনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে
অনুসরণীয় আচরণের ভিতর-দিয়ে
শ্রেয়পন্থী ক'রে তোলে,
তাই, তা' সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলপ্রদ ;

আর, প্রাক্দীক্ষা দ্বারা
অন্তর শ্রেয়ার্থ-উৎসারণায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে
তদর্থানুগ আচরণে
জীবনকে প্রসারণায়
অনুচর্য্যী ক'রে তোলে,
তাই, তা' শ্রেয়প্রসূই,

দৈন্যদীর্ণও নয়,
হেয়ও নয়,
যদিও তা' সর্ব্বাংশেই ন্যূন,
কারণ, তা' আনুষ্ঠানিক অনুচর্য্যায়
পরিশুদ্ধি লাভ করেনি,
এবং পারিবেশিক স্বীকৃতিরও খাঁকতি সেখানে ;

দীক্ষার তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
মুণ্ডন, অভিষেক, উপনয়ন, যজন,
নিয়মগ্রহণ, ব্রতানুষ্ঠান, উপদেশ । ৪৬৬৮ ।
২৮।১০।১৯৫২, সকাল ১০-১৫

কেন্দ্রায়িত হও,
সংহতি-সম্বেগকে দৃঢ় ক'রে ফেল,
উচ্ছ্বসিত ক'রে তোল,
প্রতিটি কর্ম্মের ভিতর ঐ কেন্দ্রস্বার্থকে অনুসন্ধান কর,
বাস্তবে ঐ স্বার্থকে উপচয়ী ক'রে তোল—
সংহতির সুতাল তালিমে,
সুসঙ্গত বোধায়নী তাৎপর্য্যে ;—
সার্থকতা বিস্ফুরিত বিপ্লবে
অভিনন্দিত ক'রে তুলবে তোমাকে । ৪৬৬৯ ।
২৯।১০।১৯৫২, সকাল ৮-২৫

তোমার সপরিবেশ বাস্তব জীবনের
চারিদিক দেখে,
অন্তর্জগৎ বা অধ্যাত্মজীবনের সাথে
সমীচীন অন্বয়ে—
ইষ্টার্থ-অনুবেদনায়
যা' সমীচীন মনে কর,
মঙ্গলপ্রসূ যেখানে যা' করা উচিত বিবেচনা কর,
ন্যায্য যা' তা'কে উৎসারিত ক'রে,
অন্যায্য যা' তা'কে নিরোধ ক'রে,
সম্বেগশালী আকুতি নিয়ে
সময় ও সুবিধার শুভসম্মিলনী সার্থকতার শুভক্ষণে
তাই-ই কর ;

এমনতর সুবিবেকী চলনে
ভ্রান্তি কমই হবে,
কৃতকার্য্যতার কৃতী অভিদীপনাও
তোমাকে উৎসারিত ক'রে
আত্মপ্রসাদে তৃপ্ত ক'রে তুলবে,
আর, এমনতর চলনার খাঁকতি যেখানে যেমনতর—
কৃতকার্য্যতার সার্থকতাও সেখানে
তেমনতর কমই ;
অবশ্য ইষ্টার্থী-আহ্বান যেখানে,—
তা' সর্ব্বকালেই মুখ্য—
কালনিরপেক্ষ। ৪৬৭০।
২৯।১০।১৯৫২, সকাল ৮-৪০

যিনি বাস্তব সঙ্গতির বোধায়নী অনুচর্য্যায়
মিথ্যার আবরণকে উন্মোচিত ক'রে,
অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে উদ্ভিন্ন ক'রে
দেশকালপাত্রানুগ অবস্থার অন্বিত তাৎপর্য্যে
সত্যকে উদ্ঘাটন ক'রতে পারেন—
অনুকম্পী, সুযুক্ত, ইষ্টার্থ-সমীক্ষ
অনুবেদনা নিয়ে,—
তিনিই সহজ বিচারক ;
তাঁ'র অনুশাসন ও দণ্ড
শুভসন্দীপনাময়ীই হ'য়ে থাকে সবারই পক্ষে,
নয়তো, ভণ্ড বিচার পণ্ডী বিচ্ছুরণায়
অপগণ্ড অনুশাসনে
মানুষকে বিক্ষুব্ধ ও দৈন্যদীর্ণই ক'রে তোলে—
অশান্ত আপসোস নিয়ে

ক্ষোভদৃপ্ত প্রাণন-বিস্ফোরণায় ;
অনুকম্পী ঈশ্বরীয় অনুবেদনা
তোমাদের বিচারকে ব্যভিচারমুক্ত ক'রে
স্বস্তিদীপ্ত ক'রে তুলুক। ৪৬৭১।
৩১।১০।১৯৫২, সকাল ৮-৩০

তুমি তা'ই ক'রো,
যে-করা হ'তে কোন আপদ বা বিধ্বস্তি আসলেও
তা'কে সামলাতে পারবে অনায়াসে—
অবিকৃতচিত্তে,
নইলে, তা' তোমার কাছে বিষাক্ত হ'য়ে উঠবে,
আপসোসে খাবি খাওয়া ছাড়া
আর পথই থাকবে না তোমার। ৪৬৭২।
৩১।১০।১৯৫২, বেলা ১০-৪০

মানুষের করার প্রকৃতি যেমন—
পাওয়ার প্রকৃতিও তেমন,
আবার, ঐ করার প্রকৃতি যদি বিকৃত হয়,—
তা' অনেক সময় না-পাওয়াকেই
আমন্ত্রণ ক'রে থাকে—
আপসোস-উপঢৌকন নিয়ে,
বিধ্বস্তির দোধুক্ষিত শঙ্কাতঙ্কিত আলিঙ্গনে ;
তাই, বুঝে চ'লো। ৪৬৭৩।
৩১।১০।১৯৫২ বেলা ১০-৪২

তোমার বিচার যদি
বিচারপাত্র বা যেই হো'ক না কেন

তা'কে সহজ সুসঙ্গত যৌক্তিকতার ভিতর-দিয়ে
না বুঝতে পারে—
বাস্তব ব্যাপারের পরিপ্রেক্ষায়,—
সে-বিচার সুসিদ্ধ কিনা
তা' কিন্তু সন্দেহের ;
আর, ঐ বিচারপাত্র নিজেই যদি
ব্যাপারের বাস্তব-সঙ্গতির
সুযুক্ত নিবন্ধের ভিতর-দিয়ে
মিথ্যার আবর্জ্জনাকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
বৈধ সমীচীন শ্রেয়-সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করতে পারে—
ঐ সিদ্ধান্তের বাস্তব সত্য-পরিচিতিকে
সর্ব্বজন-বোধগম্য ক'রে,—
তা'ই কিন্তু স্বতঃ ও সুসিদ্ধ ;
তোমার দণ্ড যদি তা'কে উল্লঙ্ঘন করে,
সেখানে তুমি অপরাধী। ৪৬৭৪।
৩১।১০।১৯৫২, বেলা ১১-২৫

যখনই বুঝবে বা দেখতে পাবে—
তোমার বরেণ্য-বাঞ্ছিতকে বাদ দিয়ে
কোন উল্লাস উপভোগ ক'রতে ইচ্ছা করছে
বা তা' ভালও লাগছে,
বুঝবে তখনই—
তোমার অনুরাগ কেন্দ্রভ্রষ্ট হ'য়ে উঠছে
বা তা' প্রত্যাশা-পীড়িত,
আর, ঐ বাঞ্ছিতের চাওয়াগুলি যে
তোমার চরিত্রে ফুটন্ত হ'য়ে উঠছে না,

তা'র মানেই—
তাঁ'তে তোমার প্রণয় নেইকো,
প্রীতি-অবদান নেইকো,
অনুসরণবিহীন, বন্ধ্যা তা' ;
প্রবৃত্তির লুব্ধ আকর্ষণই তোমার নিয়ামক,
তোমার ভাগ্যও নির্দ্ধারিত হ'চ্ছে ঐ ভজনাতেই,
ঐ বাঞ্ছিত বরেণ্যের ভজন প্রদীপনায় নয়কো,
ভাগ্যও তেমনি অভিব্যক্তি নিয়ে
তোমাকে অনুসরণ করছে ;
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ বরেণ্য বাঞ্ছিতের
সংশ্রয়ী হ'য়ে ওঠ—
অনুচর্য্যাপূর্ণ প্রীতিপ্রদীপনা নিয়ে,
ঐ ভজনা তোমার ভাগ্যকেও
প্রদীপ্ত ক'রে তুলবে। ৪৬৭৫।

৩১।১০।১৯৫২, দুপুর ১-১৫

যে-বিষয়ে যখন যা' যা' করণীয়,
তা' যদি না কর,
সেইগুলি সমবেতভাবে যখন তোমাকে পেয়ে বসবে
যা' গ্রহণ ক'রবে,
ঐ গ্রহ-বৈগুণ্যের নিগ্রহ-আধিপত্যে
তোমাকে নাজেহাল হ'তেই হবে কিন্তু,
রেহাই পেতে
এগিয়ে যাওয়ার শক্তি
অনেকখানি নষ্ট করতে হবে। ৪৬৭৬।

৩১।১০।১৯৫২, দুপুর-১-৩০

১। শ্রদ্ধোষিত আত্মোৎসারণা নিয়ে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মহাপুরুষদিগকে
স্বীকার ক'রো,
ও অনুচর্য্যাপরায়ণ থেকো—
মুখ্য তৎপরতায়।

২। বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-পুরুষোত্তম-পরিবেদনী
আগ্রহ নিয়ে
তোমার সমস্ত কর্ম্মগুলিকে
শ্রেয়তপা ক'রে ফেল,
যা'তে ঐ শ্রেয়ার্থই তোমার স্বার্থ হ'য়ে ওঠে।

৩। সদাচার-সমন্বিত হৃদ্য আচরণ
ও বোধায়নী কুশলকৌশলী তৎপরতা নিয়ে
সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকে শ্রেয়ার্থী ক'রে তুলো'—
শ্রদ্ধোষিত শ্রেয়োপসেবা নিয়ে।

৪। মনে রেখো—
শ্রেয়ানুগ লোকহিতই
সহজভাবে সরাসরি তোমার স্বার্থ—
সত্তাপোষণী সংশ্রয়কে অব্যাহত রেখে,
লোকহিতকে অবজ্ঞা ক'রে
বা লোকশোষক হ'য়ে
তোমার কোন স্বার্থকেই মুখ্য ক'রে তুলো না।

৫। আত্মিক উৎসারণী অনুশীলনকে
তোমার দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্মের সহিত
ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট ক'রে নিও—
প্রীতিপূর্ণ অনুধ্যায়ী বিহিত তৎপরতা নিয়ে,

উপযুক্ত সময়ে,
স্বযোগ ও ভাগ্য-অনুদীপনাকে
উদ্দীপ্ত রেখো—
যা'তে বৈশিষ্ট্যপালী আপুরয়মাণ
পুরুষোত্তমের সন্ধান পেলে
তাঁ'র কাছে
তোমাকে তোমার যা'-কিছু নিয়ে
উৎসর্গ ক'রে
ধন্য হ'তে পার।
বিশেষভাবে মনে রেখো—
এই পাঁচটিই হ'চ্ছে
জীবনীয় প্রাক্-গণদীক্ষার মূল ভিত্তি;
আগে এতে নিজেকে অভিষিক্ত ক'রে তোল,
পরে সত্তা ও সংহতি-পোষণে
যা' করবার তা' ক'রো,
নতুবা যা'ই করবে
নিশ্চয় ক'রে জেনো—
পণ্ডশ্রমে জীবনকে শীর্ণ ক'রে তুলতেই হবে তোমাকে। ৪৬৭৭।
১।১১।১৯৫২, সকাল ৭-৫

তোমার জীবনচলনায় যা' যা' প্রয়োজন
সেগুলিকে যদি স্বন্দর ব্যবস্থায়
স্বষ্ঠু পরিচর্য্যায়
স্বস্থ রাখতে না পার,
তবে কিন্তু ঠকবে। ৪৬৭৮।
১।১১।১৯৫২, সকাল ৯-৪২

তোমার বৈশিষ্ট্য-নিঃসৃত অবদানকে
যদি দুনিয়ার সকলের পক্ষে
সত্তাপোষণী ক'রে তুলতে না পার,
তবে তা' কিন্তু বন্ধ্যা। ৪৬৭৯।
১।১১।১৯৫২, সকাল ৯-৪৩

তোমার শাসন-যান্ত্রিক বিন্যাস
কোথাও যদি ত্রুটি, বিচ্যুতি
বা বিকার লাভ ক'রে থাকে,
অর্থাৎ ইষ্টানুগ পরিচালনায়
পরিচালিত না হ'য়ে থাকে,
আর, তা' লোক-আপদ-সঙ্কুল হ'য়ে
তা'দের স্বস্তি ও স্বচ্ছন্দতার
বিঘ্ন সম্পাদন ক'রে চলে,
তা' জানামাত্র তন্মুহূর্ত্তেই তুমি
স্বহস্তে সে-সম্বন্ধে এমন ব্যবস্থা ক'রো,
যা'র ফলে, ঐ আপদ-সংঘাত হ'তে
মানুষ একটুও আপদ-ক্লিষ্ট না হ'য়ে ওঠে,
যথাবিহিত অনুচলনী সুব্যবস্থ ক'রে
ঐ যান্ত্রিক ক্রমযোজনার
রদবদল যেখানে যা' করা উচিত,
তা' তন্মুহূর্ত্তেই ক'রো,
নয়তো, ঐ বিকৃত চলন
হয়তো এমন বিকার সৃষ্টি ক'রতে পারে
যা' দুর্নিবার বিক্ষোভে
বিচ্ছুরণ-তৎপর হ'য়ে
গণস্বস্তিকে সংক্ষুব্ধ ক'রে তুলবে ;

তাই, তুমি সুসমীক্ষাপূর্ণ
সুষ্ঠু সন্ধিৎসায়
ঐ যান্ত্রিক বিনয়নের প্রতি
বিশেষ নজর রেখেই চ'লো,
যা'তে গণ-নিয়মন
স্বস্তি-অভিবাদনে
স্বচ্ছন্দ অভিগমনে
সংরাগ-সংবুদ্ধ হ'য়ে চলতে পারে —
অসৎনিরোধী পরাক্রম নিয়ে,
ঐ যান্ত্রিক ব্যবস্থিতির মমতায়
গণ-বিক্ষুব্ধিকে আমন্ত্রণ ক'রো না,
কারণ, ইষ্টানুগ গণচর্য্যাই
তোমার পক্ষে মুখ্য,
যন্ত্র যে-কোন তন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
সুষ্ঠু সম্পাদনী নিয়মানুক্রমে
নিয়মিত হ'তে পারে.
মনে রেখো—
আগে গণ,
আর, ঐ গণের জন্যই শাসনযন্ত্র ;
তোমার ইষ্টার্থ-অনুদীপনাকে
ঈশ্বর জয়যুক্ত করুন। ৪৬৮০।
১।১১।১৯৫২, দুপুর ১২-২০

যা'তে বহন ক'রতে পার
সেই দীক্ষাতেই শিক্ষিতা হও,
শ্রেয়কে বহন করাই হ'চ্ছে বধূত্বের সার্থকতা,
আর, সশ্রদ্ধ অনুচর্য্যায়

যদি তাঁ'কে বহন করতে না পার,—
তবে বধূত্বের দাবী ক'রতে যেও না,
বধূত্বকে কলঙ্কমণ্ডিত ক'রো না,
জয়কে যদি আমন্ত্রণ না ক'রতে পার,
ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। ৪৬৮১।
১।১১।১৯৫২, দুপুর ১২-২২

যে-উপাদানে যেমনতর সংশ্রয়ে
যে-গুণ উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে থাকে—
ছান্দিক অভিব্যক্তি নিয়ে,
বিহিত বিদীপনায়,
প্রাণন-বিকিরণী জীবন-সম্বেগে,—
তা'ই কিন্তু তা'র তাত্ত্বিক মূর্ত্তি ;
তাই, যা'কে জানতে চাও,
অবহিত হ'য়ে
সেবা ও সন্ধিৎসু পরিবীক্ষণায়
তত্ত্বতঃ তা'কে জান,
এই জানাই তোমাকে তদ্বেত্তা ক'রে তুলবে। ৪৬৮২।
১।১১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৩২

তোমার সুকেন্দ্রিক নিষ্ঠা-সন্দীপ্ত ভাব-উচ্ছলতা
প্রবুদ্ধ সম্বেগ নিয়ে
কুশল দক্ষ তৎপরতায়
আবেগ-গম্ভীর লাস্য বিকিরণ ক'রে
যতই বিচ্ছুরণী জীবনদীপ্ত হ'য়ে
তোমাতে আবির্ভূত হ'য়ে উঠবে,—
মুগ্ধ সম্বেগে ঐ বিকিরণা

পরিবেশকে সত্তাসংবেদনে উদ্দীপ্ত ক'রে
তেমনতর প্রাণন-প্লাবনে
উচ্ছল ক'রে তুলবে ;
তুমিও তোমার পরিবেশ নিয়ে
পারস্পরিক লীলায়িত লালীভঙ্গিমায়
উপভোগ ক'রতে পারবে—
ঐ নন্দনার উৎস যিনি— তাঁ'কে। ৪৬৮৩।

১।১১।১৯৫২, রাত ৭-১০

ইষ্টনিষ্ঠ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়পুরুষে
তোমার একলহমার ধৃতি-উচ্ছল উন্মাদনাকে
যদি অচ্যুত আবেগ-নিবদ্ধ ক'রে রাখতে পার—
ক্লেশসুখপ্রিয়তার বোধিকুশল নন্দনা নিয়ে,
তদর্থ-সার্থকতায়,—
তা'ই কিন্তু মহান জীবনীয় উদ্দীপনায়
তোমাকে কৃতিত্বের মহান গৌরব-কিরীটমণ্ডিত
ক'রে তুলতে পারে ;
তুক হ'চ্ছে লেগে থাকা,
প্রবৃত্তির উদ্বেলন-অববেলন-তরঙ্গায়িত হ'য়েও
জীবন-সম্বেগকে স্রোতপ্রবণ ক'রে রাখা। ৪৬৮৪।

২।১১।১৯৫২, সকাল ৮-২৫

তোমার তদন্তই বল,
আর বিচারই বল,
তা' যদি অনুসন্ধানের সুসঙ্গত সুবীক্ষণায়—
যা'কে অপরাধী ব'লে সাব্যস্ত করা হ'য়েছে,
তা'র অবস্থা ও উদ্দেশ্যকে উদ্ঘাটন ক'রে

দেশকালপাত্রানুসারে
তদনুপাতিক বিধান বা দণ্ডের
ব্যবস্থা ক'রতে না পারল,
তবে তা' অত্যাচার ছাড়া কিছুই নয়কো;
কারণ, কোন অবস্থায়
যা'কে তুমি অপরাধ ব'লে বিবেচনা করছ,
তা'র প্রাণন-আকূতি হয়তো
তেমনতর অবস্থায় প'ড়ে
সেই জাতীয় কোন অপরাধ ক'রতে বাধ্য হ'য়েছে,
তা' কিন্তু অপরাধের জন্য নয়,
আত্মরক্ষার জন্য;
এই আত্মরক্ষা নিজের কুপ্রবৃত্তির
পরিচর্য্যা বা পরিরক্ষার জন্য নয়কো.
জীবনরক্ষার জন্য,
প্রাণন-পরিচর্য্যার জন্য;
মনে কর, বুভুক্ষাপীড়িত কেউ
মিনতি-প্রদীপনা নিয়ে
ভিক্ষার জন্য হস্ত-প্রসারণ ক'রেও
নির্দ্দয় সংঘাতে ব্যাহত হ'য়ে
আত্মরক্ষার জন্য বা পরিবার-পরিজনের রক্ষার জন্য
কা'রও যদি ভাতের থালা কেড়ে নেয়,
কিংবা অসঙ্গত বিব্রতির বেড়াজালে প'ড়ে
কেউ যদি অব্যাহতি পাওয়ার জন্য
কোন মিথ্যা আচরণ বা অপরাধ ক'রে থাকে,
ইত্যাদি যা'-কিছু,—
তা' দৃশ্যতঃ অপরাধ হ'লেও
তা'দের প্রাণন আকূতির অবশ চাহিদা

তা' ক'রে ফেলেছে,
তখন তা'র দণ্ডই হবে
অভাব বা ব্যাঘাত-মোচন ;
তা' না ক'রে
তোমার বিচার যদি তা'কে
আটকে রাখে বা কারাগারে নিক্ষেপ করে,
তুমি হ'য়ে উঠবে তা'র প্রাণন-ব্যাঘাতী
অসৎ অভিব্যক্তি,
যতটুকু সময় সে বেঁচে থাকবে,
তা'র আত্মরক্ষণী প্রাণন-ক্ষুধা
আক্রোশসম্বুদ্ধ হ'য়ে
ঐ অত্যাচার অপনোদনে
যা' করণীয় তা' ক'রতে কসুর করবে না ;
তাই, যদি বিচারকই হ'তে চাও,
বা বিচারই ক'রতে চাও,
পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষায়
তা'র অবস্থা ও উদ্দেশ্যকে আগে বুঝে ফেল,
অপরাধ বা পাপকে আগে চিনে ফেল,
নির্দ্ধারণ কর—তা' সাত্ত্বিক প্রকৃতির
না নারকীয় প্রকৃতির,
তোমার দণ্ড, তিরস্কার বা পুরস্কার
সেই অনুযায়ী উপযুক্তভাবে প্রয়োগ কর,
আর দেখ—
কোন্ দণ্ড কী পরিচর্য্যায়
তা'কে প্রাণন-প্রদীপ্ত ক'রে তুলতে পারে—
সৎ-সন্দীপনার শুভ স্ফুরণে ;
তখনই হবে তোমার বিচার সার্থক,

নয়তো তা' ব্যর্থ, কন্টকাকীর্ণ,
তা'কে বিচার না ব'লে
অত্যাচার বলাই ভাল ;

মনে রেখো—
তোমার ঐ জাতীয় বিচার বা দণ্ডের প্রতিক্রিয়া
জীবনের আহুত হোমের
বহ্নি-গর্ব্বিত ধূমরাশির
লেলিহান দুর্দ্দান্ত উচ্ছল বিকিরণায়
গগনস্পর্শী হ'য়ে
নিরাকরণী ধাতা ও বিনায়ককে
'স্বাগতম্'-অভিবাদনে
আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে আসবে ;
আবার শুনবে সেই গীতিকথা—
'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'
—তা' কোন্ রূপে কে বলতে পারে ? ৪৬৮৫ ।

২।১১।১৯৫২, রাত ৯-৫৫

অপরাধের ধারা অর্থাৎ একজাতীয় অভিব্যক্তি
থাকতে পারে,
কিন্তু ধৃতি অর্থাৎ যা'র উপর ঐ অভিব্যক্তি
দাঁড়িয়ে আছে,
তা' বহু প্রকারের হওয়াই স্বাভাবিক,
আবার, ঐ ধৃতি নির্ভর করে
অবস্থাসম্ভূত ধারণা
ও তৎপ্রতিক্রিয় উদ্দেশ্যের উপর ;

তদন্ত, বিচার, দণ্ডও তেমনি যদি না হয়,
সে-বিচার মানুষের জীবনীয় হ'য়ে উঠতে পারে না
কিছুতেই,
অসৎ-নিরোধী হ'য়ে উঠতে পারে না কিছুতেই। ৪৬৮৬।
৩।১১।১৯৫২, সকাল ৭-২৫

মনে রেখো—
বিচারক শাস্তা নয়কো,
বরং শাস্তা,
তিনি বৈধী-নিয়ামক,
অশুভের নিরাকারয়িতা,
ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের শুভ-সন্দীপনী উদ্গাতা,
পরিশোধক,
শ্রেয়-বিনায়ক ;
আর, যে-বিচারক তা' নয়কো,
সে বিচার-আসনের কলঙ্ক তো বটেই,
আরো অত্যাচারী সে,
বিধ্বস্তির দুর্ম্মদ হোতা,
জীবনবৃদ্ধির সাংঘাতিক ক্রূর বেধয়িতা ;
ঈশ্বর রক্ষা করুন তা'দিগকে। ৪৬৮৭।
৩।১১।১৯৫২, সকাল ৮-৩৫

অশ্রেয়-সঙ্গতি-অনুসৃষ্ট যা'রা,
তা'রা ঈশী-অনুপ্রেরণায়
স্থিরত্ব-সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে পারে—
এমনতর দেখা যায়নি,
ঈশী-সন্দীপনা প্রায়শঃই

অব্যবস্থ, আসুরিকবীর্য্যী ক'রে তোলে তা'দিগকে,
তা'দের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরতি যা'দের
তা'দেরও তদ্‌গতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠতে দেখা যায়,
অবশ্য দুরাচার কুলসম্ভূতও যদি
ঈশ্বরভক্তিপরায়ণ হয়—
বাস্তব চারিত্রিক অভিদীপনায়,—
সেও শ্রেষ্ঠ। ৪৬৮৮।
৪।১১'১৯৫২, সকাল ৭-২০

ভক্তি যা'র বহুনৈষ্ঠিকপ্রবৃত্তিসম্পন্ন,
সে ভক্তি'ব্যভিচারী,
তা' সুকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে না কখনও ;
যে-কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে বা যাঁ'কে অবলম্বন ক'রে
তুমি তোমার অন্তঃ ও বহির্জগতের
সুসঙ্গত সার্থকতায়
সব কিছুর সমাহারী তাৎপর্য্যে
সার্থক হ'য়ে উঠবে,—
তিনিই তোমার মধুচক্র ;
আর, ঐ চক্রের আপূরণী যেখানে যা' পাও,
তা'ই সংগ্রহ ক'রে
সেই সংগ্রহের সার্থক উপচয়ী অবদানে
ঐ কেন্দ্রপুরুষকেই
উপচয়ী ক'রে তুলবে,
এই কুশলকৌশলী সমীচীন
সমাহারী সুনিষ্পন্ন আহরণে
তোমার যোগ্যতা বেড়ে যাবে,
দীপনদক্ষ হ'য়ে উঠবে,

বোধায়নী পরিপ্রেক্ষায়
তুমি হ'য়েও উঠবে তেমনি,
আর পাবেও তা'ই,
তাই, ব্যভিচারী ভক্তি বা বহুশ্রদ্ধ সম্বেগ
ঐ সার্থকতা হ'তে
তোমাকে বঞ্চিতই ক'রে তুলবে ;
আরো মনে রেখো—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ সুনিষ্ঠ সৎ-তপা যিনি
তাঁর প্রতি বিদ্বেষবিহীন—
এমনতর মহৎ যদি কেউ থাকেন,—
যাঁ'তে তাঁ'র জানাগুলি
সুসঙ্গতিতে সার্থক হ'য়ে উঠেছে—
বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষায়,—
তিনিই তোমার শ্রেয়,
ভক্তির পাত্র তিনি,
শ্রদ্ধার পাত্র তিনি,
সেবা ও অনুচর্য্যার পাত্র তিনি ;
তা'ছাড়া, ঐ শ্রেয়ানুগ বা ইষ্টানুগ
অনুশ্রয়ী তাৎপর্য্যে
প্রতিটি ব্যষ্টিসত্তাসহ সমষ্টিকে
যেখানে যেমন সম্ভব
ঐ সঙ্গতিশীল অনুচর্য্যী অনুবন্ধনে উদ্বুদ্ধ ক'রে
অর্থাৎ সবাইকে মধুময় ক'রে
ঐ সেই তোমার ইষ্টে
উপচয়ী অর্ঘ্য নিবেদনে
মধুপর্কী ক'রে তুলো—
পরিরক্ষণে, পরিপোষণে,

তাঁ'র উদ্দেশ্যের আপূরণী অনুচর্য্যায়,
একটা উর্জ্জী সম্বেগ নিয়ে;

এমনি ক'রে সবারই শ্রদ্ধাকেন্দ্র হ'য়ে উঠে
সমষ্টির সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধানিবদ্ধ তোমাকে
তাঁ'তে অর্ঘ্যান্বিত ক'রে
সার্থক হ'য়ে ওঠ—
অসৎ যা',
অপকৃষ্ট যা',
জীবন-সংঘাতী যা',
কল্যাণ-বিরোধী যা',
তা'কে যথোচিত নিরোধ ক'রে;

এই পরাক্রমী তাৎপর্য্য-সমাবেশী
সুসঙ্গত সার্থকতায় সংস্থিতিই হ'চ্ছে তোমার প্রাপ্তি,
সরাসরি ঐ কেন্দ্রপুরুষেরই স্বার্থ হও নিজে,—
কারণ, তিনিই তোমার আপ্ত,

ঐ আপ্ত যিনি,
তাঁ'র সমর্থনে সমীচীন যা'-কিছু
তাই-ই তোমার করণীয়,
নয়তো, ঐ বহুনৈষ্ঠিকতা
বা ব্যভিচারী ভক্তি

তোমাকে ভাবভ্যাবা ক'রে
বা ভাবের ঘুঘু ক'রে
ব্যক্তিত্ব-সমন্বিত জীবনকে
একটা ডাইনী আকর্ষণে
অন্তঃসারশূন্য করে তুলবে। ৪৬৮৯।

৪।১১।১৯৫২, বেলা ১১-৩০

অসৎপ্রকৃতি, ধর্ম্মধ্বজী, লোকতুষক—
লোকের বিভ্রান্তি উৎপাদন ক'রে
জীবিকা আহরণ করা
যা'দের ব্যবসায়,
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
বিকৃত, ব্যভিচার-বিজ্ঞাপনী অর্থে
মানুষকে ভ্রান্ত ক'রে
যা'রা শাতন-অনুচর্য্যা উন্মাদনায়
ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মহানদের প্রতি
যা'রা স্বতঃই বিদ্বিষ্ট, বীতশ্রদ্ধ ও নিন্দাপরায়ণ—
প্রত্যক্ষভাবেই হো'ক আর পরোক্ষভাবেই হো'ক,
তাঁ'দের অঙ্গাঙ্গী সংশ্রয়ী হ'য়ে উঠতে পারে না যা'রা,
তাঁ'দিগেতে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
একসূত্রসঙ্গতি লাভ ক'রে
তাঁ'দের আপদে, বিপদে ও উদ্দেশ্য-উদ্‌যাপনে
যা'রা বুক দিয়ে দাঁড়াতে তো জানেই না,
বরং তাঁ'দের দুর্দ্দশা, দুর্ভোগ ও ব্যাহতিতে
উল্লাস বোধ করে,—
তা'রা যতই মোলায়েম বা ক্রূর চাল নিয়ে
চলুক না কেন,
তা'রা মহান তো নয়ই,
সৎও নয়,
সাধুও নয়,
বরং দুষমণ-প্রকৃতির ;
তাই, লোককল্যাণার্থে প্রয়োজনমত
তা'দের স্বরূপ বর্ণন ক'রতে হ'তে পারে৷

আবার, ঐ স্বরূপ বর্ণন ক'রতে গিয়ে
তোমার আক্রোশও উদ্দীপ্ত হ'তে পারে,
কিন্তু তাই ব'লে ঘৃণা ক'রতে যেও না,
বরং খল স্বভাবকে পরিজ্ঞাত হও,
আর খলকে যদি পার
সংস্বার্থী ক'রে তোল,
তা' যত পারবে,
লোকহিতীও হ'য়ে উঠবে তুমি তত;
অবশ্য সব সময় প্রস্তুত থেকো—
যা'তে তা'রা আক্রুষ্ট হ'য়ে
তোমার কোন ক্ষতি ক'রতে না পারে। ৪৬৯০।
৪।১১।১৯৫২, বেলা ১১-৪৫

যে কাউকে তোমাতে
প্রীতি-অনুচর্য্যা-প্রবুদ্ধ না ক'রে
প্রলুব্ধ ক'রে
অন্যকে তোমার শোষক ক'রে তোলবার প্রকৃতি-সম্পন্ন,—
নিজের এতটুকু সুবিধার জন্য
তোমার প্রভূত ক্ষতি ক'রতেও
কুণ্ঠা বোধ করে না,—
অন্যের স্বার্থ-অনুকম্পী যৌক্তিকতা নিয়ে
নিজের মান, মর্য্যাদা, প্রাপ্তিতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে
অন্যেরও তৎপ্রবৃত্তিকে উস্কানি দিয়ে চলে,—
তোমার স্বার্থ-সংরক্ষণ
ও সত্তাপোষণ বা আপূরণে
মৌখিক অনুকম্পা বা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে
বা যেমন ক'রেই হো'ক

নিজে নেওয়ায় লোলজিহ্ব হ'য়েও
অন্যকেও তোমার রক্তশোষক ক'রে তুলতে
উদার উচ্ছল যৌক্তিক কর্ম্মপ্রেরণা নিয়ে চলে,—
সে যেই হো'ক না কেন
সে তোমার আত্মীয়ও নয়,
বান্ধবও নয়,
সন্ততি-স্থলীয়ও নয়,
মৌখিক বান্ধবতার ছদ্মবেশে
গুপ্ত-শোষক ও শত্রু ;
তা'র বাহ্যিক প্রীতি-প্রদীপ্ত আচরণেই হো'ক
বা লোক দেখান অন্তরাসী ব্যবহারেই হো'ক,
আস্থা স্থাপন ক'রো না,
বরং বিনায়িত ব্যবহার নিয়ে
যথাসম্ভব দূরে থাকতেই চেষ্টা ক'রো,
কারণ, প্রীতি যেখানে প্রকৃত
সেখানে সে প্রিয়ের স্বার্থকে
নিজের স্বার্থের মতই দেখে থাকে,
তা'র বিপরীত যেখানে—
সেখানে প্রীতির অস্তিত্ব কল্পনা ক'রে নিশ্চিন্ত থাকা
সত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হ'তে পারে। ৪৬৯১।

৫।১১।১৯৫২, সকাল ১০-৩০

সুকেন্দ্র-সংশ্রয়ী তপ বাড়ায় যোগ্যতা,
আবার, যোগ্যতা
ব্যক্তিত্বকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলে—
বোধিসঙ্গতি নিয়ে,
সমাহারী সমাবেশে। ৪৬৯২।

৬।১১।১৯৫২, সকাল ৮টা

শ্রেয়ার্থ-সন্দীপী দুঃখ
সুখসম্বেগকে সক্রিয় ক'রে তোলে,
আর, বিরহ
মিলন-আকূতিকে উদ্‌গ্রীব ক'রে তোলে,
আবার, এই সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলনের ভিতর-দিয়ে
উদ্দীপ্ত আগ্রহ-অনুরতি
ব্যক্তিত্বকে বিশাল ক'রে তোলে—
বোধায়নী তাৎপর্য্যে,
কৃতী সন্দীপনায় ;
নতুবা, ঐ সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ
জীবনের জৈবী-সংহতিকে দীর্ণ ক'রে
বিদারণশীল ক'রে তোলে। ৪৬৯৩।
৬।১১।১৯৫২, সকাল ৮-১৫

তুমি যদি সুকেন্দ্রিক, সুষ্ঠু সমাধান-তৎপর
না হ'য়ে ওঠ,
উপচয়ী নিষ্পন্নতাকে
দক্ষকুশল তৎপরতায়
সার্থক না ক'রে তোল—
উপচয়ী শ্রেয়-সংশ্রয়ী ক'রে,—
তোমার অলস সাধুতা
বিলোল ব্যর্থতায়
ব্যতয়ে অবসন্নই হ'য়ে পড়বে—
জীবনের সার্থক সন্দীপনায় বঞ্চিত হ'য়ে ;
তাই, নিজে কর,
অন্যকেও নন্দিত কর তাঁ'তে,

করায় প্রণোদিত কর,
আয়ত্ত করার পথে চল,
আয়ত্ত করতে অনুপ্রাণিত কর,
সামর্থ্যানুপাতিক যা' পার—দাও,
আর, সামর্থ্য-সংরক্ষণে অন্যের কাছ থেকে নাও—
কাউকে কোনপ্রকারে ক্ষুণ্ণ না ক'রে,
যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহের
মরকোচই ওখানে। ৪৬৯৪।
৬।১১।১৯৫২, সকাল ৮-৩০

জীবন স্বভাবতঃই চিতিপ্রবণ,
চিতিপ্রবণ ব'লেই
তা'র উন্মেষের প্রারম্ভ হ'তেই বোধক্ষম,
আর, এই বোধের সাথেই আসে যৌক্তিক সঙ্গতি,
এই বোধ ও বিচার-সম্ভূত ভাবসম্বেগের ভিতর-দিয়ে আসে
সহানুভূতি-দীপনা ও কর্ম্মপ্রেরণা,
এই সহানুভূতি ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
সে যতই সুকেন্দ্রিক, সুসংহত ও উপচয়ী হ'য়ে ওঠে—
নিষ্পন্নতার পরিবীক্ষণী কুশলকৌশলী তৎপরতা নিয়ে,
ব্যক্তিত্বও তা'র ততই
বিবর্দ্ধনী ক্রমান্বয়িতায়
সুসংহতি লাভ ক'রে
বিবর্ত্তন-বিজৃম্ভী হ'য়ে ওঠে—
প্রসারণ-প্রদীপনায়। ৪৬৯৫।
৬।১১।১৯৫২, সকাল ৯-১৫

সাত্ত্বিকতা সংহিত হ'য়ে
সুকেন্দ্রিকতায় সংহত হ'য়ে ওঠে—

তা'র যোগাবেগ-সঙ্গত ঔপাদানিক সংশ্রয় নিয়ে,
আবার, সত্তার ধাতা বা ধারয়িতাই হ'চ্ছে ধর্ম্ম,
এই সত্তানুচর্য্যাই হ'চ্ছে ধর্ম্মানুচর্য্যা,
তা' হ'তেই আসে স্বস্তি ও স্বচ্ছন্দ চলন—
বোধায়নী পরিক্রমায়,
অসৎ-নিরোধী অনুক্রমণায়,
এই ধর্ম্মের সুসঙ্গত পূরণ-পোষণী
পরিবেষণ-প্রকীর্ত্তিই হ'চ্ছে পূর্ত্তনীতি বা রাজনীতি,
আবার, এই ধর্ম্মের আদর্শ ই হ'চ্ছেন
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ বেত্তাপুরুষ,
এই বেত্তা পুরুষে সব্যষ্টি সমষ্টির
সদীক্ষ অনুচর্য্যাশীল সঙ্গতি হ'তেই
সমষ্টি জীবনের উদ্ভব,
এই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ বেত্তাপুরুষকেই
আপ্ত ব'লে ধরা হয়,
আর, তাঁ'রই প্রবর্ত্তিত
বিধিনিষেধগুলিই হ'চ্ছে আপ্তবাক্য,
এই আপ্তবাক্যের অনুসরণী সম্বেগ থেকেই আসে
সব্যষ্টি সমষ্টির বৈশিষ্ট্যানুগ যোগ্যতা,
এই যোগ্যতাই নিয়ে আসে শক্তি,
এই শক্তি থেকেই এসে থাকে রাষ্ট্রিক চেতনা
ও সত্তাপোষণী জাগরণ ;
যোগ্যতার সমবেত সম্মিলনী পরিক্রমা
ও আদর্শ-নিবদ্ধ অনুচলন-উৎক্রমণার ভিতর-দিয়েই
জীবন বিবর্ত্তনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—
ঈশিত্বের বিভা বিকীর্ণ ক'রে,
আর, ঐ ঈশ্বরেই আসে

সব্যষ্টি সামগ্রিক জীবনের সার্থকতা,
ঐ সার্থকতা প্রাপ্তিতে অনুস্যূত থেকে
জীবনকে অমৃতনিষ্যন্দী ক'রে তোলে—
সুখ-দুঃখের উদ্বেলন-অববেলনী
সংঘাতের ভিতর-দিয়ে,
বোধায়নী বিধৃতি-বিন্যাসে,
যোগ-সমাধির সম্যক অধিগমনে। ৪৬৯৬।
৬।১১।১৯৫২, বেলা ১১-১৫

যতদিন না সর্ব্বতোভাবে
প্রিয়স্বার্থী হ'য়ে উঠতে পারছ—
মান, অভিমান, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদিকে বিসর্জ্জন দিয়ে,
উপচয়ী অনুচর্য্যী অভিদীপনা নিয়ে,—
ঠিক জেনো—
দুঃখেও সুখী হ'তে পাবে না,
সুখেও সুখী হ'তে পারবে না,
জীবনকে সুখী করার তুকই
ঐ অমনতর প্রিয়ার্থপরায়ণতা। ৪৬৯৭।
৬।১১।১৯৫২, রাত ৭টা

শ্রদ্ধা-উদ্দীপী আদর ও উপরোধের ভিতর-দিয়ে
মানুষের পরিশুদ্ধি-প্রবৃত্তি
সহজ হ'য়ে ওঠে,
আর, পরিশোধনী অভ্যাসও
অনেকখানি প্রসাদ-সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। ৪৬৯৮।
৭।১১।১৯৫২, সকাল ৭-১৫

যে কর্ম্ম, কথা, আচার, ব্যবহার, ব্যাপার, বিষয়
যা'ই হো'ক না কেন,
যা' দাতা ও গ্রহীতা, স্ব ও পরিবেশ
উভয়েরই ভাল লাগে—
সত্তাপোষণী হ'য়ে ওঠে,—
তাই-ই তা'দের পক্ষে উপভোগ্য, তৃপ্তিপ্রদ
ও শুভসন্দীপী। ৪৬৯৯।
৭।১১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৩০

ঈশ্বর ও বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আচার্য্য—
যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ সৎ ও মহানদের প্রতি
বিদ্বেষবিহীন,
অসৎ-নিরোধী,—
এতদ্ব্যতীত অন্য কা'কেও ছাড়া তোমার চলবে না
এমনতর রকমে
আসক্তির গাঁট বেঁধে রেখো না,
তাই ব'লে দায়িত্ব ও ইষ্টানুগ করণীয়কে
অবহেলাও ক'রো না,
আর, প্রীতিই দায়িত্বের যোক্তা;
আবার, হৃদ্য ব্যবহার ও অনুচর্য্যা
যেন তোমার চরিত্রগত হয়;
তোমার সংস্রবে যা'তে সবাই
প্রীতিপ্রসন্ন হ'য়ে ওঠে,
ঈশ্বর ও অমনতর আচার্য্যে
শ্রদ্ধাবনত হ'য়ে ওঠে,—
তেমনতর ভাবভঙ্গী ও চলন-চরিত্র নিয়ে চ'লো—
বাক্ ও কর্ম্মের সুসঙ্গতি নিয়ে,

অনেক বেদনাকে এড়িয়ে চলতে পারবে ;
মনে রেখো ঈশ্বর মঙ্গলময়। ৪৭০০।
১০।১১।১৯৫২, সকাল ৮-৪০

শুধুমাত্র পরিশুদ্ধ সত্তাপোষণী আহারকেই
সদাচার বলে না কিন্তু,
সদাচারী হ'তে হ'লেই
বিহিত সত্তাপোষণী আহার তো প্রয়োজনই,
তা' ছাড়া, সুকেন্দ্রিক শ্রেয়সন্দীপী অনুসরণ ও আত্মনিয়মন,
পরিশুদ্ধ আচরণ,
পরিশুদ্ধ সত্তাপোষণী বাক্য,
সত্তাপোষণী ব্যবহার,
সত্তাপোষণী অনুচর্য্যা,
সত্তাপোষণী সজ্জন-সঙ্গ,
সৎ-সন্দীপী কর্ম্ম,
আর শুভসন্দীপী কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে সাধু অর্জ্জন,
এবং শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ সদাচারের
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
প্রীতিকর অনুষ্ঠান যা'—
হৃদ্য বিনীত পরিবেদনায়,
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্য নিয়ে,
কুশলকৌশলী দক্ষতায়,—
এক কথায় তা'কেই সদাচার বলা চলে ;
এমনতর সদাচারই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়সন্দীপী। ৪৭০১।
১০।১১।১৯৫২, সকাল ১০-৩০

তুমি যেমন ভজনা করবে,
ভাগ্যও গ'ড়ে উঠবে তোমার তেমনি,

বিধাতার বৈধী-নিয়মনও
তোমাকে তেমনতরই ভাগ্যের
অধিকারী ক'রে তুলবে,—
'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'। ৪৭০২।
১০।১১।১৯৫২, বেলা ১১-১৫

প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট শত কর্ম্ম ত্যাগ ক'রেও
তোমার বিরোধী যে
পূত অনুচর্য্যায়
তা'কে বান্ধব ক'রে তুলতে অবজ্ঞা ক'রো না—
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে;
সহস্র কর্ম্ম ত্যাগ ক'রেও
বৃদ্ধোপসেবনে পরাঙ্মুখ হ'য়ো না;
লক্ষ কর্ম্ম ত্যাগ ক'রেও
শ্রেয়তপা হ'তে ভুলো' না;
কোটী কর্ম্ম ত্যাগ ক'রেও
বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-ইষ্ট-অর্থ-অনুধ্যায়ী ঈশ্বরোপাসনায়
আত্মিক উন্নয়নে
নিজেকে নিয়োজিত ক'রতে ত্রুটি ক'রো না—
সক্রিয় অনুসরণী অনুশীলনে। ৪৭০৩।
১০।১১।১৯৫২, রাত ৭-৫০

পিণ্ডিকা ও তা'র ঔপাদানিক সংশ্রয়ের
কাঠিন্য ও স্থিতিস্থাপকতা-অনুপাতিক
বস্তুর বাস্তব গঠনের কাঠিন্য ও স্থিতিস্থাপকতার
উদ্ভব হ'য়ে থাকে,
আবার, তদনুপাতিকই

জীবন ও প্রাণন-প্রকরণেরও
সংশ্রয় হ'য়ে থাকে। ৪৭০৪।

১১।১১।১৯৫২, সকাল ৮-১০

বিচার-বিনায়ক-উর্দ্ধতন-কর্ম্মচারীর
বৈধী আদেশ ও নিদেশ অমান্য করায়
যেমন বিচারালয় বা বিচার-সংস্থাকে
অবমাননা বা ঘৃণা করাই হ'য়ে থাকে,
তেমনি বৈধী কারণ ব্যতীত
বিচারকের অননুকম্পী অসহানুভূতি
বা শীলতার বিকৃতি বা ব্যভিচার,
অসমঞ্জস, অব্যবস্থ, ধৃষ্টতাব্যঞ্জক ঔদ্ধত্য
ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত-ভাবে মানুষের
বৈশিষ্ট্যানুগ মর্য্যাদার পক্ষে হানিকর ব্যবহার
যা' অপরাধী এবং বিচার-প্রাঙ্গণে উপস্থিত
জনমণ্ডলীর মাধ্যমে
মানুষের ভিতর চারিয়ে গিয়ে
বিক্ষোভের সৃষ্টি করে,
হৃদয়কে আঘাত করে,
অনুচর্য্যী অনুকম্পিতাকে বিদ্বেষদুষ্ট ক'রে তোলে,
তা'ও ঐ বিচারাসনেরই কলঙ্ক,
এবং তা'ও তেমনতরই অপরাধ
যা' ঐ বিচারাসনকেই অবমাননা ক'রে থাকে,
আর, সে-বিচারকও স্বভাবতঃই
তেমনতর দণ্ডেরই অধিকারী। ৪৭০৫।

১১।১১।১৯৫২, সকাল ৮-১০

যে-কোন সৎকুল-সম্ভূত
অর্থাৎ, যে কুলে কোনপ্রকার অন্তঃক্ষেপ হয়নি
এমনতর কুলসম্ভূত,
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়তপা,
সহজ সানুকম্পী সততা-সন্দীপ্ত,
ধীমান, বিনীত, সমঞ্জসাবুদ্ধি-সম্পন্ন, ওজস্বী,
সুসন্ধিৎসু সুসঙ্গত বোধি-প্রবণ,
অসৎ-নিরোধী হ'য়েও
পরিশুদ্ধির প্রাজ্ঞ বিধায়নী বিনায়ক,
সংযত চরিত্র, সুসংহত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন, লোকপ্রিয়,—
এমনতর যে-কেউই হো'ক না কেন,
বিচারক হওয়ার উপযুক্ত সে,
তা' বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা থাক্ আর না থাক্,
উপযুক্ততাই উপযুক্তের পরিস্থাপক। ৪৭০৬।
১১।১১।১৯৫২, সকাল ১০টা

শ্রেয়ানুচর্য্যায় নিরবচ্ছিন্ন হও,
ব্যবহারে হৃদ্য হও,
নিষ্পন্নতায় নির্ঘাত হও,
নৈপুণ্যে দক্ষ হও,
আর তোমার যা'-কিছু নিয়ে
একনিষ্ঠ ইষ্টতপা হ'য়ে
ঈশ্বরেই আরতিসম্পন্ন হ'য়ে চল। ৪৭০৭।
১২।১১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৪৫

কোন-কিছু যাহার দ্বারা ধৃত হয়,
পরিপালিত হয়,

পরিপোষিত হয়,
সেই তা'র অধিগতি। ৪৭০৮।
১৪।১১।১৯৫২, **সকাল ৭-১৫**

শিলচর উৎসব-উপলক্ষে আশীর্ব্বাণী

তোমাদের জীবন-দিগ্বলয়ে
ঘনঘটা
দৃপ্ত গর্জ্জনে
বজ্রদন্তী বিজলী ঝলকে
ভীতিসঙ্কুল সংঘাতে আলোড়ন সৃষ্টি ক'রে
যতই বিকম্পিত ক'রে তুলুক না কেন,
দ'মে যেও না একটুকুও ;
সৎ-সন্দীপনার সুসঙ্গত সন্দীপ্ত ঝলকে
সপরিবেশ তোমাদের প্রত্যেক নিজেদের
সমস্ত বৃত্তিকে সংহত ক'রে,
জীবনীয় দৃপ্ত পরাক্রমে
সুব্যবস্থ প্রস্তুতির অটুট বন্ধনে
একানুধ্যায়ী ইষ্টীতপা সক্রিয় তৎপরতা নিয়ে
সংহিত সংহতিতে নিবিড় হ'য়ে দাঁড়াও ;
আর, এমনতরই দৃপ্ততেজা সংহতিতে
পারস্পরিক ইষ্টনিবদ্ধ অনুক্রমণায় সংহত হ'য়ে
বর্দ্ধনায় বিবর্দ্ধিত হ'য়ে চলাই হ'চ্ছে
সৎসঙ্গের সার্থক সংহতি ;
একটুকুও যেন কেউ টলাতে না পারে,
ভীতিবিহ্বল ক'রে তুলতে না পারে তোমাদের,

প্রস্তুতির অনটন একটুকুও না থাকে,
অব্যবস্থ একটুকুও না হও,
সময়কে একটুকুও অবজ্ঞা না কর,
কুশলকৌশলী ধী-তৎপরতা নিয়ে
একানুধ্যায়ী অনুশাসনে
সসমষ্টি প্রতিপ্রত্যেকে
সুবিন্যস্ত নিয়ন্ত্রণে
বিবর্ত্তনের আকূতিতে এগিয়ে চল,
আর, এই চলাই
তোমাদের অনন্ত পথের যাত্রী ক'রে তুলুক—
সচ্চিদানন্দের শুভবর্দ্ধনায় সন্দীপ্ত ক'রে
সত্যং, শিবং, সুন্দরে
পরিশোভিত ক'রে ;

ওঠ,
জাগো,
ঐ দুর্দ্দমনীয় ঝঞ্ঝাকে অতিক্রম ক'রে
পারিজাত আহরণ কর,
স্বর্গে স্বাধিষ্ঠিত হও ;

আমার একান্ত যিনি,
তাঁ'রই চরণে আমার
দৈন্যদীর্ণ হ'লেও একান্ত প্রার্থনা—
তিনি তোমাদিগকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তুলুন,
তোমরা সুখে থাক,
তোমাদের যে-কেউ-সবকে নিয়ে সুদীর্ঘজীবী হও,
আর, যোগ্যতায় জীবন্ত হ'য়ে ওঠ';

প্রাচীনের সুসঙ্গত তালিমে
তৎসূত্রে বর্ত্তমানকে সুনিবদ্ধ ক'রে

অমৃত-ভবিষ্যৎকে আবাহন কর,
তা' অমৃতময় হো'ক,
স্বর্ণময় হো'ক,
সুকেন্দ্রিক সম্প্রীতির প্রীতি-নিয়মনে পরিচালিত হ'য়ে
ঈশ্বরে সার্থকতা লাভ করুক,
স্বস্তি, স্বধা ও শান্তির
শুভ-মলয়ী সম্বর্দ্ধনায়
বিবর্ত্তনের পথে এগিয়ে চল। ৪৭০৯।
১৪।১১।১৯৫২, সকাল ৮টা

অচ্যুত সুনিষ্ঠ যিনি,
যিনি সত্তায় শুভ,
জীবনে শুভ-সক্রিয়—
ভালতে, মন্দতে,—
মানুষের মূর্ত্ত ভগবান তিনিই—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ—
জীবনের পরম উদ্ধাতা। ৪৭১০।
১৭।১১।১৯৫২, সকাল ৯-৪৫

অসৎ-নিরোধী হ'য়েও যিনি
শুভসন্দীপী, প্রীতিমুখর, সুকেন্দ্রিক, আচারবান,
বিদ্বেষবিহীন, বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ—
এমনতর শ্রেয়র সংশ্রয় বা অনুচর্য্যা হ'তে
যে তোমাকে নিরস্ত করে
বা যা'র অনুজ্ঞা বা নিদেশ
তৎ-সংশ্রয়ে বাধা সৃষ্টি করে
সে তোমার যেই হো'ক্ না কেন—

শ্রেয়ও নয়,
মহৎও নয়,
সাধুও নয়,
সৎও নয় ;
ঐ বাধায়
তৎ-অনুশ্রয় বা অনুচর্য্যা হ'তে
যখন তুমি নিরস্ত হ'য়ে উঠলে,
তোমার উন্নতির উর্জ্জী চলন তখন থেকেই
বিপরীতগামী হ'য়ে উঠতে লাগল ;
উন্নতিকে ব্যাহত করে যে বা যা'
তা'ই কিন্তু তোমার রিপু,
সত্তাপোষণী নয়কো,
সত্তাশোষক তোমার,
সে-নিদেশ বা সে-অনুজ্ঞা বা সে-বাধায়
তুমি কখনও কিছুতেই
নিরস্ত হ'য়ে থেকো না,
ঐ নিরস্ততা কিন্তু
প্রেতিনীর আলেয়া-দীপ্তিতে
বোধি-আলোককে নিরস্ত ক'রে
নারকীয় অভিনয়ে
নিযুক্ত করবে তোমাকে। ৪৭১১।
১৮।১১।১৯৫২, সকাল ১০-৩০

সমাধান যাঁ'র যত প্রকৃত,
প্রাজ্ঞও তিনি তেমনি সহজ,
চরিত্রও আবার তেমনি স্বাভাবিক তাঁ'র,
বিনীতও হ'য়ে ওঠেন তিনি তেমনি,

সম্বেগও তাঁ'র তেমনি ওজোদ্দীপ্ত,
তা' সত্ত্বেও এমনতরই তিনি সাধারণ
যা'তে অতিশয় সহজ ছাড়া
তাঁ'র আর কোন উল্লেখযোগ্য বিশেষত্বই পাওয়া কঠিন ;
শ্রদ্ধোষিত সক্রিয় অনুসরণে
তিনি কেবল বোধগম্য । ৪৭১২ ।
১৮।১১।১৯২৫, দুপুর ১২টা

নিজে অনুকম্পী অনুবেদনী অনুচর্যায় শিথিল থেকে
শুধুমাত্র অন্যের কুৎসিত সমালোচনা ক'রে
কেউ কা'কেও সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ানুচর্য্যী
উন্নতি-অনুবর্ত্তনায় প্রবৃত্ত ক'রে তুলতে পারেনি,
আর পারাও যায় না তা' ;

নিজে কর—
শ্রেয়-সংশ্রয়ী অনুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে,
ক্লেশসুখপ্রিয়তার সুতৃপ্ত আপ্যায়নায়,
আর, তোমার ঐ প্রীতি-সন্দীপ্ত অনুচর্য্যা
সকলকে উৎফুল্ল ও উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে যতই—
তুমি তো উপকৃত হবেই,
তা' ছাড়া ঐ অনুপ্রেরণা
অন্যতে চারিয়ে গিয়েও
তা'দিগকে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলবে তা'তে সক্রিয়ভাবে,
এই এমনতর সক্রিয় আলিঙ্গন-গ্রহণের ভিতর-দিয়েই
মানুষের উন্নতির সম্ভাবনা অধিক ;
নিয়ত কুৎসিত সমালোচনা
মানুষকে ম্রিয়লই ক'রে তোলে,
বিমূঢ়ই ক'রে তোলে,

ঐ সমালোচক বিকারগ্রস্তের মতন
অন্যের অপারগতার বুলি আউড়িয়ে
নিজের ব্যক্তিত্বের মহিমাই
বিকাশ ক'রতে প্রয়াসশীল হয়,
যা'র ফলে, সমালোচক ও সমালোচিত উভয়েরই
বিবশ অবসন্নতায় গা ঢেলে দেওয়া ছাড়া
আর উপায়ই থাকে না ;
তাই, নিজের বা মানুষের ভালই যদি চাও,
অন্যের প্রতি যথাসম্ভব দোষারোপ না ক'রে
তা'দিগকে ভালয় উদ্দীপ্ত ক'রে তোল,—
তা'তে নিজেও উপকৃত হবে,
অন্যেও উপকৃত হবে,
আর শ্রেয়লাভের পন্থাই এই। ৪৭১৩।
১৯।১১।১৯৫২, সকাল ৭-৪৫

যা'র যেমন নিষ্ঠা,
অনুচর্য্যাশীল সম্বেগ যা'র যেমন,
যে যেমন ক'রতে অভ্যস্ত,—
সে হয়ও তেমন ;
কা'র কী হ'লো
তা' বাছাই ক'রতে গেলেই
কে কী অবস্থায় কেমনতর ক'রে কী করলো—
তা'তে সুসমীক্ষ না হ'য়ে
যদি বাছাই ক'রতে যাও,—
ঠকবে,
হয়তো কাঞ্চন ফেলে কাঁচকেই নেবে ;
তাই কা'র কী হ'লো

তা' নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে
যেখানে যতটুকু ভাল দেখ,
তাই-ই গ্রহণ কর—
ইষ্টানুগ অভিদীপনায়,
আর তুমি নিজে ইষ্টীতপা হ'য়ে ওঠ—
সর্ব্বান্তঃকরণে,
তদনুচর্য্যী অনুকম্পায়
তোমার স্বভাব ও সাধ্যমত
তাঁ'রই মন্দির ভেবে
পরিচর্য্যা কর সবাইকে—
যা'র যেখানে যেমন প্রয়োজন,
শ্রেয়নিষ্ঠ এমনতর পারস্পরিক আলিঙ্গন-গ্রহণের ভিতর-দিয়ে
ক্লেশসুখপ্রিয়তার
শ্রেয়ানুশ্রয়ী ক্রম-আহুতিতে
তোমার ব্যক্তিত্বও বিস্তার লাভ করবে—
সুকেন্দ্রিক তৎপরতা নিয়ে,
অন্যেও তা'র শুভ-আশীর্ব্বাদে
মধুময় হ'য়ে উঠবে। ৪৭১৪।
১৯।১১।১৯৫২, সকাল ৮-১৫

প্রজ্ঞা যতই মানুষের জীবনে
সার্থকতায় সুসঙ্গতি নিয়ে
সমাবিষ্ট ও সিদ্ধ হ'য়ে ওঠে,—
সে-মানুষ ততই
অসাধারণ সহজ ও সাধারণ হ'য়ে
স্ববৈশিষ্ট্যে স্বতঃ হ'য়ে ওঠে,
সেই প্রাজ্ঞকে স্বাভাবিক চক্ষুতে

মূঢ়চপল ব'লেই মনে হয়,
তা'র প্রজ্ঞাবীজ উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে সেখানেই—
বিষয় বা ব্যাপারের অনুসেচনা
যেখানে যেমনতর হ'য়ে ওঠে। ৪৭১৫।
১৯।১১।১৯৫২, **সকাল** ৯-৫০

তোমার সত্তাপোষণী সুসঙ্গত বাস্তব সদ্বিচার
কাউকে যদি কারাদণ্ডে দণ্ডিত ক'রে থাকে,
নজর রেখো—
ঐ দণ্ডিত যেন কুৎসিত প্রবৃত্তির অন্ধতম কারাগারে
অজ্ঞ নির্ব্বুদ্ধিতার অবরোধে
তা'র সত্তা ও সম্বর্দ্ধনাকে চিরদিনের জন্য
অবরুদ্ধ ক'রে না ফেলে,
তা'র বোধায়নী সম্বর্দ্ধনার সলীল চলন
বিবর্ত্তনে বঞ্চিত না হ'য়ে ওঠে,
কারাগারের বাধ্যবাধকতা
তা'কে যেন যোগ্যই ক'রে তোলে,
শ্রেয়প্রীতি তা'কে যেন
উন্নতিমুখর ক'রে রাখে,
পারস্পরিক অনুচর্য্যা ও অনুচর্য্যী শ্রম
তা'কে যেন সতেজ ক'রে রাখে,
আর, সাথে-সাথে সুনিয়ন্ত্রিত স্বাধীন চলন
যা'তে অব্যাহত থাকে,—
সে-ব্যবস্থা হ'তে যেন সে বঞ্চিত না হয়,
আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিবেশের
প্রীতিমুগ্ধ আলিঙ্গন-অনুচর্য্যা হ'তে

সে যেন বঞ্চিত না হয়,
ঐ প্রীতি-সম্বেদনাই যেন তা'র
উন্নতির আলোকস্তম্ভ হ'য়ে ওঠে,
ফল কথা, তোমার বিচার, দণ্ড বা **শাসন**
যেন দণ্ডিতের উদ্ধাতাই হ'য়ে ওঠে ;
দেখবে—
সে দণ্ড, সে শাস্তি
তা'র শান্তিরই হোতা হ'য়ে উঠবে,
দণ্ডিতও সুখী হবে,
তুমিও আত্মপ্রসাদে পরিতৃপ্তি লাভ করবে,
তোমাদের আনন্দ-উৎসারণা
ঈশ্বরেরই জয়গান করুক। ৪৭১৬।
১৯।১১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৩৫

শ্রদ্ধোষিত অচ্যুত সুনিষ্ঠ সক্রিয় অন্তর নিয়ে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আচার্য্যকে
সর্ব্বতোভাবে তোমার শ্রেয়-প্রতীক ব'লে **গ্রহণ কর,**
আর, তোমার সবকিছু নিয়ে
তুমি শ্রেয়তপা হ'য়ে ওঠ,
তোমার জীবনাভিযানের প্রারম্ভেই
ঐ শ্রেয়-দীক্ষায় নিজেকে পূত ক'রে তোল,
আর, সমস্ত চলন, বাক্য, ব্যবহার
অনুকম্পী অনুবেদনাকে
ঐ শ্রেয়কেন্দ্রিক সার্থকতায়
সুসংহত ক'রে তোলাই
তোমার জীবন-সাধনার
মূলমন্ত্র হ'য়ে উঠুক ;

ঐ প্রীতি-প্রমুখ শ্রেয়ানুবেদনা নিয়ে
সুসন্ধিৎসু সমীক্ষার সহিত
প্রীতিপ্রসন্ন অভিদীপনায়
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
সম্যষ্টি সমষ্টির বৈশিষ্ট্যানুগ সক্রিয়
সম্বেগশালী শুভ-পরিক্রমায়
দক্ষতাপূর্ণ কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যের সহিত
আপদ ও ব্যাঘাতকে নিরোধ ক'রে
তা'দের শুভ-সম্পাদনী পৌরোহিত্য গ্রহণ কর,
যা'র যে-বিষয়ে দায়িত্ব নিয়েছ
বা নেবে বলে সিদ্ধান্ত করেছ,
বাক্ ও কর্ম্মের লীলায়িত প্রীতি আলিঙ্গনে
সেগুলিকে কুশল তৎপরতায়
নিষ্পন্ন ক'রতে ত্রুটি ক'রো না একটুকুও,
দেশকাল ও পাত্র-হিসাবে
বিহিত তৎপরতায়
লোকোন্নয়নী পরিকল্পনার
সুসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়ে
ঐ শ্রেয়ানুগ পন্থায়
এমনতর অনুপ্রেরণী তাৎপর্য্যে
লোক-অন্তরকে অনুপ্রেরিত ক'রে তুলতে চেষ্টা কর—
অধিগমময় উপস্থিত বুদ্ধি নিয়ে,
আর, তা' যেন এমনতর স্বাভাবিক হয়,
যা'তে লোকের সত্তাপোষণী পরিবেদনাকে
উদ্দীপ্ত ক'রে
তা'রা তা' নিষ্পাদনে
প্রবুদ্ধ ও প্রকৃষ্ট হ'য়ে ওঠে—

যোগ্যতার অভ্যুদয়ী অভিনন্দনায়,

সব কর্ম্মে

তোমার কৃতিত্বের অভিনন্দন

তোমার সহকর্ম্মী সবাই

যা'তে উপভোগ করতে পারে—

তা'ই করো,

এমন-কি, তোমার ব্যঙ্গ, হাস্য-পরিহাস

বা ঠাট্টা যা'ই বল না কেন—

সবগুলিই যেন প্রীতি-সন্দীপক হয়,

আর, সব যা'-কিছুর তাৎপর্য্যই যা'তে

তোমার উদ্দেশ্যকে সার্থক ক'রে

আদর্শের নির্ম্মাল্য হ'য়ে ফুটে ওঠে,

তেমনতরভাবেই সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে

অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,—

লোকে যা'তে সম্ভ্রান্ত শীলতা নিয়ে

তোমাকে আপন মনে ক'রতে পারে ;

আত্মস্বার্থকে উপচয়ী করবার প্রলোভন হ'তে

নিজেকে যথাসম্ভব দূরে রাখতেই যত্নবান হ'য়ো—

শুধুমাত্র উপযুক্ত জীবন-ধারণী প্রয়োজনের

আপূরণী কর্ম্ম ছাড়া ;

আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মাভিমান, অপমান ও বিদ্বেষকে

যথাসম্ভব তোমার অন্তঃকরণের অন্দরে

এগুতে যত না দিয়ে পার, ততই ভাল,

মনে রেখো—

প্রবর্দ্ধনায় বা নিয়ন্তৃ, বা নেতৃ-প্রকৃতিতে

হীনম্মন্যতা বা স্নায়বিক স্পর্শাসহিষ্ণু অহং

একটা বিক্ষোভী প্রতিবন্ধক—

যা' বোধায়নী পরিক্রমাকে ব্যাহত ক'রে তোলে ;
ঠিক জোনো—
তোমার ঐ নিঃস্বার্থ প্রীতিপূর্ণ লোকসেবাই
তোমার সম্পদের পরম আহুতি,
লোক-উপার্জ্জনে সচেষ্ট থেকো,
অর্থ-সম্পদ অর্জ্জনে নয়কো,—
অর্থ-সম্পদ তোমাকে সেবা ক'রে
ধন্য হবার উদ্‌গ্রীবতা নিয়ে
সব রকমে তোমাকে অনুসরণ ক'রে চলবেই,
যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ—
এই ষট্‌ কর্ম্ম
তোমার স্বভাবে যেন পূত হ'য়ে বসবাস করে,—
যজন মানে নিজে অভ্যাস করা,
যাজন মানে
অন্যকে অভ্যাস ক'রতে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা,
অধ্যয়ন মানে আয়ত্ত করার পথে চলা,
অধ্যাপনা মানে মানুষ যা'তে আয়ত্ত ক'রতে পারে
তা'তে তা'দিগকে প্রবুদ্ধ ও ক্রিয়াশীল ক'রে তোলা,
দান মানে সদুপায়ে যেমন ক'রে পার
লোকের বেদনাপ্রদ না হ'য়ে
মানুষের জীবনীয় পূরণ-পোষণী যা'-কিছু
তা' দিতে প্রস্তুত থাকা—
নিজের অস্তিত্বকে সলীল-সম্বেগী রেখে,
প্রতিগ্রহ মানে—
মানুষ শ্রদ্ধাবনত অন্তঃকরণে যা' তোমাকে দেয়
প্রসন্নচিত্তে তা' গ্রহণ করা ;
মানুষের জীবনে সার্থকতা লাভ করে না,

এমন-কি তোমার জীবনেও নয়—
কাউকে এমনতর ভাঁওতায় অভিভূত ক'রে
কা'রও ক্ষোভের কারণ হ'য়ো না,
তোমার বিরোধী বা বৈরী যা'রা,
অসন্তুষ্ট যা'রা তোমার প্রতি,
তোমাকে দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধ হ'য়ে ওঠেনি—
এমনতর যা'রা,—
কুশল বোধায়নী তৎপরতা নিয়ে
তা'দের অন্তর্নিহিত সৎ—যা'-কিছুর
প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে চলবে—
তা' প্রত্যক্ষভাবেই হো'ক
বা পরোক্ষভাবেই হো'ক ;
আর, আন্তরিক অনুবেদনায়
সুষ্ঠু শীলতা নিয়ে
অভ্যুদয়ী আপ্যায়নায়
এৎফাক ক'রে
মধুর বাক্য, ব্যবহার
স্বতঃস্বেচ্ছ প্রীতি-সম্ভ্রমাত্মক অযাচিত অবদান
ও দুঃখে সাহায্য ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে
তা'দিগকে এমনতরই ক'রে তুলতে চেষ্টা ক'রো,
যা'তে তোমার প্রতি তা'দের বিরুদ্ধ আচরণই
তা'দের সমূহ সন্তাপের কারণ হয়—
অন্তরে ও বাহিরে,
কিন্তু এই চলনার ভেতরেও
সব সময়ই সাবধানী সতর্কতা নিয়ে
এমনভাবে চ'লো,—
তা'দের অযথা আঘাতও যা'তে

তোমার চলনায় কোনপ্রকার
ব্যাঘাত সৃষ্টি ক'রতে না পারে,
বরং তাঁ'দের বিরুদ্ধ নিঃশ্বাস
তাঁ'দিগকেই বিষাক্ত ক'রে তোলে,
আবার, তা'রা এও যেন ঠিক বোঝে
যে, ঐ বিষের প্রতিকার
একমাত্র তোমাকে দিয়েই হ'তে পারে ;
আবার, নিজের গোঁকে অকাট্য না রেখে
যাঁ'দিগেতে তুমি বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠ,
সম্ভ্রান্ত সমীক্ষায়
তাঁ'দের প্রস্তাবনাকে স্বীকার ক'রে নিয়ে
সঙ্গতির অনুশাসনে
আলোচনার ভিতর-দিয়ে
পারস্পরিক সমর্থনী ঐক্যে দাঁড়িয়ে
যেমনটি চাও তেমনতরই নিয়ন্ত্রণে
তদনুপাতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়ে
তৎ-নিষ্পন্নতায় নিজের কর্ম্মকে পরিচালিত ক'রো,
এতে বিরোধ অনেকাংশেই নিরুদ্ধ হবে,
বান্ধব-নিবদ্ধতার ভিতর-দিয়ে
তৃপ্ত, দীপ্ত হ'য়ে উঠবেই উভয়েই ;
যদি লোক-উন্নয়কই হ'তে চাও,
লোকনেতাই হ'তে চাও,
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়নিষ্ঠ হ'য়ে
আত্মনিয়ন্ত্রণ-তৎপরতার সহিত
এই চলনেই চলতে থাক,

দেখবে—
সার্থকতা প্রাতঃ-সূর্য্যের মত

কোমল কিরণে তোমাকে অভিষিক্ত ক'রে
জীবনে তৃপ্ত ও দীপ্ত ক'রে তুলবে;
যা' বললাম—
এগুলি লোক-উন্নয়নী,
লোক-বিনায়নী
বা লোক-নিয়ন্ত্রণী মুখ্য সূত্র;
যেখানে যা'ই কর না কেন,
অবস্থাভেদে যেখানে যেমন ক'রতে হয়,
সুসঙ্গত তৎপরতা নিয়ে তা' তো করবেই,
কিন্তু সব সময়ই নজর রেখো—
ঐ মুখ্য সূত্রের উপর তুমি দাঁড়িয়ে আছ কিনা,
অতি সতর্কতার সহিত
ওতে দাঁড়িয়ে থেকে
যা' ক'রতে হয়, ক'রে যাও—
সৌষ্ঠব-সম্প্রেরণী ত্বরিত তৎপরতা নিয়ে;
ঐ ধরা, ঐ করা যা' হওয়াতে পারে,
যা' পাওয়াতে পারে,
তা' করবেই কি করবে;
এগুলিতে যদি তুমি অভ্যস্ত হও,
আর তুমি যদি নিয়ন্তা নাও হও,
পরিবেশ তোমাকে নিয়ন্তা না ক'রেই ছাড়বে না;
ঈশ্বর মঙ্গলময়,
তিনি তোমাদের সদিচ্ছাকেই জীবন্ত ক'রে তুলুন। ৪৭১৭।
২০।১১।১৯৫২, সকাল ৯-৪৫

অভিমান, আত্মমর্য্যাদা
ও বিদ্বেষকে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে

শ্রেয়তে উদ্বাহ-নিবদ্ধ হ'য়ে চল—
সক্রিয় অনুচর্য্যী তৎপরতায়,
তাঁ'র সব যা'-কিছু সহ
তাঁ'র স্বার্থকেই একমাত্র
নিজের স্বার্থ ক'রে নিয়ে,—
বিভব বিভাবিকীরণে
অভাব ও অনটনের স্বতঃ-নিরোধে
দীপালি-তৃপ্তিতে
তোমার অন্তর-বাহির আলোকিত ক'রে রাখবে। ৪৭১৮।
২০।১১।১৯৫২, সকাল ৯-৫০

যখনই দেখছ
কা'রও সংঘাতে বা কা'রও নামে
বা কা'রও কথায়
তুমি উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠছ,—
তা'র মানেই
তুমি তা'কে হজম ক'রতে পারছ না,
সহ্য ক'রতে পারছ না,
সে-ক্ষমতা তোমার ফুটন্ত হ'য়ে ওঠেনি তখনও;
তুমি যদি ধীমান হও,
ধীর সন্ধিক্ষুতা নিয়ে
আত্মবীক্ষণায় নির্দ্ধারিত ক'রে নাও—
তা' কেন,
এই কেন'র অবসান তুমি তখনই ঘটাও,
যা'তে ঐ কেন'র অবসান হয়—
সুনিয়ন্ত্রিত তৎপরতা নিয়ে

লেগে যাও তা'তে,
অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
বাক্য, ব্যবহার, আচরণ, আলাপন
ও আপ্যায়নার ভিতর-দিয়ে
ঐ সেই তা'কে
তোমাতে শ্রদ্ধোদ্দীপ্ত ক'রে তোল—
বিরোধ-বিনায়নী তৎপরতায়,
তোমার বান্ধব-অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে
তোমারই সহচর হ'য়ে
সে যা'তে তোমারই স্বার্থকে
কায়েম ক'রে তোলে,
এমনতর প্রীতিপ্রসন্ন ক'রে তোল তা'কে—
উদ্দীপ্ত অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ক'রে,
অসৎ-নিরোধী তৎপরতার সাধু সন্নিবেশে ;
তোমার এমনতর সুসংহত সাহচর্য্য
পরস্পরকে নন্দনায় অভিদীপ্ত ক'রে তুলবে—
শৌর্য্য-সম্পদে অভিষিক্ত ক'রে,
তুমিই ঐ তা'র পোষণ-উপাদানের
উদ্ভোক্তা হ'তে ভুলো না,
নিজেকে বঞ্চিত ক'রো না,
তোমার সংস্পর্শে তা'রও ঐ প্রবৃত্তি প্রদীপ্ত হ'য়ে
আলোক-চক্ষুতে
যেন তোমার দিকেই দৃষ্টিপাত ক'রে থাকে—
সুদৃঢ়, সুকর্ম্মা অনুচর্য্যী তৎপরতা নিয়ে,
নয়তো তোমার দুর্ব্বার রন্ধ্র
রুদ্ধ না হ'য়ে মুক্ত হ'য়েই রইলো কিন্তু ;
মনে যেন থাকে—

স্বকেন্দ্রিক প্রণয়ই প্রলয়ে ত্রাণকর্ত্তা,
এবং অন্তঃকরণে ঐ প্রণয়-সন্দীপনাই
ঈশিত্বের প্রস্ফুরক,
কারণ, ঈশ্বর প্রণয়-স্বরূপ—
বোধিদীপ্ত। ৪৭১৯।
২০।১১।১৯৫২, বেলা ১১-৪৫

একানুগতিসম্পন্ন বিদ্রোহী চলন
ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে বরং ভাল,
কিন্তু আদর্শবিহীন, অরতিবিষণ্ণ,
স্রিয়ল, অন্তঃসারশূন্য
কুৎসা-অভিচারী
শ্লথ অবসাদ-চলন
ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে
ভয়াল ও সর্ব্বনাশা। ৪৭২০।
২০।১১।১৯৫২, রাত ৮-২০

তোমার শ্রেয়নিষ্ঠা,
বাক্-প্রদীপনা,
আচরণ, ব্যবহার,
কর্ম্মানুশ্রয়িতা, ভাবভঙ্গী
যতই শ্রেয়ানুগ সার্থকতায় সন্দীপ্ত হ'য়ে
মানুষের অন্তরকে
প্রীতি-উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ করত:
শ্রদ্ধাসম্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে,—
যা'র ফলে, অনুশ্রয়ী তৎপরতায়
তোমার ঐ আচরণগুলি অনুসরণ ক'রে

এবং তা'তে অভ্যস্ত হ'য়ে
প্রত্যেকে নিজেকে সার্থক ব'লে মনে করবে,
এমন-কি, ঐ সার্থকতার প্রলোভন
এড়িয়ে চলাই
তা'দের পক্ষে দুরূহ হ'য়ে উঠবে,
তা'রা তা'তে অন্তঃকরণে অস্বস্তি বোধ করবে,—
তোমার ঐ চরিত্র-সমন্বিত ব্যক্তিত্ব
স্বতঃই লোক-শিক্ষক হ'য়ে
আত্মপ্রকাশ ক'রে চলবে ততই ;
শ্রেয়দীক্ষায় তোমার যা'-কিছু সব চরিত্রকে
সার্থক ক'রে তোল,
শ্রেয়ার্থ পরিবেশে চারিয়ে
তা'দিগকে শ্রেয়প্রবুদ্ধ ক'রে তুলুক,
তোমার জীবনের কোহিনুর-মুকুট ঐই । ৪৭২১ ।
২১।১১।১৯৫২, সকাল ৯টা

যা' কিছুরই হো'ক না কেন—
আগে তথ্য সংগ্রহ কর,
পরে বাস্তবতার সংস্পর্শে এস,
ঐ বাস্তবতার সংস্পর্শে
সুসন্ধিৎসু পরিবীক্ষণা,
ঈক্ষণ, চিন্তন ও অনুভবের ভিতর-দিয়ে
তা'র তত্ত্বে উপনীত হও,
ঐ তত্ত্ব-বোধায়নী পরিক্রমা
ও বিন্যাসী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
বিশ্লিষ্ট যা'
তা'র সমঞ্জসা সংশ্লেষণী অনুক্রমণায়

সত্যে উপনীত হও,
আর সত্য মানেই অস্তির ভাব;
তাই, সত্য-নির্দ্ধারণ মানে
কোন্‌টা কেমন ক'রে হ'লো
তা' জানা, উপলব্ধি করা। ৪৭২২।

২১।১১।১৯৫২, সকাল ৯-১০

আণবিক সম্বেগ
ও তা'র আকর্ষণ-বিকর্ষণী তাৎপর্য্যকে
যে-কোন উপায়ে
একস্রোতা ক'রে
উপযুক্ত সংশ্রয়ে তা'র ব্যবহার করতে পারলে
শক্তি
উচ্ছল আবেগে অনুধাবিত হ'য়ে
অজচ্ছলভাবে
বহু বিভবকে উদ্ভিন্ন ক'রে তুলতে পারে;
তাই, তোমার জীবনে
যেখানে যেমন একস্রোতা হ'য়ে চলেছ,
তা' আকর্ষণ-অনুদীপনাতেই হো'ক,
বা বিকর্ষণ-পরিক্রমাতেই হো'ক
শক্তিও সক্রিয় তাৎপর্য্যে
তোমাতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
তেমনতর বিভবের সৃষ্টি ক'রে তুলেছে—
তোমার চাহিদা ও প্রয়োগ-অনুপাতিক। ৪৭২৩।

২১।১১।১৯৫২, রাত ১১-৩০

যা'র সংসর্গ,
যা'র আচরণ,
যা'র জীবন-সমালোচনা,
তথাকথিত শ্রেয়নিষ্ঠা—
তোমাকে অবসন্ন ক'রে তোলে,
আশাভঙ্গ ক'রে তোলে,
কর্ম্মপ্রদীপনাকে নিভিয়ে দেয়,
স্ব-সংশ্রয়ী নিষ্ঠাপ্রবুদ্ধ ক'রে তোলে না,
শ্রেয়ানুগ উদ্দীপনাতে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে না,
কুৎসিত যা'—
অথবা জীবনের বিবর্ত্তনী শুভ-সম্বেগ যা'—
যে-প্রবোধনা নিয়ে
তুমি জীবন-চলনায় আগ্রহ নিয়ে চলছ,
তা'র শ্রেয় বিন্যাস না ক'রে
তা'কে বিপথ-প্রণোদনায় প্রলুব্ধ ক'রে তোলে,—
বুঝে নিও—
তা'র প্রবৃত্তিগুলি দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত বা বিমর্দ্দিত,
তা'র সংসর্গ তোমাতে
ঐ ব্যাধি-সংক্রমণেই সাহায্য করবে,
আর, তোমাকে বাধ্য ক'রে তুলবে সংক্রামিত হ'তে,
তোমার এই জীয়ন্ত জীবন
একটা দুর্ম্মদ ম্রিয়ল অভিযানে
শ্লথ বিচ্ছিন্ন বিলোল পরিক্রমায়
হতাশ্বাস-বিমর্দ্দন-অভিভূতিতে
আত্মবিলয় করবে,
ঐ দারিদ্র্যব্যাধি
বিকট বিকৃতিতে

তোমার জীবন-বিবর্ত্তনাকে
নিভিয়ে দিতে চাইবে ;
তাই সাবধান তুমি,
শ্রেয়-সন্দীপনী সম্বেগে অটুট থেকে
শ্রেয়-চলনে অব্যাহত হ'য়ে চলতে থাক,
আর ঐ সংসর্গ হ'তে
যতদূর সম্ভব নিজেকে দূরে রাখ,
তোমার ব্যক্তিত্ব যদি সবল হ'য়ে থাকে
শ্রেয়নিষ্ঠ হ'য়ে থাকে,
তোমার সঙ্গ ও অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যদি পার
তা'র ঐ ব্যাধি নিরাকৃত ক'রে তুলতে চেষ্টা কর,
নয়তো এগিও না,

সাবধান। ৪৭২৪।
২২।১১।১৯৫২, সকাল ৮-৪০

মানুষের শ্রেয়নিষ্ঠ
তরতরে সুকেন্দ্রিক অনুরাগ-উদ্দীপনার ভিতর-দিয়ে
অনুসরণ ও অধিগমন-তৎপরতায়
তা'র জীবন-চরিত্রে
ঈশী-বিকিরণা
স্ফুরিত হ'য়ে উঠে
অভ্যাস-অভিদীপনার ভিতর-দিয়ে
আধিপত্যের অভ্যুদয়ে
তা'কে ঈশী-প্রভা-সমন্বিত ক'রে তোলে,
যা'র ফলে সব্যষ্টি পরিবেশও
যোগ্য ও বোধিপ্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;

ঈশ্বর শ্রেয়-সন্দীপ্ত শক্তি, সামর্থ্য
ও আধিপত্যেরই উৎস। ৪৭২৫।
২২।১১।১৯৫২, সকাল ৮-৪৫

পুরুষোত্তমের আবির্ভাব যখনই হ'য়ে থাকে,
তিনি নিজেই সর্ব্বসঙ্গত ঐক্যতানের
বিবর্ত্তনী সম্বুদ্ধ সঙ্গীত,
তিনি স্বতঃই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ,
তাঁ'র স্বভাব-বেষ্টনী যাঁ'রা
ও পরবর্ত্তী পাবক-পুরুষ যাঁ'রা,
তাঁ'রা ঐ ঐক্যের অঙ্গাঙ্গী অনুবাদ্যকর বা অনুবাদক—
তাঁ'রই ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ সঙ্গতি-সঙ্গীতের
আংশিক অবতারণা—
অনুরণনী উদ্‌গাতা—প্রতিষ্ঠাতা,
প্রবর্দ্ধনা ও পরিশুদ্ধির সন্দীপ্ত অভিদ্যোতনা;
দেবপ্রভ পূত ব্যক্তিত্ব তাঁ'দের সবারই নমস্য,
যাঁ'রা তা' নয়কো,
তাঁরা বিভ্রান্তির আলেয়াদীপ্তি ছাড়া
আর কিছুই নয়,
সত্ত্বতঃ, তত্ত্বতঃ, বস্তুতঃ বা ধর্ম্মতঃ
কোন সঙ্গতিই তা'দের ভিতর
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠেনি,
পুরুষোত্তমের পারম্পর্য্যাভিগমনের
সার্থক সন্দীপনা
তা'দের ঐ তমসা-বিলোল অন্তঃকরণকে

স্পর্শও করে না,
কারণ, তা'রা তা' চায়ও না। ৪৭২৬।
২২।১১।১৯৫২, সকাল ৯-১৫

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়ে
উদ্‌গ্রীব আনতি সত্ত্বেও
যদি কা'রও বিদ্বেষবিহীন
এতটুকু শ্লথ অভিমান বা বেকুবী থাকে,
যা'র ফলে সুখ-নন্দনাতে
ব্যবচ্ছেদ না ঘটিয়ে
তা'কে আমান উপভোগ করা যায়,
তা'ও বরং ভাল,
কিন্তু সন্দেহ-সঙ্কুল
এমনতর ঝাঁঝাল চতুর বুদ্ধি ভাল নয়কো,
যে-চতুরতা শুভ-নন্দনাকে ব্যবচ্ছেদ ক'রে
দুঃখেরই আরতি এনে দিয়ে থাকে ;
যা'ই হও না কেন,
ঈশ্বরে প্রীতি-অনুদীপনা নিয়ে
আচরণ-অনুশাসিত হ'য়ে চলতে থাক,
ঐ আচরণই অভিজ্ঞান-সন্দীপ্ত ক'রে তুলবে তোমাকে,
এ যা'তে করে,—
সে-বেকুবীই শুভ-চাতুর্য্যপূর্ণ। ৪৭২৭।
২২।১১।১৯৫২, সকাল ৯-৪০

সু-সংশ্রয়ী হও,
আর সু-সাশ্রয়ী হও,
অমনোযোগী অপব্যয়ী হ'তে যেও না—

কি গৃহস্থালী ব্যাপারে
বা অন্যের পরিচর্য্যায় ;
পার তো, কয়লার ছাই ফেলে
জ্বালানির উপযুক্ত কয়লাকে রক্ষা কর,—
এমনি ক'রেই সব যা'-কিছু ;
যেটুকু যা' করবে—
তা' নিপুণ নিষ্পন্নতা নিয়ে,
খণ্ড-বিনায়নী কর্ম্ম
বোধিকেও বিচ্ছিন্ন ও বিখণ্ডিত ক'রে তোলে,
ফলে, কর্ম্মানুদীপনাও অমনতরই হ'য়ে ওঠে ;
ঈশ্বর-অনুপ্রাণতা
যতই বৈরাগ্য আনুক না কেন,
তিনি সব যা'-কিছুতেই পূর্ণ—
নিষ্পাদনী নির্ম্মাতা,
তাই, তুমিও যা'র দায়িত্ব নিয়ে নিষ্পাদনী করবে—
তা' নৈপুণ্যের সহিত—সর্ব্বতোভাবে,
নিখুঁত ক'রে,
এই অভ্যস্ত নিখুঁত প্রবৃত্তি ও প্রবোধনা
তোমার নিখুঁত বিবর্ত্তনের সাথীয়া কিন্তু ;
ভুলো না,
অবজ্ঞা ক'রো না,
ধর, কর, চল, হও, পাও,—
সার্থকতা তোমাকে ঈশ্বরে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলুক। ৪৭২৮।
২২।১১।১৯৫২, সকাল ১০-৪৫

যে যে-অবস্থাতেই থাকুক না কেন,
তা'র হোতাই হ'চ্ছে ঐশী জীবন-সন্দীপনা,

আর পূজারী হ'চ্ছে
প্রবৃত্তি-পরিভৃত অহং—
তা' ভালতেই হো'ক বা মন্দতেই হো'ক ;
এই অহং যখন বিকেন্দ্রিকতায় বিচ্ছিন্ন হ'য়ে চলে,—
তখন তা' মানুষকে
জাহান্নম-যাত্রীই ক'রে তোলে,
আবার, তা' যখন
তা'র বৃত্তি-পরিবেষ্টনী নিয়ে
প্রণয়-প্রদীপ্ত ঈশিত্বের
পূজারী হ'য়ে ওঠে,
উন্মুখতায় আবাহন করে তাঁ'কে—
আধিপত্যের অভিভাষণে,
তা'রও অধিগতি হ'য়ে ওঠে তাঁ'তেই—
তপস্যার তপদীপালির
বিনায়নী সুষ্ঠু অভ্যাস-অভিদীপনা নিয়ে,
তা'র প্রাণের আয়ামই হয়
ঈশী-উদ্বেলনী অনুরমণে,
অন্তঃকরণের গায়ত্রীই হয় তা'র—
'ঈশ্বর! জয় হো'ক তোমারই,
জয় হো'ক'। ৪৭২৯।
২২।১১।১৯৫২, বেলা ১১-২০

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়পুরুষ যিনি,
প্রীতি-উৎস কল্যাণ-প্রতীক যিনি,
তাঁ'র পরিচর্য্যা, পরিরক্ষণা,
পরিপোষণা বা অনুচর্য্যী পরিপূরণায়
ক্লেশ-কর্ম্মের পরিবর্ত্তে

তাঁ'র আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য ছাড়া
চাহিদায় মূল্যস্বরূপ কিছু গ্রহণ করা,—
তোমার পক্ষে অকল্যাণকর,
লাবণ্য ও শ্রীর পরিপন্থী,
তা' কিছুতেই গ্রহণ ক'রো না,
কারণ, তাঁ'র জন্য কিছু ক'রে
তদ্বিনিময়ে তোমার প্রাপ্য যদি
দাবী-স্বরূপ আদায় ক'রে নাও,
তবে সেই নেওয়া
তাঁ'তে সশ্রদ্ধ পরিবেশকে
তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হ'তে দেবে না,
তাই, তা'দের প্রীতি-অবদানেও বঞ্চিত হবে তুমি,
আর, মহৎ-সেবা-জনিত আত্মপ্রসাদের
উদ্গময়ক বিভাকেও
উপভোগ ক'রতে পারবে না ;
তোমার জীবনের জন্য যা'-কিছু করণীয়—
তা'কে ত্যাগ ক'রেও
ঐ অনুচর্য্যায় নিরত থেকো,
চেয়ো না কিছু,
অপেক্ষা কর,
তোমার পাওনা শুভশ্রী-মণ্ডিত হ'য়ে
তোমাকে অচিরেই অজচ্ছল সেবা করবে—
তা'তে সন্দেহ নাই ;
কিন্তু ক'রে যদি চাও,
তোমার অন্তরের ঈশী-সন্দীপনা
তোমার বিবর্দ্ধনার দিকে
মুখ ফিরিয়ে রইবে ;

তাই, ক'রেই কৃতার্থ হও,
তোমার যা'-কিছু কৃতকর্ম্ম
শুভ বিন্যাসে ঈশ্বরেই সার্থকতা লাভ করুক। ৪৭৩০।
২২।১১।১৯৫২, বেলা ১২-১৫

শ্রদ্ধা-উচ্ছল অচ্যুত সক্রিয় ইষ্টানুরাগের ভিতর-দিয়ে
মানুষ ইষ্টীতপা হ'য়ে ওঠে,
তা' তা'র সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকেই
ইষ্টানুচর্য্যা নিরত ক'রে তোলে—
স্বাভাবিক সম্বেগ নিয়ে,
সব-কিছুকে তাঁ'তে অর্থান্বিত ক'রে তোলবার আকূতি
তা'র সব কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
মাথাতোলা দিয়ে ওঠে—
শ্রমকুশল ত্বরিত নিষ্পন্নতার
সৌষ্ঠব-সমন্বিত উৎসৃজনী অনুচর্য্যা নিয়ে,
আর, যতই এই আকূতি
উৎকণ্ঠ সম্বেগে
অর্থান্বিত নিষ্পন্নতার প্রতিষ্ঠার ভিতর-দিয়ে
জাগ্রত অভিদীপনায় চলতে থাকে—
সুসন্ধিৎসু বোধায়নী অনুক্রিয় তপদীপনায়,—
প্রতিভাও বিভা বিকিরণ ক'রে
জাজ্বল্যমান হ'য়ে ওঠে ততই ;
তুমি যা'ই হও,
আর যেই হও,
তোমার শ্রেয়কেন্দ্রিক উচ্ছল অনুদীপনা
অর্থান্বিত তাৎপর্য্যে
সুনিষ্পন্ন কর্ম্ম সাফল্যে উদ্দীপ্ত হ'য়ে

যতই তাঁ'তে সার্থকতা লাভ করবে,—
বোধ ও কর্ম্মের সৌষ্ঠব-সুকর্ম্মা প্রদীপ হস্তে
প্রতিভাও তোমাকে 'স্বাগতম্' ব'লে
অভ্যর্থনা করবে তেমনি,
যেখানে যেমন আধিপত্য,
প্রতিভাও সেখানে তেমনি বিভান্বিত ;
সক্রিয় রাগদীপনার শুভ্র সিংহাসনেই
ঈশ্বরের দীপ্ত অধিষ্ঠান,
তিনিই প্রাণন-সম্বেগ,
তিনিই সত্য,
তিনিই শিব,
তিনিই সুন্দর। ৪৭৩১।
২২।১১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৩৫

যিনি প্রিয় তোমার,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যিনি,
যিনি তোমার কল্যাণস্বার্থী,
তোমার উদ্বর্দ্ধনে যিনি
সম্বর্দ্ধনার আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেন,
শুভ-সমীক্ষায় তোমার প্রতি তিনি
যেমন ব্যবহারই করুন,
আপাতদৃষ্টিতে তা' যদি তোমার
স্বার্থবিরোধীও মনে হয়,
তা'কে কখনও অভিমানদীর্ণ সন্দেহের চক্ষে
অন্তর-বেদনার সংঘাত ব'লে মনে ক'রো না ;
কারণ, তোমার হ্রস্বদৃষ্টিতে

যা'কে স্বার্থ ব'লে মনে করছ,
শুভদ ব'লে মনে করছ,
তাঁ'র দীর্ঘ দৃষ্টিতে তিনি হয়তো তা'কে
তোমার স্বার্থবিরোধী বা অশুভকর ব'লেই
বিবেচনা করছেন বা দেখছেন,
যা'কে স্বার্থ-বিবেচনায়
প্রত্যাশা-পরবশ হ'য়ে
লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে অনুসরণ করছ,
তাঁ'র নিয়মন হয়তো তোমাকে
ব্যর্থই ক'রে তুলতে পারে সেখানে,
তিনি বোঝেন—
এ ব্যর্থতা তোমার
উত্তরকালে
উপচয়ী সার্থকতা-সমন্বিত হ'য়ে উঠতে পারে,
তাই, অমনতর অবস্থায়
ঐ ব্যর্থতাই তাঁ'রই মঙ্গলপ্রসূ অবদান ;
ধ'রে থাক,
অনুসরণ কর,
ক'রে, চ'লে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
প্রাপ্তি স্মিত আলিঙ্গনে
তোমাকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলবেই ;
ব্যথিত হ'য়ো না,
বিরক্ত হ'য়ো না,
নন্দনাকে ব্যাহত ক'রে তুলো না,
ওঠ, ধর, চল,
ঐ শ্রেয়-অর্থী যা'
সুনিষ্ঠ সুসঙ্গত সৌষ্ঠবের সহিত

তা'কে সর্ব্বতঃসুন্দরে ত্বরিত নিষ্পন্ন কর,
ব্যর্থ, ব্যাহত প্রত্যাশা তোমার
আশার আলোকে
বিভব-বিভূতিতে
বিভুষিত ক'রে তুলবে তোমাকে ;
ঈশ্বর চির-বরেণ্য,
চির-সুন্দর । ৪৭৩২ ।
২২।১১।১৯৫২, রাত ৭টা

কুষ্ঠরোগীদের যেমন একটা প্রবৃত্তিই হয়—
সুস্থদের সংশ্রবে থাকা
ও মেলামেশা করা,
যা'র ফলে, সুস্থরা সংক্রামিত হ'য়ে ওঠে সত্বরই,
তেমনি প্রতিলোম-সংশ্রয়ী যা'রা
বা তৎ-সংশ্রব-সঞ্জাত যা'রা
তা'দের একটা স্বতঃ-প্রণোদনাই হ'য়ে ওঠে
স্বস্থ বৈশিষ্ট্যশীল যা'রা
তা'দের বৈশিষ্ট্যকে ভেঙ্গে
আপ্তীকৃত করা ;
কিন্তু যা'দের ভিতর এমনতর
বিরুদ্ধ অন্তঃক্ষেপের সৃষ্টি হয়নি,
নিজেদেরই বৈশিষ্ট্য-মতন
তা'দের স্বতঃ-প্রবণতাই থাকে—
স্বস্থ বৈশিষ্ট্যশীল যা'রা
তা'দের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করা,
ঐ অমনতর অভিশপ্ত যা'রা
তা'রা কুক্রিয়, কুৎসিত

হীনম্মন্য রোষ-কষায়িত অভিসম্পাতে
দুর্দ্দমনীয় ব্যভিচার-প্রণোদনায়
সৌম্য, স্বস্থ ও সুশ্রীদিগকে
ঐ কুৎসিতেই পর্য্যবসিত ক'রতে চায়,
এটা পাতিত্যেরই প্রাকৃতিক আক্রোশ। ৪৭৩৩।
২২।১১।১৯৫২, রাত ৯-২০

যে-বিচারক দণ্ডন-প্রবৃত্তি-সম্পন্ন,
অভিযুক্ত অপরাধী—এমনতর ধারণাবিষ্ট হ'য়ে
যিনি তা'র প্রতি
অনুকম্পী অনুবেদনী অনুচর্য্যাহারা,
যিনি বিষয় বা ব্যাপারের
বিবরণের ভেতর থেকে
অপরাধ বা অন্যায়ের সঙ্গতি
খুঁজে বের ক'রতেই অভ্যস্ত,—
সূক্ষ্ম ব্যতিক্রমগুলিকে অবহেলা ক'রে
বিষয় বা ব্যাপারের বিচ্ছিন্ন নিয়ন্ত্রণে
নিজের ধারণার সঙ্গতিকেই
ন্যায্য ব'লে গ্রহণ ক'রে থাকেন,
বিরুদ্ধ যা', সেগুলিকে উপেক্ষা ক'রে
যাঁ'র বিচার ও ব্যবস্থা
অভিযুক্তকে অপরাধমুক্ত করবার
প্রবৃত্তি-অনুপাতিক সুযুক্ত সঙ্গতি—অতিক্রমে আনতিপ্রবণ,
অভিযুক্তকে দণ্ডিত করবার
প্রলোভন-প্রলুব্ধ যিনি,—
স্বপক্ষ ও বিপক্ষের সুচারু সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে

যিনি প্রকৃত ব্যাপারকে
অনুধাবনায় অধিগত ক'রতে পারেন না,
কে কোন্ অবস্থায় স্বভাবতঃ কী ক'রে থাকে,
সে-বিষয়ে যাঁ'র অভিজ্ঞতা অজ্ঞ,
দোষমুক্তি বা দণ্ডের শুভাশুভ প্রভাব
অভিযুক্তের জীবন ও ব্যক্তিত্বকে
কী নিয়মনে, কোথায়,
কী অবস্থায় স্থাপিত ক'রতে পারে,
তা'র ধারণা যাঁ'র নাই,
দেশ-কাল-পাত্রগত অবস্থার
বোধ ও বিবেচনা যাঁ'র নাই,
দণ্ডের মাত্রা কোথায় কেমনতর হ'লে
দণ্ডিতের শুভ বা অশুভ হবার সম্ভাবনা
তা'র জীবন-অভিযানেরই বা
কেমনতর ব্যতিক্রম হ'তে পারে বা না-পারে,
সে দূরদৃষ্টি যাঁ'র নাই,—
এমনতর বিচারক বিচারাসনের অনুপযুক্ত,
লোকজীবনে তিনি বিক্ষোভই সৃষ্টি করে থাকেন,
তাঁ'র অপরাধ,—
অভিযুক্ত যদি অপরাধীও হয়,
তা'র চাইতেও কঠোর ;
কারণ, তিনি ব্যক্তি জীবনকে
জীয়ন্তেই ম্রিয়ল ক'রে রাখেন,
আর ঐ ম্রিয়ল অনুবেদনা
লোকজীবনে সংক্রামিত হ'য়ে
তা'দিগকেও দুস্তর নিগ্রহের
দুর্দ্দমনীয় আবর্ত্তনায় নিক্ষেপ ক'রে থাকে ;

ভাই, তোমার শাসন-সংস্থার বিচারক-নির্ব্বাচন
সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিষ্পন্ন কর,
নয়তো তোমার বিচারালয়
লোকরঞ্জক না হ'য়ে
লোকদূষকই হ'য়ে উঠবে। ৪৭৩৪।
২৩।১১।১৯৫২, সকাল ৮-৪০

যেখানেই দীক্ষিত হও না কেন,
তোমার গুরু যদি ইষ্টনিষ্ঠ হন,
অর্থাৎ যুগ-পুরুষোত্তমে
নিষ্ঠা-সমন্বিত অনুরতি তাঁ'র থাকে,
শ্রেয়বিদ্বেষ-বিহীন
সদাচারী বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
তৎপর প্রদীপনায় যুক্ত থাকেন তাঁ'তে,
অমনতর শ্রেয়পুরুষে একাত্মতা-সম্পন্ন
তদর্থী, প্রীতি-প্রদীপ্ত, ইষ্টীতপা
সহজ সম্বেগশালী
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
যে-কোন মহত্তের কাছেই যাও না কেন,
তাঁ'র বাক্য, ব্যবহার, প্রীতিদীপনা-তাৎপর্য্যে—
এক-কথায়, চারিত্রিক বিভার ভিতর-দিয়ে
সন্ধিৎসু চক্ষে
তাঁ'র বিশেষত্বের অনুরণনকে দেখতে চেষ্টা কর—
তাঁ'কে ঐ তোমারই আচার্য্য বা গুরুর
বিশেষ প্রতীক বিবেচনায়,
তাঁ'র অনুচর্য্যাও কর তেমনি,
তোমার দীক্ষার অনুশীলন কর

তাঁ'র শিক্ষার অনুপ্রেরণা নিয়ে,
তাঁ'র বৈশিষ্ট্যমাফিক তুমিও
তোমার আচার্য্যের মতনই তাঁ'কে পাবে,
ধন্যও হবে তা'তে,
তা'তে তোমার আচার্য্যে অনুরতি
ক্রমবর্দ্ধমান হ'য়ে উঠতে থাকবে,
উপভোগ ও উপলব্ধিও
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে থাকবে তেমনি ;
তবে কা'রও উপলব্ধি-সঙ্গত আচরণ না দেখে
শুধুমাত্র বাচক বিদ্যায় বিহ্বল হ'য়ে
যদি অমনতর কর,—
ঠকবে ;
তোমার আচার্য্য যদি জীয়ন্ত না থাকেন,
আর ঐ অমনতর প্রকৃত-মহৎ-সংশ্রয় যদি পাও,
তাঁ'কেও তুমি অকুণ্ঠভাবে অনুসরণ ক'রো,
অন্তরের শ্রান্ত জীর্ণতা স্বস্তিমান হ'য়ে উঠবে,
অবশ্য সব দিকটাই সার্থক হ'য়ে ওঠে—
সেই পরম-শ্রেয় বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
পুরুষোত্তমে,
আর, সেই পুরুষোত্তমই হ'চ্ছেন
ঈশিত্বের জীয়ন্ত বেদী ;
তাই, যাঁ'রা নিজের শিষ্য-সন্ততিকে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়-সংশ্রয় হ'তে
বিরত ক'রে রাখেন,
তাঁ'রা কিন্তু গুরুত্বের আসন
স্পর্শ করবারই উপযুক্ত নয়। ৪৭৩৫।
২৩।১১।১৯৫২, রাত ৮-১০

অসাধারণ বিভবের ভিতরেও
বা অসাধারণ বিভব-শূন্যতার ভিতরেও
যিনি অসাধারণ সহজ-সুন্দর ও সাধারণ,
সুনিষ্ঠ, প্রীতিদীপ্ত,
শ্রী, চলন, চরিত্রে
বোধবীজ-সমন্বিত স্বতঃ-তপা হ'য়েও
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ,—
তিনিই অসাধারণ পুরুষ,
তিনিই লোকনমস্য। ৪৭৩৬।
২৩।১১।১৯৫২, রাত ৮-২৭

মানুষের দুঃখে, কষ্টে, আপদে, বিপদে,
দৈন্যে, দুরবস্থায়
'সবারই এমনতর হয়,
তোমারও হ'য়েছে,
তা' ব'লে দুঃখ করবার আর কী আছে?'—
এমনতর কথায় সান্ত্বনা দেওয়া
ক্লীবত্বেরই লক্ষণ;
কা'রও দুঃখদ এমনতর কিছু হ'য়েই যদি থাকে,
তা' আর হ'তে দেবে না—
এমনতর প্রস্তুতি, প্রতিজ্ঞা, প্রবর্ত্তনা
ও তন্নিয়মনী কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
তা'কে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
পুরুষোচিত প্রপূরণী সান্ত্বনা
বা উপযুক্ত পৌরুষ-প্রবোধনা;
তুমি যদি বীর্য্যবান হও,
বীর্য্যবত্তার আভিজাত্য যদি থাকে,

আর ঐ আভিজাত্যে গুরু-গৌরবী হ'য়ে থাক তুমি,
মানুষের বেদনায়
সান্ত্বনা বা প্রবোধ দেবার
মনুষ্যত্বব্যঞ্জক হৃদয় নিয়ে
ঐ পৌরুষ-সন্দীপ্ত সান্ত্বনা ও প্রবোধে
মানুষকে দীপ্ত ক'রে তোল,
তৃপ্ত ক'রে তোল ;
তা'দের অন্তরের অজস্র স্বস্তিবাদ
তোমাকে শ্রদ্ধার আসনে অধিরূঢ় ক'রে
প্রীতিমাল্যে বিভূষিত ক'রে তুলুক ;
ঈশ্বর স্মিত-দীপনায়
অব্যক্ত বাক্যে ব'লে উঠুন—
'তোমার জয় হো'ক'। ৪৭৩৭।
২৪।১১।১৯৫২, সকাল ৭-৩০

জীবন যখন থেকে
সত্তা-অনুচর্য্যিতাকে অবহেলা ক'রে
প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধির বিলোল লালসায়
আত্মশোষণী দুর্ব্বার প্রবৃত্তি-উপভোগ-আকাঙ্ক্ষায়
আবিষ্ট হ'য়ে
বৈধানিক জীবনীয় সুকেন্দ্রিকতাকে
অবদলিত ক'রে চলতে থাকলো—
বৃত্তিস্বার্থী অহমিকার উৎসর্জ্জনী আবেগে,
সপরিবেশ নিজেকে শোষণ ক'রতে ক'রতে,—
আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে
সংঘাতও সৃষ্টি হ'তে লাগল তখন থেকেই,
সে-সংঘাতে

সত্তা যতই দুর্ব্বল হ'য়ে উঠতে লাগল,—
ঐ ঐ জীবনও ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে উঠলো তেমনি,
সমগ্র জীবন ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠতে লাগল ততই,
বেদনা সত্তার ধৃতিকে বিকম্পিত ক'রে
উতরোল সম্বেগে
অস্থির হ'য়ে উঠলো,
দীর্ঘনিঃশ্বাস হতাশ জৃম্ভণে ব'লে উঠলো—
'মরলেই বাঁচি',
ম'রে বাঁচবার পরিকল্পনা অমনি ক'রে
জীবনে সজাগ সুপ্ত শয়নে
অন্তঃস্যূত হ'য়ে রইল—
বিষাদ-সিঞ্চিত ক্রমবর্দ্ধমান হাহাকার নিয়ে,
প্রত্যাশা-আহত ধৃষ্টতা
মরণকে স্বীকার ক'রে নিল,
এই স্বীকার ক'রে নেওয়াই হ'চ্ছে
মরণ-অভিনিবেশ ;
তুমি ইষ্টার্থপ্রাণতায় ভরপুর হ'য়ে থাক,
ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টে
এমনতর ভাবঘন হ'য়ে ওঠ,
যা'তে অভাবের বোধই অন্তরে না জাগে,
তোমার সমস্ত প্রবৃত্তি উদাত্ত অহং নিয়ে
ইষ্টতপা হ'য়ে উঠুক,
ইষ্টস্বার্থ তোমার জীবনের অর্থ হ'য়ে উঠুক,
কোন প্রবৃত্তি, কোন প্রত্যাশা
যত প্রবলই হো'ক না কেন—
ঐ ইষ্ট বা শ্রেয়ধৃতিকে অটল রাখতে ভুলো না,
তা' যেন একটুও বিকম্পিত না হয়,

ইষ্টানুগ কর্ম্মের সৌষ্ঠব-নিষ্পন্নতায়
সময়, সুযোগ ও সুবিধার
কুশলকৌশলী বোধায়নী নিয়ন্ত্রণে
ঐ ইষ্টার্থকেই আপূরিত ক'রে চলতে থাক,
মরণ-কল্লোল যা'তে তোমাকে
যথাসম্ভব স্পর্শও ক'রতে না পারে,—
তেমনতরই ধৃতিকুশল তৎপরতা নিয়ে তাঁ'কে ধর,
তাঁ'র সার্থকতায় যা'-কিছু কর,
আর তেমনি হ'য়ে ওঠ,
আর, তোমার প্রাপ্তিতে
তিনিই জাগ্রত হ'য়ে উঠুন—
তোমার জীবনের প্রতিপদক্ষেপেই
তাঁ'রই জৌলস বিকীরণ ক'রে—
তোমার অন্তরের তদ্ভাবঘন অনুদীপনায় ;
এমনতর নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
তুমি ঐ মরণ-অভিনিবেশকে
তাড়িয়ে দিতে সচেষ্ট থাক—
তা' তাড়াবার মননে নয়কো,
বিতাড়িত হয়—
এমনতর আত্মিক আবেগ-সম্ভূত কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে,
তোমার প্রাপ্য আয়ু এতটুকু হ'লেও
তা' বেড়ে উঠুক,
তোমার সন্তান-সন্ততির ভিতর-দিয়ে
তা' আরো বেড়ে উঠুক—
ঐ আয়ুদ বৈধী আচরণ ও অনুপ্রাণতার ভিতর-দিয়ে,
জীবন অমৃতস্পর্শী হো'ক,
যেমন ক'রেই হো'ক

তোমার সত্তার স্মৃতিবাহী চেতনাকে
যা'তে সজাগ ক'রে তুলতে পার,
তা'ই ক'রে চল ;

আর চেঁচিয়ে বল—
'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আযে ধামানি দিব্যানি তস্থূঃ,
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ,
তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'। ৪৭৩৮।

২৪।১১।১৯৫২, বেলা ১১-৪৫

তুমি লোককল্যাণব্রতী হও,
আর, তা'ই তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক—
কিন্তু তা' বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-ইষ্ট-অনুগ পন্থায়,
ঐ কল্যাণব্রতই তোমাকে
আত্মিক-অভিযানে শ্রেয়ধর্ম্মী ক'রে তুলবে—
সত্তাকে সাবলীল স্বাবলম্বী ক'রে,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়ানুধ্যায়ী কীলক-কেন্দ্রে
সংহত ক'রে সবাইকে,
তা'দিগকে আত্মিক অনুবন্ধে উদ্বাহী ক'রে—
পারস্পরিক অর্থান্বিত স্বার্থ-সম্বর্দ্ধনায় ;
কল্যাণকর পরাক্রমী আত্মিক-সম্বেগ
মানুষের দুর্গতিকে দলিত ক'রে
যোগ্যতার অভিদীপনায়
প্রত্যেককে স্বাবলম্বী সমুন্নত ক'রে তুলে থাকে ;

যদিও অসৎ-অভিসন্ধির যেখানে প্রভুত্ব,
লোকজীবনের আত্মিক-সম্বেগ
বিধ্বস্তি-বিহ্বল হ'য়ে
ত্রিয়ল চলনে চলৎশীল সেখানে সাধারণতঃ,
সেখানে ঐ পাবক-প্রাণ কল্যাণব্রতী যাঁরা,
তাঁ'রা দুর্গতির কবলে বিধ্বস্তি লাভ ক'রে থাকেন ;
তাই, বিপাক-বিধ্বংসী পরাক্রমী-বেষ্টনী-পরিবেষ্টিত হ'য়ে
কুশলকৌশলী তৎপরতায়
ঐ ব্রতপরায়ণ যত হ'তে পার
ও করতেও পার অন্যকে, ততই ভাল,
বিপাকের দস্তুর আঘাত হ'তে
অনেকটাই রেহাই পাবে তা'তে,
তখন ঐ সক্রিয় প্রীতি-নিবুদ্ধ কল্যাণ-আলিঙ্গন
মানুষের আত্মিক-সম্বেগকে জীয়ন্ত ক'রে তুলে
ঐ দুর্গতির ভিতর অদম্য প্রাচীর
সৃষ্টি ক'রে তুলতে থাকবে স্বতঃই ;
ক্ষোভ, ভয়বিহ্বলতা ও ক্লেশপীড়ন উপেক্ষা ক'রে
ঐ ব্রত-উদ্‌যাপন যে ক'রতে পারে,
অন্তরের অন্তরীক্ষ হ'তে
জয়গান তা'কে উল্লসিত ক'রেই রাখে—
তৃপ্তিদ স্তাবক অনুশীলনায় ;
ঈশ্বর কল্যাণময়। ৪৭৩৯।
২৪।১১।১৯৫২, রাত ১০-২৫

বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-শ্রেয়-নিষ্ঠ হও,
তাঁ'কেই রক্ষা ক'রে চল সর্ব্বতোভাবে,
যা'-কিছু সবের ভিতরই

ঐই তোমার প্রেয় হ'য়ে উঠুক,
ঐ শ্রেয়ানুগ পন্থাই
তোমার জীবন-চলনার পথ হ'য়ে উঠুক,
আর, ঐ রক্ষণশীলতার উপর দাঁড়িয়েই
যেখানে যেমন উদাত্ত বা উদার হওয়া সম্ভব
তা' হও,
সমস্ত জটিল যা',
সমস্ত কুটিল যা',
তা' অনুধাবন ও উপলব্ধি ক'রে
সুনিয়ন্ত্রণ ও সামঞ্জস্যে এনে
শ্রেয়-অর্থী ক'রে তোল,
জীবনের প্রাণন-সম্বেগ ও সম্বর্দ্ধনাকে
ঐ পথেই উদ্গতিশীল ক'রে রাখ—
যুক্তিপ্রসন্ন সলীল তৎপরতায়,—
ভাবাবেগ ও ভাবানুকম্পিতার স্পন্দনে
স্পন্দিত ক'রে যা'-কিছুকে—
প্রীতি-আলিঙ্গন-নিবদ্ধতায় ;
ঐ তোমার অন্তর-উচ্ছলিত বাক্-দীপনার অনুকম্পনে
আকম্পিত ও অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠুক সবাই,
তোমার জীবনের ঐ সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্য
পরম তৎপরতায়
তৃপ্ত ক'রে তুলবে তোমাকে—
কৃষ্টির অনুচর্য্যায়,—
ধর্ম্মকে ধৃতিপ্রবণ ক'রে,
সত্তাকে প্রাণন-সম্বেগী ক'রে
বিবর্ত্তনে প্রবর্দ্ধিত ক'রে ;
অন্তরের ঈশী-উন্মাদনা

আত্মপ্রসাদের উচ্ছল আবেগে
ফুটন্ত ক'রে তুলবে তোমাকে। ৪৭৪০ ।
২৪।১১।১৯৫২, রাত ১১টা

যিনি লোকসেবী, লোক-আশ্রয়—
ইষ্টার্থাভিদীপনায় দাঁড়িয়ে,—
তিনিই শ্রীমান। ৪৭৪১ ।
২৫।১১।১৯৫২, রাত ৮-৪৫

সত্তা, সত্ত্ব ও মর্য্যাদা যেখানে বিপন্ন,
তা' হ'তে যেমন ক'রে উদ্ধার পাওয়া যায়,—
তা'ই-ই ন্যায়,
তা'ই-ই ধর্ম্ম,
আর, তা' যতই অন্যের ক্ষতির কারণ না হয়,—
ততই প্রশংসনীয় বেশী। ৪৭৪২ ।
২৫।১১।১৯৫২, রাত ১১-১৫

যে ক্ষতি বা ক্ষয়
খেসারতে আপূরিত না হয়,
তা' অন্যায় তো বটেই—
আরো অপরাধের বা পাপের ;
আবার, যে ক্ষতি বা ক্ষয়
প্রীতি-অবদানের অর্ঘ্যস্বরূপ—
আত্মপ্রসাদী,
তা' সম্বর্দ্ধনারই জয়গান করে। ৪৭৪৩ ।
২৫।১১।১৯৫২, রাত ১১-১৬

হীনম্মন্যতা কুৎসিত চরিত্রের লক্ষণ,
কিন্তু যে-হীনম্মন্যতা
ঔদ্ধত্য ও আত্মম্ভরিতাপূর্ণ,
তা' নীচ ও জঘন্য। ৪৭৪৪।
২৫।১১।১৯৫২, রাত ১১-১৮

যে সত্তা, সত্ত্ব ও মর্য্যাদা
অসৎ-প্রতিষ্ঠায় সুপ্রতিষ্ঠ,
অস্তিত্বের আতঙ্কস্বরূপ,—
তা'কে নিরোধ না করাই পাপের। ৪৭৪৫।
২৫।১১।১৯৫২, রাত ১১-২২

বিরুদ্ধ উভয়পক্ষ
বিরোধের শুভ-মীমাংসায়
তোমাকে মধ্যস্থ মনোনয়নে
যদি তোমার কাছে আসে,
আর, তুমি যদি তা'দের ফিরিয়ে দাও,
তোমার মধ্যস্থতার মাধ্যমে
সৎ বা শুভ মীমাংসা না কর,—
সপরিবেশ অন্যায়ের অপরাধে
নৈতিক হিসাবে তুমিও অপরাধী হ'লে কিন্তু,
তোমার আচরণ, বুদ্ধি, ব্যবহার
ও কুশল তৎপরতা নিয়ে
যদি তা'কে শুভ মীমাংসায়
শুভদ ক'রে না তোল,
সে-ক্ষতি বা সে-আপদ
তোমাকে স্পর্শ করবে না ব'লে

নিশ্চিন্ত হ'য়ে থেকো না ;
আবার, তোমার সমঞ্জসা সিদ্ধান্ত
যদি তা'রা মেনে নেয়, তো ভাল,
আর, যদি তা' নাও নেয়,—
তাহ'লেও করণীয় না-করার
গ্লানি ও অপরাধ থেকে
মুক্ত থাকবে তুমি,
আত্মপ্রসাদ-লাভে বঞ্চিত হবে না ;
তাই, কুশলকৌশলী সৌষ্ঠব-অনুচর্য্যায়
বিহিত যা' তা' ক'রো—
ঔচিত্যের সম্পাদন ক'রে,
ঔচিত্য বা উচিত কথার মানেই হ'চ্ছে মিলন—
মিলিয়ে দেওয়া,
এই মিলনে যে বা যা'রা ব্যাঘাত সৃষ্টি করে,—
পাপ-পরিবেষণী অপরাধী কিন্তু তা'রাই,
বুঝে শুভদ যা' তা'ই ক'রো ;
শান্তি-সংস্থাপকরাই ধন্য। ৪৭৪৬।
২৬।১১।১৯৫২, সকাল ৮টা

পিতামাতা
বা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়-অভিভাবক
তাঁ'দের সন্তান-সন্ততির শুভ-বর্দ্ধনা বা শুভ-কামনায়
তাঁ'দের সত্তারক্ষণী, সত্তাপোষণী
ও চরিত্র-বিন্যাসের উপযোগী বিবেচনা ক'রে
যে-শাসন বা নিয়মন বিধান করেন—
জীবন ও বর্দ্ধনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি না ক'রে,—
তাই-ই প্রাকৃতিক ;

তা'তে যদি শাসন-সংস্থা হস্তক্ষেপ করে,
তা'তে ব্যক্তি ও পারিবারিক স্বাতন্ত্র্য ও সংহতির উপর
অন্যায্য হস্তক্ষেপ করাই হ'য়ে থাকে,
তাই, তা' শাসন-সংস্থার অধিকার-বহির্ভূত ;
এই-ই সনাতন প্রাকৃতিক বিধি,—
এর ব্যত্যয়
পারিবারিক বিন্যাসকে ভঙ্গ ক'রে
অব্যবস্থতারই সৃষ্টি ক'রে থাকে—
সশ্রদ্ধ সংহতিতে সংঘাত এনে,
তাই, তা' গর্হিত । ৪৭৪৭ ।
২৬।১১।১৯৫২, সকাল ৮-৪৫

কে কী বলে,
মনোযোগ-সহকারে তা' যথাযথভাবে শোন,
অনুভব কর তা'—
কোনপ্রকার প্রাক্-ধারণাভিভূতি-মুক্ত হ'য়ে—
যদি কিছু থাকে ;
আর, ঐ বলার ভঙ্গী দেখে
আন্তরিক ভাবানুকম্পিতাকে অনুভব কর,
কথার ভঙ্গী আর মুখশ্রীর ভঙ্গী
উভয়কে মিলিয়ে
তা'র আন্তরিক অবস্থাকে উপলব্ধি ক'রে,—
তেমনতর রকমে
যা' মানায় ও হৃদ্য হ'য়ে ওঠে সবারই পক্ষে
এমনি ক'রে উত্তর দাও,
আর, লক্ষ্য রেখো—
সে-উত্তর যেন তোমার অন্তর্নিহিত

উত্তরোদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
তা'কেই আপূরিত ক'রে ;
অর্থাৎ তোমার উদ্দেশ্যের সাথে
যথাসম্ভব সংঘাত সৃষ্টি না ক'রে
সঙ্গতই হ'য়ে ওঠে ;
এক বলায় বুঝলে এক রকম
উত্তর হ'লো আরো অন্যরকম,
এই রকমারির তালগোলে প'ড়ে
বৈরী-দীপনার অবতারণা ক'রতে যেও না,
নিজের কথা, অনুকম্পী ভাবভঙ্গী দিয়ে
যা'কে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যেত—
হৃদ্য অনুচর্য্যায়,
অযথা তার ঘোর-প্যাঁচ ক'রে
অযাচিত বিরুদ্ধতার সৃষ্টি ক'রে
জীবনকে কঙ্করময় ক'রে তুলো না ;
তাই আবার বলি—
মানুষ কী বলে তা' লক্ষ্য কর,
বলা-অনুপাতিক অনুভব কর,
আর, ঐ অনুভব-অনুপাতিক
তোমার পক্ষে যা' বিহিত হয়,
শুভ হয়—
এমনতরভাবে উত্তর দাও,
এমনি ক'রে বলা-চলার ভিতর-দিয়ে
হৃদ্য হ'য়ে ওঠ সবারই কাছে,
তোমার সাহচর্য্য সবাইকেই তৃপ্ত ক'রে তুলুক—
প্রীতি-উৎসেচনায়। ৪৭৪৮।
২৬।১১।১৯৫২, বিকাল ৪-৪৫

শ্রেয় যিনি—
তিনি যতই প্রিয় হ'য়ে উঠবেন তোমার কাছে,
তাঁ'র প্রতি ভাবানুকম্পিতা
যতই ঘন হ'য়ে উঠবে তোমার,
অচ্যুত ও অচ্ছেদ্য-ভাবে
তিনি যতই তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠবেন,
এক কথায়, তোমার অন্তর ভ'রে
যতই রাখতে পারবে তুমি তাঁ'কে—
সাহচর্য্যের কৃতার্থতাময়ী লালিমাদীপ্ত হ'য়ে,
তোমার বৈশিষ্ট্যানুগ অনুচর্য্যী কর্ম্মদীপনা
তোমার অন্তরে
তঁদ্‌ভাবঘন বৈশিষ্ট্যের ভিতর-দিয়ে
বিভা বিকিরণ ক'রে
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী তাৎপর্য্যে
যতই তোমাকে তঁৎ-তপা ক'রে রাখবে,—
তুমি সার্থক হ'য়ে উঠবে ততই ;
লাখো অভাব তোমার অন্তরে
অভাব সৃষ্টি ক'রতে পারবে না,
লাখো কর্ম্মক্লিষ্ট অনুচলনাও
তোমার অন্তরকে ক্লেশসুখপ্রিয়তায় উদ্দীপ্ত ক'রে
শরীরে সামর্থ্য সঞ্চারিত ক'রে তুলবে,
তাঁ'র স্বার্থই হ'য়ে উঠবে তোমার স্বার্থ,
তাঁ'র বাক্য, ব্যবহার, চালচলন
তোমার চরিত্রে সঞ্জীবিত হ'য়ে
তাঁ'রই অর্থে অর্থান্বিত হ'য়ে
উপচয়ী তাৎপর্য্যে

দেবমানব ক'রে তুলবে তোমাকে,
তুমি সৎ বা সতী হ'য়ে
মানুষের আশা ও উদ্বর্দ্ধনার
বশিষ্ঠ বা অরুন্ধতী হ'য়ে উঠবে। । ৪৭৪৯ ।
২৬।১১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-২০

তুমি কি চাও—
তুমি বিপন্ন হ'লে
সক্রিয় অনুকম্পাহারা হ'য়ে
সকলে দূরে থাকুক,
তোমাকে কেউ সাহায্য না করুক ?—
অন্যের বেলায়ও কিন্তু তা'ই ;
সে অপরাধীও যদি হয়—
অনুতপ্তও হ'তে পারে সে,
পরিবেশের অনুকম্পাও চাইতে পারে সে,
তোমার যে-অবস্থায় তুমি যেমন চাও,—
অন্যেরও চাহিদা কিন্তু তেমনি,
অনুতপ্ত অপরাধীর প্রতি কেউ অনুকম্পা দেখালে
তুমি যদি তা'কে বিষাক্ত নজরে দেখ,
তা' তোমার আক্রুষ্ট হীনম্মন্যতারই পরিচায়ক ;
তুমি যা' চাও না,
অন্যের প্রতিও তা' ক'রতে যেও না ;
কেউ অন্যায় যদি ক'রে থাকে,
অনুতপ্ত হয়,
অন্যায়ে বিরত হয়,—
আর, ঐ অনুতপ্ত অন্তঃকরণের প্রতি
কেউ যদি সক্রিয় অনুকম্পায় ক্রিয়াশীল হ'য়ে

সাহায্যরত হয়,—
তা'দের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ো না ;
আবার, তোমার প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন হ'য়ে
নিরপরাধ তোমাকে
অপরাধী সাব্যস্ত ক'রলে
তোমার যেমন ভাল লাগে না,
কষ্ট হয়,—
অন্যেরও তেমনি ;
তাই, আপ্রাণ অনুকম্পা নিয়ে
দরদী হ'য়ে
মানুষের আপদে, বিপদে, অপরাধে
যেখানে যা' ক'রতে হয়,
নিরাকরণী বুদ্ধি নিয়ে তা' ক'রতে
একটুও বিরত হ'য়ো না,—
ক্লীব অন্তঃকরণ বর্দ্ধনার অন্তরায়। ৪৭৫০ ।
২৬।১১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৫১

তুমি যদি কখনও কোন অন্যায়
বা অপরাধ না ক'রে থাক,
দোষ না ক'রে থাক,
পাপ না ক'রে থাক,
তবে যা'রা অপরাধী, দোষী বা পাপী,
তা'দের প্রতি দণ্ডোদ্যত হ'তে পার,—
তা' বরং মানায় ;
কিন্তু যদি কখনও
এতটুকু দোষ ক'রে থাক,
অন্যায় বা অপরাধ ক'রে থাক,

পাপ ক'রে থাক,
অপরাধী, দোষী বা পাপী হ'য়েও
মানুষের যেমনতর ব্যবহার চাও তুমি তোমার প্রতি,
অন্যের প্রতিও তোমার তাই-ই করা সমীচীন—
সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায়ী তাৎপর্য্যে,
অনুচর্য্যী অনুবেদনায়
তা'দের অবগুণগুলিকে অবলোপ ক'রে,—
নিজেও ক্লেদমুক্ত হয়ে ;
দোষী ব'লে অভিহিত হ'তে
যেমন তোমার ভাল লাগে না,
অন্যেরও কিন্তু তাই,
আবার, তুমি অন্যায় ক'রলেও
অন্যে তোমার প্রতি তেমনতর অন্যায় করুক
তা' যেমন চাও না,
সকলের বেলায়ই কিন্তু তা'ই,
তা' হ'তেই বুঝে নিও—
সত্তার প্রকৃতিই দোষদুষ্ট হ'তে চায় না ;
মনে রেখো—
ঈশ্বর করুণানিধান। ৪৭৫১।

২৬।১১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৪৫

উদ্ধত আত্মম্ভরী হীনম্মন্যতা
যেখানে যত উগ্র,
অপমানিত হওয়ার অযাচিত উদ্বেলতাও
তা'র তেমনি সহজ। ৪৭৫২।

২৬।১১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৫০

সত্তাপ্রীতি যদি থাকে,
মানবিকতার আভিজাত্য যদি থাকে,
মরণ-বিতৃষ্ণা যদি থাকে,
শ্লথদেহী হ'লেও
বজ্র দৃপ্ততায়
আকণ্ঠাবেগী অসৎ-নিরোধী হও—
দীপ্ত জীবনীয় আকুতিতে ;
অসৎ-নিরোধে যদি নিথর থাক,
স্রিয়ল-বিলাসে মূক হ'য়ে থাক,—
হীনত্বের ব্যক্ত মূর্ত্তি তুমি,
তুমি তোমার,
তোমার কুলের,
তোমার সমাজের,
জাতির, ধর্ম্মের
কলঙ্ক ছাড়া কিছুই নও,
ঘৃণ্য-জীবী তুমি ;
যুবক হও আর যুবতীই হও,
সুস্থই হও আর রোগীই হও,
বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যা'ই হও না কেন,
অসৎ-নিরোধী হ'য়ে
উৎসাহী উদ্দীপনা নিয়ে জেগে ওঠ—
ক্রিয়াশীল তৎপরতায়,
শয়তানের কলঙ্ক-দীপ্ত যা'
তা'কে কম্পিত ক'রে তোল,
খান-খান ক'রে ভেঙ্গে ফেল—
শ্রেয়-সম্বন্ধ-সম্ভোগী সৎ-অভিদীপনায়,

ভালমন্দ, সুখ-দুঃখ সব যা'-কিছুর সলীল সার্থকতায়,
সৎ-সন্দীপী পরাক্রম-প্লাবী হ'য়ে ওঠ ;
ঈশ্বর চির-পরাক্রমী । ৪৭৫৩ ।
২৬।১১।১৯৫২, রাত ৮-৫৫

সুব্যবস্থ সুসঙ্গত যা'রা নয়—
বিহিত আত্মনিয়ন্ত্রণে,
নিয়মানুবর্ত্তী অনুচলনে,—
তা'রা তা'দের নিজের তো বটেই,
আরো অন্যেরও অগ্রগতির অন্তরায় ;
নিজের পায়ে নিজে কুড়োল মেরে
'হা হতোঽস্মি' ব'লে চীৎকার ক'রলে কী হবে ?
নিজের রোগ নিরাকরণ কর,
অন্যকেও সুস্থ ক'রে তোল—
শ্রেয়নিরত থেকে—তদনুগ নিয়মনে,
প্রসাদ-প্রদীপনায় তৃপ্ত ও দীপ্ত হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বর বিশৃঙ্খলার ভিতরেও
শৃঙ্খলার শুভ-গায়ত্রী । ৪৭৫৪ ।
২৬।১১।১৯৫২, রাত ৯টা

কোন-একটা বিশেষ ব্যাপার
বিশেষতঃ শ্রেয়-সংঘাতী যা'—
লোক-সত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য-সংঘাতী যা'
তা'র নিয়ন্ত্রণে
অসৎ-নিরোধী উদ্দীপনা জাগাতে হ'লেই
তোমার ভাব, ভাষা, চলন, চরিত্র
ও রোষণ-সম্বেগকে

স্বস্তির হোমাগ্নি-স্নাত ক'রে তুলতে হবে,
ইন্ধন দিতে হবে—
মানুষের অন্তর-উৎসারণী শুভচারিতার হবিঃ,
তা'র সমিধ আহরণ ক'রতে হবে--
স্বাচ্ছন্দ্য-সংঘাতী, কষ্টকর, অশুভ
বিচ্ছিন্ন ঘটনা যা'-কিছু
সেগুলিকে সংগ্রহ ক'রে—
তন্নিরাকরণী দুর্দ্দম সঙ্কল্পের উদ্দীপনায়,
ঐ হবিঃতে সব অন্তরের সব দুর্ব্বলতাকে
আহুতি দিয়ে
অগ্নিময় ক'রে তুলতে হবে,
আর, তোমাকে সর্ব্বক্ষণ অগ্নিস্নাত হ'য়ে থাকতে হবে,
ঐ সব অগ্নিস্নাত অন্তঃকরণ নিয়ে
তোমার ঐ অগ্নিমন্ত্রকে
শ্রেয়ার্থযাগপূত ক'রে তুলতে হবে ;
মনে রেখো—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয় যিনি,
তিনিই ঐ যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর,
আর, ঐ যজ্ঞেশ্বরে সার্থক ক'রে তুলতে হবে—
তোমার ঐ উদ্বেজনী সার্থকতার
বাস্তবায়িত উপসত্ত্বকে,
যে-পরিবেষণে লোক-অন্তর
আত্মিক বর্দ্ধনায়
নিজের ব্যক্তিত্বকে
স্বচ্ছন্দতার লীলায়িত ললিতজৃম্ভণে জৃম্ভিত ক'রে
বর্দ্ধনার বিবর্ত্তনী শুভক্রমণায়
যোগ্যতায় আজীব হ'য়ে চলতে পারে—

পরিরক্ষণে, পরিপোষণে,
আপূরণী তৎপরতায়,
পারস্পরিক আত্মিক নিবন্ধনে ;
ঐ অসৎ-বেধন যেখানেই থাক্ না কেন,
সম্প্রদায়, সমাজ, রাষ্ট্রীয় শাসন-সংস্থা
বা দুনিয়ার যেখানেই তা'র উদ্গম হো'ক না কেন,
তা'কে নিরোধ ক'রতে হ'লে
অমনি ক'রেই করতে হবে। ৪৭৫৫।

২৭।১১।১৯৫২, সকাল ৮-২০

যাঁ'রা অচ্যুত আনত সুকেন্দ্রিকতা নিয়ে
শ্রেয়-তপা হ'য়ে চলেন—
শ্রদ্ধোষিত উপাসনা-তৎপরতায়,
অনুশীলনী চলনে,—
তাঁ'দের বৈধানিক প্রতিটি কোষের
অন্তঃস্যূত প্রাণনদীপনা হ'তে
সুসঙ্গত সমাহারী তাৎপর্য্যে
অতিসর্জ্জনী ওজঃবিকিরণা
বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে,—
যা' তাঁ'দের অন্তর্নিহিত বৈধানিক সঙ্গতিকে
ঔপাদানিক বিন্যাসে
নূতন সংস্থিতির দিকে
সংক্রমণশীল ক'রে রাখে ;
তাই, তাঁ'দের সংস্পর্শে
বা তাঁ'দের ব্যবহারের জিনিসপত্রে
বিশেষতঃ পরিচ্ছন্ন যা'-কিছুতে
সেগুলির কিছু-না-কিছু সংক্রমণ-নিবদ্ধ হ'য়ে থাকে,

তাই, সেগুলি জীবনীয় প্রসাদ-স্বরূপ ;
ঐ শ্রেয়পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধোৎসারিণী আবেগ
যেখানে মানুষের বিধানের অন্তর্নিহিত আবেগকে
তন্মুখী ক'রে রাখে,
সেই-সেই স্থলে ঐ প্রসাদগুলিকে প্রায়ই
জীবনোদ্দীপনার
সক্রিয় সহায়ক হ'য়ে উঠতে দেখা যায় ;
ঐ শ্রেয়পুরুষের প্রতি
যা'দেরই কোন বিরুদ্ধ ভাব নাই,—
তা'দের উপরই ঐগুলি ক্রিয়াশীল হ'য়ে থাকে,
এমন-কি, জীবজন্তু ও ইতর প্রাণীও ওর দ্বারা প্রভাবিত হয়,
তাই, ঐ জাতীয় প্রসাদ চিরদিনই পবিত্র। ৪৭৫৬।
২৭।১১।১৯৫২, রাত ১০-৪৫

তুমি যদি ব্যবহারজীবী হ'তে চাও,
প্রথমেই তোমাকে শ্রেয়তপা হ'তে হবে,
নিজের বাক্য, ব্যবহার, চিন্তা ও প্রবৃত্তিগুলিকে
সুনিয়ন্ত্রণে শ্রেয়ার্থ-তৎপর ক'রে তুলতে হবে,
কোন্ ব্যাপারে, কী কথায়,
ভঙ্গী বা ব্যবহারে
তোমার অন্তরবৃত্তিগুলি কী রূপ গ্রহণ করে
কেমনতর প্রবণতায়,
আর, কোন্ নিয়মনেই বা সেগুলিকে
তুমি শ্রেয়ার্থ-উপচয়ী ক'রে তুলতে পার—
সেটার সূক্ষ্ম সহজ বোধ
যতই তোমার সুবোধ্য হ'য়ে উঠবে,—

বুঝ বা বোধায়নী অনুবেদনা
তেমনতরই সজাগ হ'য়ে উঠতে থাকবে তোমাতে,
তাই, তোমাকে আত্ম-অনুশাসন-অভিজ্ঞ হ'তে হবে ;
এ-কথা বলার তাৎপর্য্য এই—
নিজের অন্তর-অনুভূতিগুলি
তা'র কূটমাত্রা-সহ
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বোধদৃষ্টিতে সহজ হ'য়ে
যদি না তোমার অন্তরে বিকশিত হ'য়ে ওঠে—
বোধ-সমীক্ষায়—
নিয়মন-কুশলতায়—
তাহ'লে অন্যের বেলায়ও সেগুলি
তোমার উপলব্ধিতে সহজ হ'য়ে উঠবে না ;
বস্তু, বিষয় বা ব্যাপার
সুসন্ধিৎসু কূট সমীক্ষার ভিতর-দিয়ে
সুযুক্ত সঙ্গতি নিয়ে
নিয়মন-সার্থকতায়
তোমার বোধে যতই সজাগ হ'য়ে উঠবে,—
অনুশাসন-অভিজ্ঞ হওয়ার ন্যাকও
তোমাতে ততই ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে ;
তাই, প্রথম করণীয়ই হ'চ্ছে তোমার—
শ্রেয়তপা হওয়া,
ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও আচরণ-অভিজ্ঞ হ'য়ে
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনের দিকে
ক্রমপদবিক্ষেপে এগিয়ে চলা—
যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা,
দান, প্রতিগ্রহের
দৈনন্দিন সুসমীক্ষ তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে ;

হাজার বোধিবত্তাই তোমার থাক না কেন—
এই এমনতরভাবে শ্রেয়কেন্দ্রিক যদি না হও,
তা' সংহত ও সার্থকতায় সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে না,
ব্যতিক্রম র'য়েই যাবে,
তাই শ্রেয়তপা হওয়া—
যা'-কিছু প্রারম্ভ কর,
তা'রই প্রাথমিক দীক্ষা ;
তুমি যদি ব্যবহারজীবী হ'য়ে থাক—
দুষ্টকে দোষমুক্ত করাই তোমার কর্ম্ম,
আশ্রিতকে আপদ-মুক্ত করাই তোমার ধর্ম্ম,
ব্যবহারজীবী হওয়া মানেই হ'চ্ছে—
আপন্ন বা বিপন্ন সব্যষ্টি গণসমূহের
বৈধী-আশ্রয় হ'য়ে ওঠা,
নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া—
অসৎ-নিরোধী-নিয়মন-তৎপরতায় ;
যা'কে আশ্রয় দিয়েছ,
অনুকম্পায় তা'র বেদনাকে নিজের ক'রে নিয়ে
সেই সংঘাত বা বেদনা হ'তে তা'কে রক্ষা করাই হ'চ্ছে
তোমার ঐ উপজীবিকার স্বাভাবিক ধর্ম্ম,
মিলন ও নিষ্পত্তির ভিতর-দিয়ে যদি এটা ক'রতে পার—
সেই-ই ভাল,
তা' যদি সম্ভব না হয়,—
সেখানে আইনের আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে হবে,
তাহ'লেই তোমার প্রথমেই হ'তে হবে—
শৌর্য্যবান জান্তব পরাক্রমী—
অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনায়,
ত্বরিত উপস্থিতবুদ্ধি সম্পন্ন,

বৈধী-নিরোধপ্রবণ—
এমন-কি, বিধানের সূক্ষ্ম ব্যতিক্রম যা'-কিছু
তা'ও এড়িয়ে না যায়
এমনতর বোধিবিভূতিকে জাগরূক ক'রে,
এমনতর সহজ সূক্ষ্ম প্রস্তুতিপ্রবণ হ'তে হবে,
যা'তে প্রতিমুহূর্ত্তেই
বৈধী-নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
বিরুদ্ধকে নিরোধ ক'রতে পার—
প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সহ,
তোমার বাক্-বিন্যাস
এমনতরই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, তীক্ষ্ণ, তরতরে হওয়া চাই
যা' মানুষের প্রবৃত্তি ভেদ ক'রে
তা'দের অন্তঃকরণকে তোমাতে সহজ-অনুকম্পাপ্রবণ
ক'রে তোলে ;

উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র ক'রে
তোমার প্রশ্ন ও উত্তর
অত্যন্ত দুর্ভেদ্য ও কুটিল যা'
তা'কেও যা'তে বিনায়ন ক'রতে সমর্থ হয়,—
এমনতর শীলব্যঞ্জক, দক্ষ,
কুশলকৌশলদৃপ্ত হওয়া চাই,
কোন্ কথা গড়িয়ে কোথায়
কী অর্থে উপনীত হয়,
তা'কে উপলব্ধি ক'রো
এবং তোমার কথাকে সার্থকভাবে
নিয়ন্ত্রণ ক'রতে শেখ—
দীর্ঘদৃষ্টি নিয়ে ;

যা'কে আশ্রয় দিয়েছ

তা'র বিরুদ্ধ ও স্বপক্ষের বিবরণগুলি
যা'-কিছু সমস্ত বিষয়ের খুঁটিনাটি
ও ফাঁকগুলি-সহ
এমনতর নখদর্পণে থাকা উচিত
যা'তে অত্যন্ত জটিল ব্যাপারেও
তোমার বাক্, গতিবিধি ও নিয়মনে
এতটুকু প্রতিঘাত সৃষ্টি না হয় ;
দুর্দ্দান্ত দুর্ব্বার হ'য়ে ওঠ তুমি—
আত্মরক্ষণী বৈধী-নিয়মনে সজাগ থেকে,
সমস্ত বিষয়ের অন্ধিসন্ধি-সহ
কোন্ পর্য্যায়ে কী করণীয়—
সেগুলি যেন সব সময়ই
তোমার সামনে জ্বল্‌জ্বলে হ'য়ে থাকে,
ত্বরিত তীব্রকর্ম্মা হও,
যা' ত্বরিত করা উচিত
তা' তৎক্ষণাৎই সম্পাদন ক'রো,
যা' বিলম্বে করা উচিত
তা' বিলম্বেই ক'রো,
তোমার এই বিহিত প্রস্তুতি যেন
তোমার আশ্রিত যে
তা'র হৃদয়কে আশ্বস্ত ও আশাদীপ্ত ক'রে তোলে ;
যা' গোপন রাখতে হবে
তা'কে ব্যক্ত ক'রো না,
যা' ব্যক্ত ক'রতে হবে
তা' যেন গুপ্ত না থাকে,—
এটা এমনভাবে করবে যা'তে তা'
সর্ব্বতোভাবে স্বস্তিপ্রদ হ'য়ে ওঠে,

মনে রেখো সেই সুদর্শনধারী ভগবানের উক্তি—
'সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং, ন যথার্থাভিভাষণং'
সোজা পথেই হো'ক আর বাঁকা পথেই হো'ক
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তোমার প্রশ্ন পরিচালনা যেন
বিহিত সার্থকতায়
আশ্রিতের পক্ষকে শুভ সার্থক ক'রে তোলে ;
বৈধী ত্রুটি যেখানে যতটুকুই হো'ক না কেন,
তা'র আবেদনপত্রগুলি প্রতি স্তরে
এমনতর বিন্যাস ক'রে তুলতে হবে,
যেন তা'র সুযুক্ত অনুক্রমণাগুলি
সামগ্রিকভাবে তোমার উদ্দেশ্য-সমর্থনে
স্ফুটতর হ'য়ে ওঠে,
যেখানে অভিযোগের পাল্টা অভিযোগ সমীচীন হয়,
সেখানে তা' ক'রো—
উপস্থিতবুদ্ধি খাটিয়ে,
যথাসময়ে,
তা' কিন্তু অনেক সময়
অনেকখানিই নিরোধ সৃষ্টি ক'রে রাখে,
উৎপাতকেও এড়াতে পারে অনেকটাই ;
অনুশাসন-তত্ত্বগুলির সার্থক সম্বেদনা
যা'তে সুব্যাখ্যাত পরিচর্য্যা নিয়ে
সর্ব্বতোভাবে তোমাকে সমর্থন করে ;
সেগুলিকে তেমনতরভাবেই
তোমার মেধাতে সংরক্ষিত রাখতে
একটুও ত্রুটি ক'রো না,
এক-কথায়, অনিশ্চিতকে অতিক্রম ক'রে

তোমাকে বাস্তব সাফল্যে নিশ্চিত হ'তে হবে—
নিয়ন্ত্রণার সনির্ব্বন্ধ সঙ্গতিতে,
যে-বাস্তবতাকে অস্বীকার করলে
বা অবজ্ঞা ক'রলে
গণ-অন্তরের জীবন-আকূতি
স্বতঃ-সন্দীপনায়
বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠবেই কি উঠবে—
এমনতর ঝলক সৃষ্টি ক'রে,
আর, এই তোমার কৃতিত্ব ;
বিশেষ ক'রে মনে রেখো—
বিপন্নের আশ্রয় ও রক্ষাই
তোমার ব্যবসায়,
বিপন্নের পরিত্রাণই হ'চ্ছে
তোমার আত্মপ্রসাদী ধর্ম্ম,
তুমি লোকপ্রসাদভুক,
তা'দের আত্মপ্রসাদ-সম্ভূত অবদানই
তোমার পবিত্র জীবিকা,
তা'দের ব্যর্থতাই
তোমার সত্তাপোষণী জীবিকার ব্যর্থতা,
তাই, নিষ্ঠুর অর্থ-আকাঙ্ক্ষী হ'তে যেও না,
লোকত্রাণ-কৃতিত্বই তোমার সাধ্য হো'ক ;
তুমি ধীর, ধীমান ও অদম্য-পরাক্রমী হও—
বৈধী নিয়মনী চলনকে অব্যাহত রেখে,
বিচার-সংস্থার কর্ম্মচারী
যিনিই হউন না কেন,
তোমার বোধ, ব্যক্তিত্ব
তাঁ'দের কাছে যেন

হন্ত, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সিংহবিক্রমী হ'য়ে ওঠে,
যা'কে নিরোধ ক'রতে হবে—
তা'ও সিংহবিক্রমী শীলতার অনুশাসনে ;
তাই, তুমি কখনই
বিচারক বা শাসন-সংস্থার
স্বেচ্ছাচারিতা ও অবৈধ অত্যাচারী অনুচলন
বা খামখেয়ালী বিলম্বন-প্রবৃত্তি
ইত্যাদি যা'ই হো'ক না কেন,—
তা'র কাছে কিছুতেই
আনতি স্বীকার ক'রো না,
শাসন-সংস্থার প্রসাদ-ভুক হ'তে যেও না,
তা' কিন্তু তোমার পক্ষে মর্য্যাদা-হানিকর,
বরং লোক-প্রসাদ-ভুক হও ;
যা'তে তোমার আশ্রিত অযথা কষ্ট পায়
তা' কিন্তু তোমার পক্ষে অপরাধের,
তা'কে সুযুক্ত সংঘাতে
নিরোধ ক'রতেই হবে তোমাকে,
নয়তো, তোমার সাত্ত্বিক সম্বেগই সেখানে
ব্যাহত হ'য়ে উঠবে,
তুমি যতই শাসন-সংস্থার কাছে
অবৈধ আনতি স্বীকার ক'রবে,—
তোমার মানবিক ব্যক্তিত্ব ততই
মূঢ় সন্দীপনায়
ক্রীতদাস হ'য়ে উঠবে তা'দের,
তোমার ঐ লোকপ্রসাদ-ভুক জীবিকার
ইতর লাঞ্ছনা সেখানে হবেই কি হবে,
তাই, তোমার মানবিক চরিত্র

মেষশাবকের মতই
মধুর নমনীয় হ'লেও
ব্যক্তিত্ব যেন সিংহবিক্রমী হ'য়ে চলে ;
সৎ যা',
সাধু যা',
লোকহিতী যা',—
শ্রেয়কেন্দ্রিক তৎপরতা নিয়ে
সেগুলির আশ্রয়ী ও প্রশ্রয়ী তুমি হবেই কি হবে,
তুমি কিছু পাও বা না পাও,
সক্রিয় তৎপরতায়
তদনুচর্য্যায়
তোমার ব্যক্তিত্বকে নিয়োজিত করবেই কি করবে—
কোনপ্রকার পাওয়ার প্রত্যাশা এতটুকু না ক'রে,
প্রত্যাশায় অনাসক্ত হ'য়ে
দীপ্ত অন্তরাসী তীক্ষ্ণ অনুবেদনায় দাঁড়িয়ে ;
মনে রেখো—
ঈশ্বর সবারই আশ্রয়,
সত্তায় অনুস্যূত থেকে
তিনি সত্তাপোষণী আগ্রহ-সন্দীপ্ত সর্ব্বক্ষণই,
তাই, তুমিও
অসৎ-নিরোধী তর্পণায়
সবারই সত্তাপোষণী হ'য়ে ওঠ ;
ঈশ্বর সবারই সত্তাপোষক,—
অসৎ-নিরোধী স্বতঃই । ৪৭৫৭ ।

২৮।১১।১৯৫২, রাত ৭-৪৫

মানুষের নিজের যা' পছন্দ হয়
বা ভাল লাগে,
অন্যের বেলায় তেমনতর যখন ভাল লাগে না,
তা'তে বিরক্তি, দুঃখ বা হিংসার উদ্রেক হয়,
এক কথায়, সে পরশ্রীকাতর হ'য়ে ওঠে,
হীনম্মন্যতার উদ্ভবই হয় ওখান থেকে। ৪৭৫৮।

২৯।১১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-১০

যে-তপস্যা তোমার
সসত্ত্ব সত্তাকে বিশ্লিষ্ট ক'রে
জীবন-সঙ্গতিকে
নানা বিচ্ছুরণায় বিক্ষিপ্ত ক'রে তোলে ইতস্ততঃ,—
তা' কি তুমি চাও?

তুমি চাও না—
ক্ষিতিতে আত্মবিলয় ক'রে
ক্ষিতি হ'য়ে যেতে,
অপে আত্মবিলয় ক'রে
অপ হ'য়ে যেতে,
তেজে আত্মবিলয় ক'রে তেজ হ'য়ে যেতে,
মরুতে আত্মবিলয় ক'রে মরুৎ হ'য়ে যেতে,
ব্যোমে তোমার সংহত সত্তাকে বিলীন ক'রে
ব্যোমে নিঃশেষ হ'য়ে যেতে,
মায় চতুর্বিংশতি তত্ত্বের কোন-কিছুতেই
আত্মবিলয় ক'রতে চাও না,
অস্তিত্বকে বিলয় ক'রে
বিশ্লিষ্ট হ'য়ে
অনুকণায় বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যেতে চাও না;

তুমি চাও—
চেতনদীপনা নিয়ে
অস্তিত্বকে বজায় রেখে
বৃদ্ধির পথে তোমার যা'-কিছু সবকে নিয়ে
সার্থক সংহতির দিকে চলতে,—
বিবর্ত্তনের দিকে ক্রমপদক্ষেপে চলতে—
বেঁচে, বেড়ে,—
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
তোমার অস্তিত্বের উপাদান যা'-কিছুকে সংহত ক'রে
প্রাণন-প্রদীপনায়
জীবনপ্রভাকে উৎসারিত ক'রে চলতে ;
তাহ'লেই তা'র প্রধান সংস্থিতিই হ'লো—
সুকেন্দ্রিক হওয়া,
শ্রেয়তপা হওয়া,
যা'র ভিতর-দিয়ে তুমি
সুসংহত তাৎপর্য্যে
ঔপাদানিক সমাবেশী তৎপরতায়
সুসংশ্রয়-সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে
যে-কোন তত্ত্বই হো'ক না কেন
তা'র উপর আধিপত্য ক'রে
নিজের অস্তিত্বকে অব্যাহত ক'রে
নিরন্তর চলৎশীল থাকতে পার,
অর্থাৎ, যাঁ'কে ধ'রে
যাঁ'র অনুসরণ-অনুচর্য্যা ক'রে
যেমনতর হ'য়ে
তা' পেতে পার,
তা'র কেন্দ্রস্থলই হ'চ্ছে ঐ শ্রেয়-সংশ্রয়,—

যাঁ'র নিয়মনে তুমি তোমার অস্তিত্বের উপাদান-সহ
যা'-কিছুকে ঘনায়িত ক'রে
দৃঢ় ক'রে
পালন, পোষণ ও পূরণ-অভিদীপনায়
নিজেকে সম্বর্দ্ধনার পথে
চলন্ত ক'রে রাখতে পার,
যা'র ফলে, স্মৃতি-চেতনার নিরাবিল নিরন্তরতায়
তুমি সজাগ থেকে
প্রাণন-পরিচর্য্যায়
বিবর্ত্তনের দিকে
সলীল সন্দীপনায়
বোধায়নী পরিক্রমায়
উপভোগে নন্দনা দীপ্ত হ'য়ে চলতে পার,—
এই সুসঙ্গত গতিশীলতাই
আত্মিক-সম্বেগের সার্থক প্রকাশ ;
আর, জীবনের মহাত্মিকতাই ঐখানে ;
ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়ই
তোমার কেন্দ্রপুরুষ,
আর, ঐ শ্রেয়বেদীমূলে
এই বেদ
তোমার অন্তরে উদ্দীপিত হ'য়ে উঠতে পারে,
যে-উদ্দীপনা ঈশিত্বের উদ্বোধক হ'য়ে উঠতে পারে
তোমাতে ;
ঈশ্বরই আধিপত্যের অনুপ্রেরক,
আর, ঐ শ্রেয়ই হ'চ্ছেন তাঁ'র স্ফুরণ-বেদী। ৪৭৫৯।
২৯।১১।১৯৫২, রাত ৯-২০

বেত্তাই বেদী,
আর, বেত্তা তিনি—
যাঁ'র বোধ আছে,
যে-বিষয়ে যা'র যেমনতর বোধ,—
তিনিই তা'র তেমন বেত্তা,
আর, ঐ বেত্তার সশরীর সত্তাই হ'চ্ছে
বোধ-অনুপ্রবিষ্ট অর্থাৎ বোধ-উপবিষ্ট,
তা'র মানেই হ'চ্ছে
বোধের বাস ও স্থিতিই ওখানে,
তাই, তিনিই ঐ বোধের আসন ;
তাত্ত্বিক সঙ্গতি নিয়ে
ঈশিত্বের উপলব্ধি যেখানে
বোধপ্রাজ্ঞ হ'য়ে উঠেছে,
সম্যক্ ধৃত হ'য়েছে যেখানে,
পরিপালিত হ'চ্ছে যেখানে,
অর্থাৎ, আধিপত্যের অনুভূতি
স্ফুরিত হ'য়ে উঠেছে যেখানে,
ঈশিত্বও সেখানে ফুটন্ত হ'য়ে রয়েছে ;
তাই, ঐ সসত্তা জীয়ন্ত শরীরই হ'চ্ছে
বোধবীক্ষিত ঈশ্বরের আসন,
তিনিই ব্রহ্মবিৎ,
আর, 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি' ;
তোমার উপাসনা ও আত্মনিবেদন
অনুচর্য্যা-নিরত হ'য়ে
তৎ-তপা যতই হ'য়ে উঠতে থাকবে—
সুসঙ্গত অনুক্রমণায়,
ঐ আসনে অবস্থিতি লাভ ক'রে,—

তুমিও সার্থক হ'য়ে উঠবে তেমনি ;
ঈশ্বরই আত্মারাম,
আর, জীবন-সন্দীপনার আধিপত্য তাঁ'রই। ৪৭৬০।
১।১২।১৯৫২, রাত ৭-৪০

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়
যিনিই হউন বা যাঁ'রাই হউন,
আর, তাঁ'রা যে যেখানেই থাকুন না কেন,
তপ-পদ্ধতি যাঁ'র যেমনই হো'ক না কেন,
তাঁ'রা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের স্বার্থ,
প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সমর্থক,
তাঁ'রা প্রত্যেকেই নিজের স্বার্থের মতন ক'রেই
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে
অন্যের স্বার্থ, সম্ভ্রম ও সমৃদ্ধিতে সক্রিয়,
প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি
সশ্রদ্ধ-অনুকম্পাশীল,
দেখে যেন মনে হয়—
দেহ বিভিন্ন হ'লেও একটি মানুষ,
বা এক কুলেই যেন উদ্গতি লাভ করেছেন,
এক অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
পুরুষোত্তম যিনি,
এঁদের প্রত্যেকেই তাঁ'র প্রতি
অনুরতি, অনুগতি ও উপাসনা-তৎপর ;
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়দের
বিশেষ বৈশিষ্ট্যই ওখানে,
ঐ বৈশিষ্ট্য যেখানে যেমনতর অনটনগ্রস্ত,—
শ্রেয়ত্বের বিকাশেরও তেমনতর খাঁকতি সেখানে। ৪৭৬১।
১।১২।১৯৫২, রাত ৮-৩০

সুকেন্দ্র-সংশ্রয়ী সম্বেগ হ'চ্ছে নির্ম্মাতা,
আর, যা'কে কেন্দ্র ক'রে
এই সম্বেগে সম্বদ্ধ হ'য়ে
যা'-কিছু সংগ্রথিত হ'চ্ছে—
তাই-ই শ্রেয় ;
আর, এর উল্টো যা'
অর্থাৎ, বিকেন্দ্রিক বিচ্যুতি-তৎপর যা'
তাই-ই শাতন-সম্বেগ—
যা' মানুষকে কৃশ ক'রে তোলে,
পতিত ক'রে তোলে,
বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে,
বিনষ্ট ক'রে তোলে। ৪৭৬২।

২।১২।১৯৫২ সকাল ৬-২৫

যা'রা পরকানি,—
অর্থাৎ, যা'দের অন্যের কথায়
কোন বাস্তব সংধারণা থাকলেও
সে-ধারণা বদলে যায়,
যা'দের সম্মুখে অন্যের সুখ্যাতি ক'রলে পরে
অন্তর্নিহিত হীনম্মন্যতার দরুণ
তা'র সমর্থনে সুখী হ'তে তো পারেই না—
বরং নিজেদের অপমানিত মনে করে,
যা'রা কারও দ্বারা প্রতিপালিত হ'য়েও
নিজেদের স্বাবলম্বী ব'লে প্রচারপ্রবণ—
নানারকম কথায়-কায়দায়,
কৃতজ্ঞতা বা প্রতিপালকের উপচয়ী কর্ম্মে
যা'রা শৈথিল্য বা অবজ্ঞাই প্রকাশ করে—

নিজেদের গুণপণাকে ব্যাখ্যা ক'রে
সেই গুণমুগ্ধ হ'য়েই
তা'কে প্রতিপালন ক'রে কৃতার্থ হ'চ্ছে কেউ—
এমনতর ধাঁজ নিয়ে,—
যত সৎ-ছদ্মবেশীই হো'ক না তা'রা,
তাদের অন্তরে হীনম্মন্যতাই বসবাস করে,
অন্তরে সৎ-অভিদীপনা তা'দের কমই,
তা'দের জীবনে
কেউ মুখ্য স্বার্থ হ'য়ে উঠতে পারে না;
এমনতর যা'রা—
তা'দের উপর নির্ভর ক'রতে যেও না,
তোমার কোন কর্ম্মে
তা'দের নিয়োজিত ক'রতে হ'লে
সাবধানে বাহাদুরী-উল্লসিত ক'রে ক'রো তা',
নয়তো, ঠকবার সম্ভাবনাই বেশী। ৪৭৬৩।
২।১২।১৯৫২, সকাল ৮-৩৫

তোমার মত বা বিবেচনাকে
উগ্র স্পর্শাসহিষ্ণু ক'রে তুলো না,
তা' কিন্তু স্নায়বিক দৈন্যেরই লক্ষণ,
যা' ঔদ্ধত্য-উদ্‌ভ্রান্তি নিয়ে
হীনম্মন্যতাকে ভিত্তি ক'রে
বিক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে;
বরং তোমার মত বা বিবেচনাকে
অযথা অন্যের উপর চাপান না দিয়ে
সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন ক'রে
পরিপুষ্ট ও প্রবল ক'রে তোল

যা' আপূরণী হ'য়ে ওঠে—
সব দিকের সব-কিছুরই,—
তোমার উদ্দেশ্যের সার্থক শুভদ পরিবেষণে
বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গতি নিয়ে
সার্থক-সন্দীপনায়,—
যা' শুভ-সঙ্কল্পী যা'রা,
তা'দের কাছে হন্ত না হ'য়েই পারে না ;
তাই, সবারই কথা শোন,
সব-কিছুকেই দেখ,
আর, সেই বিষয়ীভূত বোধকে
সুসঙ্গতিতে সংগ্রহ ক'রে
মত বা বিবেচনাকে সুসংস্থ ক'রে তোল—
সব দিকের যা'-কিছুকে ওজন ক'রে,—
তা'তে সুখীও হবে সবাই,
আত্মপ্রসাদও লাভ করবে তুমি। ৪৭৬৪ ।
২।১২।১৯৫২, রাত ৭-১০

যা'র আভ্যন্তরীণ সংগঠন যেমনতর,
যা'র বৃত্তি বিনায়িত যেমন—
বোধ-সংস্থানও তা'র তেমনি,
ব্যক্তিত্বও তা'র তেমনতর,
সে সেই স্তরেরই মানুষ বা জীব,
আবার, তদনুশ্রয়ী আচার, ব্যবহার ও কথাবার্ত্তাও
বোধ ক'রতে পারে সে তেমনতর ;
তাই, যে যেমনতর
তদনুগ অনুকম্পী বিনায়নে

হৃদ্য উদ্দীপনা নিয়ে
তা'র সঙ্গে তেমনতর বাক্, ব্যবহার
ও অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তা'কে উন্নতি-সম্বেগী ক'রে তুলতে হয়,
শ্রেয়নিষ্ঠ শ্রেয়তপা ক'রে তুলতে হয় ;
যা'র বৃত্তি-সংগঠিত বোধ-সংস্থান
যেমনতর সাড়াপ্রবণ,—
সেই সাড়াকে লক্ষ্য ক'রে যদি না চলতে পার,
তোমার অনুপ্রেরণা তা'র ভিতর
উদ্দীপনার সৃষ্টি ক'রতে পারবে না—
তা' তুমি যত উচ্চ প্রজ্ঞা নিয়েই থাক না কেন ;
তোমার বাক্-ব্যঞ্জনা, আচার-ব্যবহার, অনুচর্য্যা,
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়-অনুদীপ্ত সম্বেগের সহিত
যে যেমন—
তদনুপাতিক পরিবেষণ যেমন ক'রতে পারবে,
উন্নতি-অনুশ্রয়ী শ্রেয়তপাও ক'রে তুলতে পারবে
তা'কে তুমি তেমনি ;
তাই, সব লোক সবারই
সুবোধ-সন্দীপী হ'য়ে উঠবে—
তা'র কোন মানে নেইকো,
কিন্তু ঈশ্বর সবারই জীবন-সম্বেগ—
সব অসমেরই সঙ্গমস্থল। ৪৭৬৫ ।

৫।১২।১৯৫২, সকাল ৯-১৫

শান্তিরক্ষী-সংঘ বা বিচার-সংস্থার
উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন এ নয়কো,
যে, তা'রা মানুষের উপর

অযথা অত্যাচারের দৌরাত্ম্যে
তা'দিগকে শঙ্কাকুলিত ক্লীব ক'রে তুলবে
বা অনুকম্পী অনুবেদনাহীন নির্য্যাতনে
অপরাধীর জীবনকে জঘন্য ক'রে তুলবে,
আক্রোশদীপ্ত ক'রে তুলবে,—
অভিযুক্ত ও অভিযোক্তার সপরিবেশ সংস্থিতি,
অবস্থা, অনুপ্রেরণা ও উদ্দেশ্যের অনুধাবনে
উভয়পক্ষীয় বিহিত সঙ্গতি-সমন্বিত
উপযুক্ত বাস্তব বৈজ্ঞানিক প্রমাণে না দাঁড়িয়ে,
একটা অবাধ নির্য্যাতনী কানুনের ভাঁওতায়
অভিযুক্তকে নিঙ্‌ড়িয়ে
তা'র শ্রমার্জ্জিত জীবনরস নিষ্কাশন ক'রে
তা'কে অসহায় ক'রে
সর্ব্বস্বান্ত ক'রে তুলবে,—
অন্যায্য-ন্যায়ী বিড়ম্বনার
বিদ্রূপাত্মক বিদ্বেষ-বৃষ্টি ক'রে
ঐ সংস্থার প্রবৃত্তির পায়ে
তা'দিগকে বলি দেবে;
শাস্তি যদি শান্তিপ্রদ না হয়,
তদন্ত যদি বাস্তবতাকে উদ্ভিন্ন ক'রতে না পারে,
মানুষের সম্ভ্রমকে পদদলিত ক'রে
যদি জঘন্যত্বের সিংহাসনকে সুদৃঢ় করা হয়,
পুণ্যকে পাপের প্রশ্রয়ী ক'রে তোলা হয়,
সদিচ্ছাকে অসৎ ব'লে প্রতিপন্ন ক'রে চলা হয়,—
সে-সংঘ বা সংস্থা
শাতনী শাসন-যন্ত্র ছাড়া
আর কিছুই নয়কো;

এমনতর শাসন-যন্ত্র যতদিন
তোমার রাষ্ট্রসংস্থায় প্রচলিত থাকবে,—
তোমাদের প্রাণন-পরিচর্য্যা
প্রবর্দ্ধনা-বিরত হ'য়ে
গণজীবনকে শীর্ণই ক'রে তুলবে ;
তাই, শাসনকে স্বস্ত্যয়নী ক'রে তোল,
স্বস্তির আশীর্ব্বাদ ক'রে তোল,
পাপীকে পুণ্যের উদ্যোক্তা ক'রে তোল,
অপরাধীকে আরাধনাপ্রবণ ক'রে তোল,
যদি পার—
সে-পারগতা স্মিত মলয়দোলাতে
সামগীতিকায় গেয়ে চলবে—
'স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!' ৪৭৬৬।
৫।১২।১৯৫২, রাত ৮-২৫

ভ্রান্ত বেদীমূলে ঈশী-উপাসনায়
ব্রতী হ'তে যেও না,—
তোমার বোধিচক্ষু
আবিল ও ম্রিয়লই হ'য়ে উঠবে কিন্তু,
বোধি-সত্ত্বই তোমার ঈশী-উপাসনার
জীয়ন্ত বেদী হ'য়ে উঠুন ;
ভ্রান্ত সেই—
যে শ্রেয়ার্থ-সার্থকতায়
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ হ'য়ে ওঠেনি—
সহজ চারিত্রিক অভিদীপনায়,
সদাচারী অনুবেদনায়,—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয় যাঁ'রা—

তাঁ'দিগেতে অন্বিত হ'য়ে ওঠেনি,
বাস্তবে সমর্থক হ'য়ে ওঠেনি তাঁ'দের,
প্রাচীনের অন্বয়ী একসূত্রসঙ্গতি নিয়ে
যা'তে বর্ত্তমান উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠেনি,
যা'র বর্ত্তমান
ভবিষ্যতের সুবীজ বহন করে না—
সুসঙ্গত বোধায়নী অনুদীপনা নিয়ে,
বৈচিত্র্য-বিশিষ্ট প্রতিটি বিশেষ
যা'র একাত্ম-অভিধ্যায়ী বোধে
একসঙ্গতিতে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠেনি—সবৈশিষ্ট্য ;
অজ্ঞতার আশ্রয়ে, অনুসরণে ও অনুশীলনে
বিজ্ঞ হওয়া কি সম্ভব ?—
বিজ্ঞতা ম্রিয়লই হ'য়ে ওঠে তা'তে। ৪৭৬৭।
৬।১২।১৯৫২, সকাল ৮-১০

সিদ্ধাই বা বিভূতি-বিজ্ঞাপনী প্রবৃত্তি
যা'র যত—
আত্মপ্রতিষ্ঠার অনুচলন নিয়ে,
ঈশী-আবেগ আবিল সেখানে তেমনি,
বোধিও কঙ্করময় সেখানে,
আচার্য্যত্বও ভ্রান্ত-আচরণশীল তেমনি ;
বিভুর উপাসনা কর,
তোমার বোধদৃষ্টিতে বিভূতি
আপনিই প্রকট হ'য়ে উঠবে,
বিভুত্বও তোমার অন্তর-আসনে
বোধন লাভ ক'রতে থাকবে তেমনি,

তৃপ্তিও সাদর-সম্ভাষণে স্বাগতম্-আহ্বানে
ধন্য ক'রে তুলবে তোমাকে। ৪৭৬৮।
৬।১২।১৯৫২, সকাল ৮-২০

সুকেন্দ্রিক, অচ্যুত নিষ্ঠা-অন্বিত
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ কোন শ্রেয়-পুরুষ
যে-বর্ণে, যে-কুলের যে-স্তরেই
উদ্গতি লাভ করুন না কেন,
এমন-কি, বাহ্যজাতির ভিতরেও যদি
তিনি উদ্গতি লাভ ক'রে থাকেন,
শুধু শ্রেয়পুরুষ কেন,
কোন যুগপুরুষোত্তমও যদি সেখানে
জন্মগ্রহণ ক'রে থাকেন,—
তিনি নিজ বর্ণ ও কুল
যেখান হ'তে তিনি উদ্গতি লাভ করেছেন,—
আভিজাত্য-উদ্বোধক মর্য্যাদায়
বৈশিষ্ট্যানুচারী সদাচার-সমন্বিত বিশেষ অনুচলনে
আপ্যায়নায় স্বতঃ হ'য়ে
তৎকুল-সঙ্গত জীবন-বর্দ্ধনী শুভপ্রসূ-প্রথানুপাতিক
বিনীত-শীল-সমঞ্জস-অনুশীলন-তৎপর তো থাকবেনই
সহজ চারিত্রিক অনুবেদনা নিয়ে
সুবিন্যাসী বোধ-তৎপরতায় ;
তা' ছাড়া, দীপ্ত, উচ্ছল, সক্রিয় অনুবেদনায়
প্রত্যেকের বর্ণ, কুল ও বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
শুভপ্রসূ প্রথার অনুচর্য্যাপরায়ণ হওয়াই
তাঁ'র বা তাঁ'দের স্বাভাবিক চরিত্র,—
যা' বোধ-বিন্যাসে সুগঠিত হ'য়ে

সুযুক্ত হ'য়ে
তাঁ'দের চারিত্রিক বিভায়
বিকীর্ণ হ'য়ে উঠে থাকে—
প্রতি-পরস্পরের মধ্যে
বিহিত অন্তরাসী সঙ্গতি সৃষ্টি ক'রে ;
তা'র অপলাপ যেখানে যেমনতর,
বোধায়নী বিদীপনারও খাঁকতি
সেখানে তেমনতর,
যেখানে তা' আদৌ নাই,
সৎ-অনুবৃত্তিই সন্দেহের সেখানে ;
ঈশ্বর স্বতঃই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ। ৪৭৬৯।
৬।১২।১৯৫২, সকাল ১০-২০

যে-বুঝ সৎ-অভিদীপনী
সার্থক বোধ-সংহতি নিয়ে
ধরার আগ্রহকে উদ্দীপ্ত ক'রে
দৃঢ়সম্বেগী ক'রে তোলে না—
সক্রিয় বাস্তবতায়,
সে-বুঝ যতই পরিষ্কার হো'ক না কেন—
তা' কিন্তু ক্লীব। ৪৭৬৯। ক।
৬।১২।১৯৫২, দুপুর ১২-১০

সুসঙ্গত সৎ-সমাধান যেখানেই পাও না কেন,
ইষ্টানুগ পন্থায় তা'কে গ্রহণ ক'রো,
কুৎসিতের ভিতরও সৎ ও শুভ যা' পাও—
তা'ও অবজ্ঞা ক'রো না ;

যেখানে সু ও সৎ
ঈশী-দীপনা সেখানেই। ৪৭৭০।
৬।১২।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-২০

নৈতিক নিয়মনের বাহানায়
অস্বাভাবিক অত্যাচার,
অনুকম্পাহারা অসহযোগিতা
মানুষের সহিষ্ণুতাকে অবদলিত ক'রে
তা'কে আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-বিমুখ ক'রে
প্রাণ ও মর্য্যাদার ভয়ে ত্রস্ত ক'রে তোলে,
তা'কে আশ্রয় খুঁজতে বাধ্য ক'রে তোলে—
যা'দের সাহায্য ও সহায়তায়
নিজের জীবনকে ধারণ ও পোষণ ক'রতে পারে,
এমনি ক'রেই মানুষ
আদর্শভ্রষ্ট, ধর্ম্মভ্রষ্ট, কৃষ্টিভ্রষ্ট
ও নীতিপথ-হারা হ'য়ে ওঠে;
তাই, তোমরা দলনকে মুখ্য ক'রে তুলো না,—
যা' তাদের জীবন ও মর্য্যাদাকে বিপন্ন ক'রে তোলে,
যেখানে যতটুকু শাসন-প্রয়োগে
মানুষের যেমন ও নিয়মন-প্রবৃত্তি
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে—
সানুকম্পী সম্বেদনা নিয়ে,
সেখানে তেমনি ততটুকুই ভাল;
তোমার শাসন যেন
স্বস্তিরই হোম-দীপালি হ'য়ে ওঠে—
অনুকম্পী অনুবেদনার হবিঃতে

অসৎ-নিরোধী উদ্দীপনার সমিধ আহরণ ক'রে—
বর্দ্ধনার আহুতি-দীপ্ত অগ্নিমন্ত্রে,—
যা'র ফল আশা, শুদ্ধি,
অনুতাপ-অভিদীপ্ত উৎসারণী সৎ-সন্দীপনা ;
—ঈশ্বরই স্বস্তির প্রাণন-প্রদীপ। ৪৭৭১।

৬।১২।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৩৫

সহযোগিতায় যে সংঘাত হানে,
সে তা' হারায়—
তা' সব দিক দিয়ে। ৪৭৭২।

৬।১২।১৯৫২, রাত ৮-২০

তোমার ভাব-অভিদীপ্ত ভঙ্গী,
বাক্-সন্দীপিত কর্ম্ম ও অনুচর্য্যা
কোথায় কেমনতর
উচ্ছ্বাস ও অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে,
এবং সে উচ্ছ্বাস ও অনুপ্রেরণা
তোমার উদ্দেশ্যকে কেমনতর সার্থক ক'রে তুলছে—
আবেগ-আগ্রহ-বিধুর ক'রে
বা বিপরীত তাৎপর্য্য নিয়ে—
সেগুলি বিহিতভাবে অনুধ্যান ক'রে
কী ক'রে তা'কে নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করতে হয়—
দক্ষ কুশলকৌশলী তৎপরতার বিনায়নে,
তা' দেখে, শুনে, বুঝে,—
তোমার উদ্দেশ্যে সঙ্গতিশীল হ'য়ে
তোমার আদর্শকে

সার্থক ক'রে তোলে যা' যেমনতরভাবে,
তোমার বোধিকক্ষে সঞ্চয় ক'রে রেখো সেগুলি ;
উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপযুক্ত বিনায়নে
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন—
তেমনি ক'রে ব্যবহার ক'রো তা',
যা'তে বাঞ্ছিত ফল পেতে পার
এমনতর ক'রে,
সফলকাম হওয়ার ঐ কিন্তু দীপ্ত পথ ;
ঈশ্বর বিধিস্রোতা,
আর, বোধই বিধির উদ্‌গাতা। ৪৭৭৩।
৮।১২।১৯৫২, সকাল ৮টা

অচ্যুত আনতি তোমার
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়নিষ্ঠা-নিবদ্ধ হো'ক,
আর, ঐ রাগ-দীপ্ত সক্রিয় আনতিই হ'চ্ছে ভক্তি,
ভক্তি তোমার অটুট হো'ক,
ঐ শ্রেয়তপা ভক্তিকে অটুট রেখে
তোমার সমস্ত বাক্, সমস্ত কর্ম্ম,
আচার-ব্যবহার, চালচলন
শ্রেয়তপা হ'য়ে উঠুক,—
সার্থক হ'য়ে উঠবে তুমি,
এমন-কি, তোমার ছল, বল, কল, কৌশল,
মায় কূটচাতুর্য্যও
শুভ-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
ঐ শ্রেয়-নিষ্ঠ উদ্দেশ্যে যতই সার্থক হ'য়ে উঠবে,—
তোমার অমনতর যা'-কিছু চলন
লোকহিতী দীপনায়

বাস্তব অনুপ্রেরণায়
পবিত্রতা লাভ করবে ততই,
তুমি প্রসাদ-নন্দনায় পুরস্কৃত হ'য়ে উঠবে ;
তাই ব'লে ঐ বাহানায়
অশুভদ মিথ্যাচারী ধাপ্পাবাজ হ'তে যেও না ;
ঈশ্বরই শুভ,
ঈশ্বরই সত্য,
ঈশ্বর-স্পর্শী যা'-কিছু সবই পবিত্র। ৪৭৭৪।
৮।১২।১৯৫২, সকাল ৮-১২

পরস্পর-বিরোধী পক্ষের
সম্মুখীন যখনই তোমাকে হ'তে হয়,
তোমার চলন যেন
উভয়ের সমবায়ী সুসঙ্গতির
মধ্যমাকে রক্ষা ক'রে চলে,
তাই-ই উচিত,
আর, ঔচিত্য মানেই হ'চ্ছে—
সমবায়ী বা মিলনপ্রবণ বাক্য, চলন ও কর্ম্ম। ৪৭৭৫।
৮।১২।১৯৫২, সকাল ৮-১৫

বোধায়নী গতি-সম্বেগই ইচ্ছা,
যা'র ইচ্ছা যে-বৃত্তিকে অবলম্বন ক'রে
সার্থক হ'তে চায়,—
তেমনিই হ'য়ে ওঠে তা'র সত্তা,
এই বৃত্তি-আবিষ্ট সত্তাই হ'চ্ছে—
ঐ ইচ্ছার রূপায়িত সৃষ্টি,
ঐ আবেশ যা'র যেমন ঘন বা পাতলা—

সে তেমন অজ্ঞ বা বিজ্ঞ,
আবার, ঐ ইচ্ছার সম্বেগ, উৎস বা অধিপতিই হ'চ্ছেন
ঈশ্বর,
তিনিই বিধিস্রোতা হ'য়ে
বিশেষ বৈশিষ্ট্যে অধিরূঢ় থেকেও
জীবন-দীপনায় প্রভান্বিত,—
ঈশ্বর জীবন-স্বরূপ ;
আবার, ঐ ঈশ্বরের প্রতি যে যেমন
ঈশ্বর ভজনাও করেন তা'কে তেমনি,
প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যেই তিনি অনুস্যূত,
বৈশিষ্ট্য-বিধৃত এষণা বা ইচ্ছাই
ঐ বৈশিষ্ট্যের বিশেষত্ব ;
তাই, তাঁ'কে ধরতে হ'লে
বৈশিষ্ট্য-নিহিত বিশেষ ইচ্ছা নিয়েই ধরতে হ'বে,
সেখানে ঐ নির্ব্বিশেষ তাঁ'র হাত নেই,
হাত ঐ বিশেষের,
তাই, তাঁ'কে তুমি ধর ও চলও তেমনি। ৪৭৭৬।
৮।১২।১৯৫২, সকাল ৮-৪০

তুমি ভক্তিরাগ-দীপনা নিয়ে
বোধ-সুবীক্ষণী সন্ধিৎসু হ'য়ে
বর্দ্ধনার পথে দাঁড়িয়ে থাক—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়-সমীক্ষায়—
তদনুসরণে ;
সময় ও সুযোগের সঙ্গতি পেলেই
সুসঙ্গত তৎপরতায়
সঙ্গতিশীল পদবিক্ষেপে

শুভ-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
তখনই ঐ সুযোগ ও সুবিধাকে ধ'রে ফেল,
এই আহরণেই তোমার জীবনকে চলন্ত ক'রে রাখ—
অর্জ্জনী অনুধ্যায়িতা নিয়ে ;
কামনা কৃতী-সন্দীপনায়
তোমাকে নন্দিত ক'রে তুলবে। ৪৭৭৭।
৮।১২।১৯৫২, সকাল ১০-১০

তোমার সেবা
সেবিতের অন্তঃকরণে
যদি ইষ্টপ্রতিষ্ঠাই না ক'রে তুলতে পারে—
উচ্ছ্বসিত রাগভঙ্গিমায়,
অনুচর্য্যী উদ্দীপনায়,
যোগ্যতার অভিসারণায়,—
সে-সেবা বিকৃত কিন্তু,
অন্তঃকরণের উদ্বোধক নয়কো,
তা' কিন্তু প্রতিক্রিয়ায়
কোন সাড়াই সৃষ্টি করবে কমই,
কিংবা বিপরীত-ক্রিয়াশীলও হ'তে পারে ;
ইষ্টীতপা হ'য়ে ইষ্টপ্রতিষ্ঠা কর,
আর তা' সার্থক হ'য়ে উঠুক ঈশ্বরে। ৪৭৭৮।
৮।১২।১৯৫২, সকাল ১০-২৫

কিসে কী হয়—
কোথায় কী পদ্ধতির ভিতর-দিয়ে,—
সম্যক্ সন্ধিৎসা নিয়ে তা' দেখ,
অনুভব কর,

আর, কিসের সঙ্গে বা কোথায়
তা'র মিল বা সঙ্গতি আছে
তা' নির্দ্ধারণ ক'রে
তেমনতরভাবেই বিন্যাস কর তা'কে—
সুসঙ্গত বোধিতৎপরতায়,
এমনি ক'রেই বহুদর্শিতার
সুসঙ্গত প্রাজ্ঞপ্রতীক হ'য়ে ওঠ,
ইষ্টার্থ-সার্থকতায়
সেগুলিকে সার্থক ক'রে তোল;—
তোমার বোধিচক্ষুতে
সুকেন্দ্রিক ইষ্টদীপনায়
ঈশিত্ব প্রতিভাত হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরই আধিপত্যের উৎস ও তা'র স্বরূপ। ৪৭৭৯।

৮।১২।১৯৫২, বেলা ১১-৩০

কেউ যদি তোমার কোন কাজের খুঁত ধরে,
তা' যতই কটু হো'ক না কেন—
তা'তে বিরক্ত হ'য়ে নিজেকে ঠকিও না,
বরং খুঁতের বিবরণ আগ্রহ-সহকারে শোন,
আর, তা'কে তোমার বোধিচক্ষু নিয়ে দেখ,
কী করলে সে-কাজ বা বিষয়
নিখুঁতভাবে সংগ্রথিত হ'তে পারে,
তা' বিবেচনা কর—
সব দিক দিয়ে
সুবিধার সঙ্গতিতে,
আর, তা' তেমনি ক'রেই বিনায়িত ক'রে তোল,—
আর, যিনি তোমার খুঁত ধরেছেন

বা যাঁ'র কাছ থেকে নিষ্পাদনী উপদেশ পেয়েছ,
কৃতজ্ঞ থাক তাঁ'র কাছে,
তোমার ঐ বিনীত কর্ম্মানুদীপনা
পূর্ণতার দিকেই নিয়ে চলবে তোমাকে ;
নিখুঁত ভাবা ও নিখুঁত করায়
নিখুঁত বোধের প্রয়োজন,
আর, এতে তুমি বিবর্ত্তনের পথে
নিখুঁতভাবে চলতে পারবে,
কিন্তু বিরক্তি, বিদ্বেষ
বা যে খুঁত ধরেছে তা'র প্রতি কটু কটাক্ষ
বিরুদ্ধতা ও বৈরীতাকেই আমন্ত্রণ করবে,
তুমি আপূরিত না হ'য়ে
ক্ষীয়মাণই হ'তে থাকবে ;
আবার, তোমার কাজ নিখুঁত হওয়া সত্ত্বেও
যদি কেউ নিন্দা করে,—
তা'তে দুঃখিত হ'য়ো না,
কারণ, সে তোমার পারদর্শিতাকে নিন্দা করে না,
নিন্দা করে তোমাকে ;
ঈশ্বর সব-কিছুতেই সর্ব্বতঃসম্পূর্ণ । ৪৭৮০ ।

৮।১২।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-২০

হীনম্মন্যতা-সঞ্জাত আক্রুষ্ট অভিমান
বিনীত সৌজন্যকে পরিহার ক'রে
আত্মপ্রশংসায়ই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে চলে—
অন্যকে হীন প্রতিপন্ন করার ভঙ্গী নিয়ে,
এমনতর হৃদয়
নিজেকেই অভিশপ্ত ক'রে তোলে,

তা'র বিক্ষুব্ধ অন্তঃকরণ
অন্যের আপ্যায়নী কৃপাতেও
সংক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
তাই, বঞ্চিতও হয়,
অহং-আচ্ছন্ন ধৃষ্টতার
অভিশাপ-সংঘাতে
সে নিজেকেই বিমর্দ্দিত ক'রে তোলে—
পরশ্রীকাতর ক্লেশদিগ্ধ হৃদয় নিয়ে,
যতই তা'কে সুখী ক'রতে চেষ্টা কর না কেন,
তা'র নিজস্ব দৈন্যই
বিষ-দংশনে দীর্ণ ও শীর্ণ করে তোলে তা'কে—
আত্মসংঘাতী বেদনায় ম্রিয়ল ক'রে,
জীয়ন্তেই
রৌরব নরক উপঢৌকন মিলে থাকে তা'র ;
শাতন-সেবীদের পতনই পুরস্কার । ৪৭৮১ ।

৮।১২।১৯৫২, রাত ১০-৪৫

কোন সৎ-সন্দীপনাকে
সক্রিয় সম্বর্দ্ধন-তৎপরই যদি ক'রে রাখতে চাও,
তবে তদনুপোষণী ক্রমান্বয়ী ঢেউ
সৃষ্টি ক'রে চলতে থাক,
এই ঢেউ যেমনতর তৎপরতা নিয়ে
যেমন উদ্বেলন সৃষ্টি ক'রতে পারবে,
ঐ সৎ-সন্দীপনাও
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে চলবে ততই বাস্তবে ;
ঐ ঢেউ গণ-অন্তরে শুভক্রিয়াশীল হ'য়ে
সংহতির শুভ-নিবন্ধনে

ঐ সৎসন্দীপ্ত বাস্তবতাকে
রূপায়িত ক'রে
বিনায়িত ক'রে
তা'রই কূলে
ঝলক মেরে সার্থক হ'য়ে উঠবে—
সুবিন্যাসী সমাবেশে সমাহিত হয়ে ;
ঈশ্বর জীবনস্রোতা—
ছন্দায়িত বিধি-বিলোড়নে
বৈশিষ্ট্য-উদ্বেলক হ'য়ে
তরঙ্গ-অবশায়িত তিনি—
প্রতি বিশেষে বিশিষ্ট উদ্‌গতি নিয়ে । ৪৭৮২ ।

৯।১২।১৯৫২, **সকাল ৮-২৭**

তুমি ইষ্টনিষ্ঠ হও —
সক্রিয় তৎপরতায়,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম নিয়ে,
তোমার সত্তার পারিবেশিক প্রত্যেকটি প্রবৃত্তি
ইষ্টীতপা হ'য়ে উঠুক—
তোমার সত্তাকে সার্থকভাবে আলিঙ্গন ক'রে,
সমস্ত কুণ্ঠার অপনোদনে,—
আর, তাই-ই তোমার বৈকুণ্ঠলাভ । ৪৭৮৩ ।

৯।১২।১৯৫২, **সকাল ৮-৩০**

তোমার সত্তা-অন্বিত মাতৃকতা
যা' ঔপাদানিক বিন্যাসে
তোমাকে বিশেষ ক'রে তুলেছে,
সেই রজঃ বা ধূলিরাশি

যতই তোমাকে ইষ্টার্থী সার্থকতায়
সক্রিয় অনুদীপনা নিয়ে
বোধবীক্ষিত দক্ষতায়
ইষ্টার্থ-উপচয়ী ক'রে তুলবে—
নিঃশেষভাবে,—
তোমার সত্তা-সম্বুদ্ধ আত্মিক সম্বেদনা
অর্থাৎ বোধিসত্তা
বিরজা অর্থাৎ বিগতরজ হ'য়ে উঠবে ততই—
মাতৃক-রজ-সংস্থিতিকে অতিক্রম ক'রে,
বৈতরণী পার হবে তুমি । ৪৭৮৪ ।
৯।১২।১৯৫২, সকাল ৮-৩৫

ধরবার আগেই খতিয়ে নিও—
যা' ধরবে, তা' সৎ বা শুভ কিনা,
সত্তার পোষক বা ধারক—
এমনতর বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয় কিনা ;
তা' নির্দ্ধারিত হ'লে
নাছোড়বান্দা হ'য়ে ধর—
সমস্ত প্রবৃত্তিকে তদনুচর্য্যী ক'রে,
কর—
এই করার ভিতর-দিয়ে
তোমার চরিত্র হ'য়ে উঠুক তেমনিতর,
তাহ'লেই পাওয়াটাও তেমনি গজিয়ে উঠবে ;
ভ্রান্তিনিষ্ঠ ধারণা ও তদনুগ করা
মানুষকে ভ্রান্ত ও বিপথগামী ক'রে তোলে—
শত সদিচ্ছাই থাক্ না কেন । ৪৭৮৫ ।
১১।১২।১৯৫২, দুপুর ১২টা

স্থকেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
আদর্শ-অনুবন্ধনী উদ্দীপনা নিয়ে
প্রথমেই সব্যষ্টি প্রদেশগুলিকে
পারস্পরিকতায় সুনিবদ্ধ ক'রে তোল—
প্রাদেশিক সমবায়ী সংহতিতে সুসম্বদ্ধ ক'রে,
পারস্পরিক একত্বানুবন্ধনে,—
যা'তে পরস্পর পরস্পরের
সমীচীন স্বার্থ হ'য়ে উঠতে পারে ;
প্রত্যেকেই যেন ভাবতে পারে—
প্রত্যেক প্রদেশেই সে স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ ;
সত্তা-বিধায়নী, সত্তা-পরিপোষণী
সত্তা-সংরক্ষণী ও সাত্ত্বিক আপূরণী অনুচর্য্যা
যেখানেই থাক্ না কেন,
পারস্পরিকতা নিয়ে প্রত্যেকে যেন
উপভোগ ক'রতে পারে তা',
যা'তে কেউ কখনও মনে না ভাবতে পারে—
এটা আমার,
ওটা আমার নয়কো ;
এই সংহতি এমনতর বিধানে
পর্য্যবসিত হ'য়ে উঠুক,—
ঐ আদর্শ-অনুসেবী সঙ্ঘই যা'তে
প্রদেশগুলির সমবায়ী রাষ্ট্রসংঘ হ'য়ে ওঠে ;
আর, যে-কোন প্রদেশে
যে-কোন স্থকর্ম্মা শ্রেয়সন্দীপী সৎপুরুষ
ঐ প্রাদেশিক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত থাকুন না কেন,
যে-কোন প্রদেশে যেখানে যেমন প্রয়োজন—
সহজ ও স্বতঃ-তৎপরতা নিয়ে

ঐ সমবায়ী সংস্থা বা বিধানের
অনুপ্রেরণায় বা অনুমোদনে
তিনি যেন সেখানে যেয়ে
তা'দের উন্নতি-অনুচর্য্যা
স্বাভাবিক স্বতঃপ্রেরণা-দীপ্ত হ'য়েই
ক'রতে পারেন ;
এমনতর অনুকম্পী অনুবেদনী রাষ্ট্রপুরুষ
যেখানেই যাবেন—
তাঁ'র অনুচর্য্যা বিভা বিকিরণ ক'রে
সেখানকার জনগণকে
স্বস্থ ও সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারবে ,
প্রদেশ ও তৎ-নিয়মন-নিবদ্ধ
যে-বিভাগই থাক না কেন,
সবই সার্থকতায় সন্দীপিত হ'য়ে উঠবে ;
তা' যদি না কর,
বিচ্ছিন্ন বিশ্লিষ্ট ভাব
সর্ব্বনাশের হোতা হ'য়ে
সবাইকে ধুলিসাৎ ক'রে দেবে একদিন—
সঙ্ঘাতের শঙ্কিত সংক্ষোভে ;
প্রদেশ থাকলেও প্রাদেশিকতার
গণ্ডী এতটুকুও যেন না থাকে,
প্রত্যেকটি প্রদেশ প্রত্যেকটি প্রদেশের
সহানুধ্যায়ী সানুকম্পী
পোষণ-পূরণী হ'য়ে ওঠে,
সবাইকে সুপুষ্ট, সম্বর্দ্ধিত ও সুপরাক্রমী
ক'রে তোলাই যেন
প্রত্যেকের অন্তর-আকূতি

ও সাত্ত্বিক প্রবোধনা হ'য়ে ওঠে ;

যতই এমনতর হ'য়ে উঠবে,—

কেন্দ্র-সংস্থাও শক্তিশালী হ'য়ে উঠবে তেমনি,

আবার, প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলিও

বিভাদীপ্ত হ'য়ে উঠবে,

ফলে, একটা বিরাট সংহত প্রবর্দ্ধনা নিয়ে

প্রত্যেকেই গজিয়ে উঠতে থাকবে—

যোগ্যতার অধ্যবসায়ী উৎক্রমণা নিয়ে,

উৎকণ্ঠ সুতীক্ষ্ণ চক্ষু ও শ্রবণ নিয়ে

প্রত্যেকটি প্রদেশ

প্রত্যেকটি প্রদেশের পোষণপূরণী হ'য়ে উঠবে—

তড়িৎ-সন্দীপনার তড়িৎ-বিক্রমে ;

এই বিধায়নী অনুদীপনা

যেখানে যেমন অবজ্ঞাত বা একদেশদর্শী,

বিশৃঙ্খলা ও ব্যভিচারও সেখানে তেমনি ;

বিচ্ছিন্ন যা'রা,

অজ্ঞতায় ভাসমান যা'রা—

সুকেন্দ্রিক সুবীক্ষণী তৎপর অনুচর্য্যায়

তা'রাও বোধায়নী বিন্যাসে উদ্ভিন্ন হ'য়ে

সুশৃঙ্খল ও সুসংহত হ'য়ে ওঠে,

আর, সব বিশৃঙ্খলা শৃঙ্খলায় সন্দীপিত হ'য়ে

প্রাণন-দীপনা নিয়ে

সার্থক হ'য়ে ওঠে ঈশ্বরে ;

ঈশ্বরই পরম সার্থকতা। ৪৭৮৬।

১১।১২।১৯৫২, রাত ১০-১০

তুমি ইষ্টার্থ-উপচয়ী হও—
দীপী-বর্ত্তনায়,
সসত্ত্ব প্রবৃত্তিগুলিকে তদনুচর্য্যাপরায়ণ ক'রে,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রীতিবিচ্ছুরণা নিয়ে,
বাক্ ও কর্ম্মের সুসঙ্গতি-সহ
বোধায়নী পরিক্রমায়
ঐ অমন ক'রেই চলতে থাক,
তোমার দীপালী-বিভা
প্রত্যেক অন্তঃকরণকেই উদ্ভাসিত ক'রে তুলবে—
হৃদ্য আপ্যায়নী অনুকম্পায়,
দক্ষ কুশল মহিমার
মহৎ প্রেরণাপ্রবুদ্ধি নিয়ে,
মুখ্য ও গৌণ অর্জ্জনার উর্জ্জী সম্বেগে,
ইষ্টভরণী যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা,
দান, প্রতিগ্রহের
সাম্য-সঙ্গর্ভী সুযুক্তি-সঙ্গতি নিয়ে
বাস্তব পরিক্রমায় ;
ব্যক্তিত্বের শৌর্য্য-বিচ্ছুরণা
প্রচোদয়ী হ'য়ে উঠুক তোমাতে—
সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে সার্থক ক'রে,
প্রত্যেককে আপূরিত ক'রে ;
দিক্‌পাল হ'য়ে ওঠ তুমি,
আবার, লোকদেবতা তোমাকে
'দশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ' ব'লে
নমস্কার করুক,
আর, সব-কিছু নিয়ে

তুমি সার্থক হ'য়ে ওঠ ঈশ্বরে ;
ঈশ্বর বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ স্বতঃই। ৪৭৮৭।
১২।১২।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৪৫

তোমার প্রকৃতি, স্বভাব বা স্ববৃত্তি
আত্মিক সম্বেগ অর্থাৎ পৌরুষ-সম্বেগকে
তা'র মানেই হ'চ্ছে
পূরণ-বর্দ্ধন-প্রীণনসম্বেগকে
যেমন ক'রে ধরে
ও চলেও যেমন,
তোমার সত্তাও রূপায়িত হ'য়ে ওঠে তেমনি,
আর, বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্ট বা শ্রেয়ই
মানুষের পৌরুষ-অনুপ্রেরক,
তিনিই বোধিসত্ত্ব। ৪৭৮৮।
১২।১২।১৯৫২, রাত ৭-৩০

যে-সম্প্রদায়ে, সমাজে বা রাষ্ট্রে
নারীর সতীত্ব যত অবজ্ঞাত,
অসম্মানিত, অপূজিত,
নারী যেখানে স্বামী-স্বার্থিনী নয়কো
সর্ব্বতোভাবে,
পুরুষকে সে যেখানে
ইষ্টানুগ প্রেরণা-সম্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে না,
তা'র বোধিস্রোতা সত্তাকে
পোষণ-প্রদীপনায়
আপূরিত ক'রে তুলতে পারে না,
স্বামীর স্বগণ যা'রা

তা'দিগকে সুসংহত ক'রে তুলতে পারে না—

বাক্য, ব্যবহার

ও সুসঙ্গত কর্ম্ম-নিয়োজনার ভিতর-দিয়ে

সেবা-সন্দীপ্ত পরিচর্য্যা নিয়ে,—

সে সম্প্রদায়, সমাজ বা রাষ্ট্র

ঘুমন্ত অজ্ঞ সম্বেগে

জাহান্নমের পথে ধাবিত হ'য়ে চলেছে—

এটা অতিনিশ্চয়,

একটু লক্ষ্য ক'রে দেখলেই

এটা বেশ বুঝতে পারা যাবে ;

সুনিষ্ঠ, সুকেন্দ্রিক, সুতপা অনুচর্য্যাই

ঈশিত্বের উদ্বোধক,

ঈশ্বরই সৎ,

এক এবং অদ্বিতীয়,

নিঃশ্রেয়সী শ্রেয় । ৪৭৮৯ ।

১৩।১২।১৯৫২, রাত ৮-৪৫

যে স্ত্রী সর্ব্বতোভাবে স্বামী-স্বার্থিনী হ'য়েও

শিষ্টা স্বামী সার্থিনী সপত্নীকে

আপ্তীকৃত ক'রে নিতে জানে না,

তা'র স্বামী-প্রীতি বা ভক্তিই সন্দেহের,

তা' প্রত্যাশাপীড়িতই প্রায়শঃ,

জীবনও তা'র রৌরবময় স্বতঃই,

নারীত্বে তা'র ধিক্ । ৪৭৯০ ।

১৩।১২।১৯৫২, রাত ৮-৪৫

যে-কোন বিপর্য্যয়ই আসুক না কেন,
তা'কে যদি বোধিকুশল অনুদীপনা নিয়ে
সুসংস্থ তৎপরতায়
অতিক্রম ক'রতে না পার,
তবে কিন্তু সে তোমাকে
তা'র কূটগহ্বরে বিলীন হ'তে
বাধ্যই ক'রে চলবে,
তোমার অস্তি-সম্বেগ যদি
তীক্ষ্ণস্রোতা না হয়,—
সে তোমার সত্তাবিলোপীই হ'য়ে উঠতে পারে ;
সুনিষ্ঠ, সুকেন্দ্রিক, সুতপা
বোধিকুশল তৎপরতা নিয়ে
বিপর্য্যয়কে অতিক্রম ও উল্লঙ্ঘন ক'রে চল,—
ঈশ্বর স্মিত শৌর্য্যনন্দনায়
তোমাকে স্বস্তিদান করবেন। ৪৭৯১।
১৩।১২।১৯৫২, রাত ৯টা

মানুষকে যদি স্বস্থ
ও সম্বর্দ্ধনায় অনুপ্রেরিত ক'রতে চাও,—
তা'দের স্বভাব-সন্নিদ্ধ দোষগুলিকে
বেশী ঘাঁটাঘাঁটি না ক'রে
তদ্বিরতি-প্রবোধনার উদ্দীপনায়
আত্মানুসন্ধিৎসু ক'রে তোল তা'দিগকে,
বিরতি-প্রবোধনাকে উদ্দীপ্ত না ক'রে
ঐ দোষ নিয়ে ঘোঁট করা মানে
তা'দের ঐ দোষই বাড়িয়ে দেওয়া,

তাই, খাঁকতিগুলির সংশোধনী প্রবৃত্তিকে
উদগ্র ক'রে তোল,
সঙ্গে-সঙ্গে সৎকর্ম্ম-সম্বেদনাকে
এমনতর সক্রিয় অনুশীলনতৎপর ক'রে তোল,
যা'তে তা'রা প্রত্যেকে
তা'দের নিজস্ব শুভপ্রসূ করণীয়গুলিতে
ব্যাপৃত ও অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে,
আর, তা'ই ক'রে
আত্মপ্রসাদ অনুভব ক'রতে পারে,
তোমার উৎসাহ-উদ্দীপী বাহবার ভিতর-দিয়ে
তা' বেশ ক'রে উপভোগ ক'রতে পারে ;
এমনি ক'রে ঐ সমস্ত কর্ম্মে
লুব্ধ ক'রে তোল তা'দিগকে
অভ্যস্ত ক'রে তোল—
যোগ্যতায় অযুতশক্তি ক'রে,
তা'র ফলে, তা'দের ঐ অসৎকর্ম্মা প্রবৃত্তিগুলি
ক্ষীণই হ'য়ে আসবে,
আর, বৃদ্ধি পাবে সৎকর্ম্ম সন্দীপনা,
এগুলি সবই করতে হবে কিন্তু
তা'দিগকে শ্রেয়-অনুরাগ নিবদ্ধ ক'রে,—
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়তপনিষ্ঠার অনুক্রমণী উদ্বর্দ্ধনায়
সংহত ক'রে তুলে ;
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়ই
ঈশ্বরের জীয়ন্ত বেদী। ৪৭৯২।

১৫।১২।১৯৫২, সকাল ৯-১০

তুমি অচ্যুত শ্রেয়নিষ্ঠ হ'য়ে
বাক্, ব্যবহার ও অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
মানুষের যতই হৃদ্য হ'য়ে উঠবে,
দরদী হ'য়ে উঠবে,
তোমার ব্যক্তিত্ব তোমার পরিবেশের
প্রীতি-সন্দীপনী ও মর্ম্মস্পর্শী হ'য়ে উঠবে ততই,
তা'রা তোমাকে নির্ব্বিচারে
আপনার জন ব'লে আলিঙ্গন করবে ;
বিদ্রূপ-কটাক্ষ
মানুষকে বিপরীতই ক'রে তোলে,
এমন-কি, মিষ্ট অসৎ-নিরোধী তৎপরতা নিয়ে
কুৎসিত লোকদের প্রতিও
যতই অমনতর হ'য়ে উঠবে—
সাবধানী সুবিন্যাস-তৎপরতায়,
হয়তো দু'দশবার ঠকতেও পার,
কিন্তু তোমার ঐ হৃদ্য স্বভাব
তোমার প্রতি
তা'দিগকে অনেকখানি সশ্রদ্ধ ক'রে তুলবেই কি তুলবে,
তা'র ফলে, আশু কিছু না হ'লেও
উত্তরজীবনে হয়তো
তুমিই হ'য়ে উঠবে তাদের
একটা বিবর্ত্তনী দীপনকেন্দ্র ;
ঈশ্বরের আশিস্-ধারা সবাতেই স্রোতকল্লোলী,
ঐ অনুবেদনী অনুপ্রাণতা
মানুষের অন্তর্নিহিত ঐ স্রোতকেই স্পর্শ ক'রে

তা'দের মর্ম্মকে মহৎ-সম্বেগী ক'রে তোলে ;
ঈশ্বরই চির-মহৎ। ৪৭৯৩।
১৫।১২।১৯৫২, সকাল ৯-৩৫

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ বেত্তাপুরুষ যিনি,
আচার্য্য যিনি,
শ্রেয় যিনি,
যিনি ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টপুরুষ তোমার,—
তাঁর জীয়ন্ত বেদীমূলে
অচ্যুত সশ্রদ্ধ সন্দীপনা নিয়ে
ক্লেশসুখপ্রিয়তার তপনিস্যন্দী পরিক্রমায়
ঐ ইষ্টতপা হ'য়ে
তৎস্বার্থী হ'য়ে
তদর্থী উপচয়ী
বাস্তব ক্রিয়াশীল অনুধ্যায়িতার সহিত
আত্মবীক্ষণার সুসঙ্গত তৎপরতায়
বোধায়নী কুশল কৃতী সন্দীপনায়
তাঁ'তেই উপাসনা-তৎপর হ'য়ে চলতে থাকলে—
ক্রমশঃই তোমার সুসঙ্গত সার্থক
বৃত্তি-সংহতির ভিতর-দিয়ে
সক্রিয় তৎপরতায়
শ্রেয়তপী অনুবেদনার দক্ষ সুধীদৃষ্টি
অনুভূতি ও উপলব্ধি নিয়ে
ঈশিত্বের স্ফুরণ-তাৎপর্য্যে
একদিন ঐ অনুভব ও উপলব্ধির
সুসঙ্গত অনুবীক্ষণী সংহতির
উদ্দীপিত সংহিত সমীক্ষায়

তাঁ'তেই দেখতে পাবে—
পূর্ব্ব-পূর্ব্ব প্রাচীনদের
সুসঙ্গত তপবিনয়নী সমাবেশের সঙ্গতিশালিত্বে
ঈশ্বরের পরাৎপর অভিনিবেশ
কেমন ক'রে তাঁ'তে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে
তোমারই সম্মুখে
অসীমের সীমায়িত সসীম মূর্চ্ছনায়
একটা সাধারণ মানুষ-মূর্ত্তিতে
সব যা'-কিছুর কেন্দ্রস্থল হ'য়ে
দেদীপ্যমান স্মিত কায়ায়
তোমারই কাছে আবির্ভূত ;
তিনি ছিলেন একদিন—
আছেনও এখন,
কাল তাঁ'কে অবচ্ছিন্ন ক'রতে পারে না,
তত্ত্বতঃও তাঁ'কে দেখতে পারবে,
সুসঙ্গত-সত্ত্বতঃও তাঁ'কে দেখতে পারবে,—
অসীমের সসীম
'অণোরণীয়ান্
মহতো মহীয়ান্'
পুলকপ্লুত মানুষেরই মতন
যা'-কিছু সব নিয়ে
আশিস্-লোচনে
তিনি তোমার দিকে চেয়ে আছেন,—
যে-প্রেরণা ঈশিত্বের স্ফুরণা নিয়ে
তোমাতে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে ;
সেই অস্ফুট বুকভরা অমৃত স্ফুরণার
প্রস্ফুট প্রেরণা নিয়ে

তুমি ব'লে উঠবে—
"শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" ;
ঈশ্বরই সাধ্য,
ঈশ্বরই অমৃতস্বরূপ। ৪৭৯৪।

১৫।১২।১৯৫২, রাত ৭-৩০

অনেক ব্যক্তিত্বে
উচ্ছল গুণরাজি
বহুল বিভা বিকিরণ করা সত্ত্বেও
এমন দু'-একটি তমসাবৃত প্রবৃত্তি-অভিভূত আবেগ
সক্রিয় হ'য়ে থাকে,
যা'র ফলে, ঐ বিভা বিমর্ষ হ'য়ে
ম্রিয়ল দীপনায়
বিকৃত ব্যভিচারে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
ঐ বিভা-সমন্বিত ব্যক্তিত্বকে
অবসন্ন ক'রে তোলে,
সুখ্যাতি-অখ্যাতির কূটক্রূর দৃষ্টিতে
ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে,
তুমি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
ইষ্টার্থ-অনুবেদনা নিয়ে
সর্ব্বান্তঃকরণে তৎস্বার্থী হ'য়ে
তদুপচয়ী অনুপ্রেরণায়
উদ্বুদ্ধ আনতি নিয়ে
নিজেকে বেশ ক'রে খতিয়ে দেখ,
যদি অমনতর কিছু থাকে
এখনই তা' হ'তে নিবৃত্ত হও,
বিন্যাসের বিনায়িত মঞ্জুল তালে

তা'কে ইষ্টার্থপরায়ণ ক'রে তোল,
ইষ্টস্বার্থ-ইষ্টপ্রতিষ্ঠায় মুখর ক'রে তোল,
আবিষ্ট লুব্ধ দৃষ্টিতে
সেদিকে আর ফিরে চেও না,
নিয়মনের কঠোর বল্গায়
তা'কে ইষ্টতপা ক'রে তোল,
অন্ধকার-বিমুক্ত হও,
তা'কে বশ ক'রে ফেল ;
ঈশ্বর পরম বশী। ৪৭৯৫।
১৫।১২।১৯৫২, রাত ৮-৫০

বস্তুতান্ত্রিকতা কা'কে বলে
তা' বুঝতে পেরে উঠি না,
যদি তা'র সাথে
জীবন বা প্রাণন-তান্ত্রিকতা না থাকে,—
যা' সত্তায় অনুস্যূত থেকে
'অস্তু'-অনুবেদনা নিয়ে
'হওন' বা 'হওয়ান'র ইচ্ছা নিয়ে
সত্তার অনুপোষণায়
উপভোগ-অনুরক্ষণায়
বিবর্দ্ধনী আকূতির অনুশাসন-নিয়মনে
জীবনকে, সত্তাকে
বিবর্ত্তনী বিবর্দ্ধনে বিস্তারশীল ক'রে
আরোতর আরোতে
উৎক্রমণশীল ক'রে তোলে—
বাঁচাবাড়ার আগ্রহ-অনুদীপ্ত অনুচর্য্যা-নিরত হ'য়ে ;
জীবন বা প্রাণন-পরিচর্য্যাকে ব্যাহত ক'রে

বস্তুতান্ত্রিকতার কল্পনা যেখানে,
তা' মরণতন্ত্রী ক্ষয়িষ্ণু চলন বা ক্ষয়তান্ত্রিকতা ছাড়া
কিছুই নয়কো ;

যা'কে আমরা বস্তু ব'লে বুঝি,
বস্তু ব'লে জানি,
অনুভব বা উপলব্ধি করি,—

তা' কিন্তু আমাদের অন্তর্নিহিত
চেতন অভিদীপনার সংঘাতের ভিতর দিয়েই
অনুভব বা উপলব্ধি ক'রে থাকি,

এবং তা'কে সত্তাপোষণী নিয়মনে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
আমাদের অস্তিবৃদ্ধির অনুপোষক বা অনুপূরক ক'রে
বিনায়ন ও ব্যবহার করি ;

সেটা যত সুব্যবস্থ ও সুন্দর হ'য়ে
সত্তাকে ধারণ-রক্ষণ-পালন করে,—

তা'ই আমাদের জীবন-চলনায় সাধু হ'য়ে ওঠে তত,
তা'কেই আমরা সৎকর্ম্ম ব'লে অভিহিত করি ;

জগতে কোনদিন ঐ অমনতর বস্তুতান্ত্রিকতা
ছিল কিনা তাও জানি না

আর, তা' যদি থাকেও—
জীবনকে ব্যাহত ক'রে
তা' কিন্তু মরণেরই সত্তা-উৎসাদনী অভিযান ;

এই মাতৃক জগতে যদি
প্রাণন দীপনা অনুস্যূত না থাকত,
বস্তুর অস্তিত্ব কেমন হ'ত,
কী থাকতো,

তা' ইয়াদে আসে না ;
ঈশ্বর জীবনস্রোতা সব কিছুতেই। ৪৭৯৬।
১৬।১২।১৯৫২, রাত ৮-২০

তুমি ক্রমাগত যেমন আগ্রহ বা বিরূপতা নিয়ে
যা'র সম্মুখীন হও—
যেমনতরভাবে,
কিংবা তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও
বারংবার যেমনতর সঙ্ঘাতের মধ্যে গিয়ে পড়—
যেমনভাবে,—
তা' তোমার মস্তিষ্ককোষ-সমূহ,
শুধু ঐ কোষ-সমূহ কেন,
বৈধানিক কোষ-সমূহ
ও তা'র অন্তর্নিহিত ঔপাদানিক সংস্থিতির
স্থিতিস্থাপক সংহতির
সহজ অনুস্থাপনী বিন্যাসকে
তদনুযায়ী পরিবর্ত্তিত ক'রে
তেমনতর রকমারিতে আবর্ত্তিত ক'রে তোলে,—
যা'র ফলে তদনুগ প্রবণতা ও কর্ম্ম সন্দীপনা
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে তোমাতে,
এক কথায়, তুমি ওতেই অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
ওই অভ্যাসের ফলে
বৈধানিক ব্যতিক্রম বা উন্নতি
যেখানে যেমন হওয়া উচিত—
তেমনিতর হ'য়ে ওঠে
তেমনতর বোধিদীপনা নিয়ে ;

বিকেন্দ্রিক চলনে
সহজ বৈধানিক বিন্যাস ব্যাহত হ'লে
সুকেন্দ্রিক সংহিত স্বস্থ অবস্থায়
যেমনতর সাড়ায় যে-বোধ
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠত,
তা' আর তেমনতর হ'য়ে উঠতে চায় না,
বোধায়নী সক্রিয় সন্দীপনাও
তেমনি বক্রগতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে,
খানিকটা বিবশ হ'য়ে ওঠে,
মনে হয়, বোধদীপনার বিরুদ্ধে
এমন একটা নিরোধী চাপ সৃষ্টি হ'য়ে আছে—
অর্থাৎ অজ্ঞতা ও অকর্ম্মের
এমন একটা পলি পড়ে আছে—
যা'কে অতিক্রম করাই দুরূহ,
শ্লথসম্বেগী ইচ্ছা কিছুতেই যেন
উদগ্র-প্রচেষ্টাশীল হ'তে দেয় না;
তাই, মানুষ অকম্পিত অনুরাগ নিয়ে
শ্রেয়-সঙ্গ ও শ্রেয়-অনুচর্য্যায়
সুচিন্তিত ও সক্রিয় হ'য়ে না উঠলে
ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন ও তদনুগ বিন্যাসও
কঠোরই হ'য়ে ওঠে,
সত্তা-সংহত আধিপত্যও বিক্ষুব্ধ হ'য়ে পড়ে,
মানুষ বিবর্দ্ধনে বিবর্ত্তিত হ'য়ে উঠতে পারে না;
ঈশ্বরই শ্রেয়,
ঈশ্বরই আত্মিক সম্বেগ,
অন্তর্নিহিত যোগাবেগের প্রাণন-সন্দীপনা। ৪৭৯৭।

১৭।১২।১৯৫২, সকাল ৯-৩০

তুমি যদি নারী হও,
তোমার সবর্ণ বা তোমা হ'তে বর্ণে যিনি শ্রেষ্ঠ,
কুলে যিনি শ্রেষ্ঠ,
তদনুপাতিক শীল-অনুচর্য্যায়
বিদ্যা, বিনয়, সদাচার ইত্যাদিতে যিনি শ্রেষ্ঠ,
ব্যক্তিত্বে যিনি শ্রেষ্ঠ,
সর্ব্বতোমুখীন সঙ্গতি নিয়ে
যিনি উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছেন জীবনে,
যা'র বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ সংসম্বেগ
প্রীতি-সন্দীপনা নিয়ে
অনুদীপনী অনুচর্য্যা-নিরত স্বভাবতঃ
অচ্যুত শ্রেয়-নিষ্ঠাকে ভিত্তি ক'রে,
তৎস্বার্থে নিজেকে স্বার্থান্বিত ক'রে,—
তিনিই তোমার কাছে শ্রেয় ;
তৎ-নিষ্ঠা ও অনুরতি তোমাকে
তদনুগ উন্নতির অভিযাত্রী ক'রে তুলবে—
নিঃসন্দেহে ;
তবে বর-নির্ব্বাচনে বিশেষ ক'রে দেখতে হবে—
ঐ বর কুলে, শীলে, চরিত্রে
শ্রেষ্ঠ ও অনুপূরণী কিনা ;
আবার, যে-কোন শ্রেয়ই হউন না কেন,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ অনুরঞ্জনায়
শ্রেয়স্বার্থী হওয়ার প্রবৃত্তি
তাঁ'তে সক্রিয়ভাবে
মাথা তোলা দিয়ে থাকেই কি থাকে,
ঐই শ্রেয়ের মুখ্য লক্ষণ ;
উন্নতির উদাত্ত অরুণদীপনাই ঈশ্বর,

তিনি বশী—
বিবর্ত্তনের পরম বিধৃতি। ৪৭৯৮।
১৭।১২।১৯৫২, বেলা ১১-১০

আদর্শ মানে, যা'তে তুমি
সবৈশিষ্ট্য তোমাকে দেখতে পার,
ঐ আদর্শ মানে দর্পণ,
তুমি দর্পণমুখী হ'য়ে
তোমার প্রতিফলন দেখে
হর্ষান্বিত হ'য়ে উঠতে পার,
আবার, আদর্শ মানে হ'চ্ছে মুকুর—
অর্থাৎ বিধাতার বৈধী-নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
যে-বৈশিষ্ট্যে তুমি উৎকীর্ণ হ'য়ে উঠেছ,—
যা'তে বা যাঁ'তে
সেই তোমাকে প্রতিফলিত ক'রে
অর্থাৎ দান ক'রে
তা'র প্রতিক্রিয় অবস্থাকে গ্রহণ ক'রে
তুমি তোমাকে উপলব্ধি ক'রে
মুকুলিত হ'য়ে উঠতে পার ;
তাহ'লে, তিনিই আদর্শ—
যিনি তোমার বৈশিষ্ট্যপালী,—
যাঁ'তে তোমার বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলনে
তুমি তোমাকে উপলব্ধি ক'রতে পার,
আশা ও অনুসরণের ভিতর-দিয়ে
হর্ষোৎফুল্ল হ'য়ে উঠতে পার,
তোমার যা'-কিছু শক্তি, সামর্থ্য, রূপ-বিভব
ও বোধদীপনাকে

যাঁ'র অনুচর্য্যায় নিয়োজিত ক'রে
নিজে সার্থক হ'য়ে উঠতে পার,
যাঁ'র নিদেশ-গ্রহণ ও তদনুপাতিক চলনে
তুমি বিবর্ত্তনে বিকশিত হ'য়ে উঠতে পার,
তিনিই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
যন্তা তোমার, ইষ্ট তোমার,
তাঁ'রই অনুচর্য্যা-আরতির
উপচয়ী অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
দিয়ে-নিয়ে
তুমি উদ্‌গতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠতে পারছ,
তন্মুখতার দিগ্‌-দর্শনী যন্ত্রে
সবৈশিষ্ট্যে নিজেকে দেখে
তদর্থান্বিত অনুদীপনায়
তোমার জীবনচলনাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে পারছ,
আবার, তাঁ'র স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার
সমঞ্জস সক্রিয় অভিযান নিয়ে
তোমার প্রবৃত্তিগুলিকে তদর্থী ক'রে
সার্থক নিবন্ধনে
ব্যক্তিত্বকে ফুটন্ত ক'রে তুলতে পারছ,—
সেই তিনিই তোমার শ্রেয় ও প্রেয়,
তিনিই তোমার জীবনরথের সারথী ;
তোমার অন্তরের তদনুরাগই
তাঁ'কে তোমার অন্তর্য্যামী ক'রে তুলেছে,
তিনি তোমার প্রিয়পরম পুরুষোত্তম,
ঐ একনিষ্ঠ জীয়ন্ত বেদীমূলেই হ'চ্ছে
তোমার উপাসনার আসন,
যে-উপাসনার ভিতর দিয়ে

ঈশিত্বের উদ্দীপনা অনুভব ক'রে
ঈশী-সম্বেগের প্রসাদ-সন্দীপ্ত হ'য়ে
অমৃতস্পর্শী হ'য়ে উঠছ ;
আদর্শ-বিহীন জীবন
তোমার আত্মিক সঙ্গতির
অপস্রোতা বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভ ছাড়া কিছুই নয়কো,
কারণ, তা' সুকেন্দ্রিক সার্থকতায়
সংহত ও সমাহিত হ'য়ে ওঠে না,
সত্তায় বোধিবিভা বিকীর্ণ ক'রে তোলে না,
ফলে, তুমি বোধিসত্ত্ব হ'য়ে উঠতে পার না ;
ঈশ্বর বোধিস্বরূপ,
ঈশ্বরই যৌগিক আকূতি—
ভক্তি,
ঈশ্বরই সার্থক অর্থ। ৪৭৯৯।

১৭।১২।১৯৫২, রাত ৮-২৫

সাহিত্যের মূল ভিত্তিই হ'চ্ছে—
জীবন ও কৃষ্টি,
অর্থাৎ কৃষ্টি যা'তে
জীবনকে পোষণপ্রবৃদ্ধ ক'রে তুলে
বিবর্ত্তনে উৎকীর্ণ ক'রে দেয়,—
তেমনতর নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
ঘটনাকে সন্নিবেশ করতঃ
মানুষের অন্তরে
বিবর্ত্তনী আকূতিকে
অনুপ্রেরিত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
সাহিত্যের মন্ত্রচালনা ;

এই বিষয় বা ব্যাপারের
বাক্ ছবি-বিনায়নী তাৎপর্য্যের উপর
সাহিত্যের সুসঙ্গত দীপালী-জীবন
যতই উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,—
সেই দীপ্তিতে
মানুষের অনুপ্রেরণা উদ্ভিন্ন হ'য়ে
তা'কে অনুশীলনে যতই অব্যাহত ক'রে তোলে—
বেদ-বিজ্ঞান-বিনায়নী
সুদর্শনদীপ্ত সৎ-অভিদ্দীপনায়,
সুন্দরের স্বতঃ-অভিনন্দনে,—
সব্যষ্টি সম্প্রদায়, সমাজ, রাষ্ট্রও
ততই কৃষ্টিমুখর অনুদীপনা নিয়ে
উত্তাল আবেগে
যোগ্যতায় অভিদীপ্ত হ'য়ে
সার্থকতার দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে ;
সাহিত্য যতই ভাল হো'ক—
এই বিবর্ত্তনী জীবনধারার ব্যত্যয়ী
যেখানে যা' যেমনতর,
তা' ততই নিকৃষ্ট ;
ঈশ্বরই সুসঙ্গত, সর্ব্ববিভান্বিত
সুসমাবিষ্ট প্রাজ্ঞ জীবন-সাহিত্য,
তাই, তিনি 'রসো বৈ সঃ'। ৪৮০০।
১৭।১২।১৯৫২, রাত ৯-৫

জীবন মানেই হ'চ্ছে—
চিদায়নী সম্বেগশীল অনুযাপনী আবর্ত্তন,
ঈশী-উৎস-অনুস্রোতা হ'য়ে

বোধায়নী পরিক্রমায়

যে বা যা'
বিবর্ত্তনে আবর্ত্তিত হ'য়ে চলে—
লীলায়িত ভাবভঙ্গীর লাস্য-উপভোগে ;
ঈশ্বরই জীবন-উৎস,
বিবর্ত্তনের পরম বর্ত্ম। ৪৮০১।
১৭।১২।১৯৫২, রাত ১০-১০

তোমার প্রাপ্তি স্বতঃউচ্ছলিত হ'য়ে উঠুক,
যথাসম্ভব নিজের জন্য কিছু চেয়ো না,
চাহিদার ক্রূর প্রলোভন-বিদ্ধ হ'য়ে উঠো না,
যদি কখনও কিছু চাইতেও হয়,—
তা'ও বিহিত আপ্যায়নী অনুচর্য্যা নিয়ে,—
যা'তে, যা'র কাছে চা'চ্ছ
সে তৃপ্তি-উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে ;
প্রাপ্তি স্বাগত-অভিনন্দনে
তোমাকে অভ্যর্থনা করার পূর্ব্বেই যদি
প্রত্যাশাবিলোল লুব্ধ হ'য়ে
তোমার নিজের জন্য চেয়েই চলতে থাক,—
সে-চাহিদার প্রলোভন
উল্লঙ্ঘন বা অতিক্রম কর্‌তে নাই পার,—
তোমার পাওয়ার পথ
তুমিই রুদ্ধ ক'রে তুলবে,
অবদান অজচ্ছল হ'য়ে
অর্ঘ্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠবে না তোমাতে,
ঠকবে কিন্তু ;
চাওয়ার যদি কিছু থাকে—

ঈশ্বরকেই চাও,

ঈশ্বর সর্ব্বাপূরক। ৪৮০২।

১৮।১২।১৯৫২, বেলা ১১-৩০

যে নিজেকে শ্রেয়-সন্নিধানে
উৎসর্গ ক'রতে পারে না—
তৎস্বার্থে অন্বিত হ'য়ে,
অন্যকেও সে নিজের প্রতি
সশ্রদ্ধ ক'রে তুলতে পারে না—
তা'র স্বার্থে অন্বিত ক'রে তুলে,
কারণ, তা'র বাক্য, ব্যবহার, অনুচর্য্যা,
সহ্য ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী অনুকম্পা
বোধায়নী তাৎপর্য্য নিয়ে
তা'র মস্তিষ্কে অন্বিত হ'য়েই ওঠেনি—
অভ্যস্ত সুসঙ্গত তৎপরতায়;
অন্যকে যদি তোমাতে
শ্রদ্ধোষিত ক'রে তুলতেই চাও—
তুমিও তোমার শ্রেয়তে অন্বিত হ'য়ে
বাক্য, ব্যবহার, আচারে, চালচলনে
অচ্যুত লাগোয়া সম্বেগ নিয়ে
তা'ই হ'য়ে ওঠ,
নচেৎ তোমার স্বার্থই ব্যর্থকাম হ'য়ে উঠবে;
ঈশ্বরই সর্ব্বার্থ-সঙ্গতির পরমকেন্দ্র,
ক্রমাগতির নিরন্তর অনুবর্ত্তনী সম্বেগ,

ঈশ্বরই বোধায়নী পরিক্রমার
উজ্জীবনী রাজপথ। ৪৮০৩।
১৯।১২।১৯৫২, বেলা ১০টা

মানুষের অবচেতন বোধভূমি হ'তে
যে বোধগুলিকে চেতন ভূমিতে আনতে হয়,
আর, ঐ চেতন ভূমিতে এনে তা'কে
চিন্তা ক'রে প্রকাশ ক'রতে হয়,—
সুসঙ্গতি নিয়ে
উপযুক্ত বিহিত বিন্যাসে,—
এ দুইয়ে সময়ের ব্যবধান যতটুকু,
বোধিসঙ্গতির বিকাশ নিয়ে
উপস্থিতবুদ্ধিরও বিকাশ বা প্রকাশের
ব্যতিক্রম বা বিভবও ততখানি;
ঈশ্বর বোধিস্বরূপ,
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের সুসঙ্গতি নিয়ে
তাঁ'কে যতখানি
অন্তরে রাগদীপ্ত রাখতে পারবে,
বোধ-প্রতিভা
ফুটন্ত চলনে চলবে তেমনি। ৪৮০৪।
১৯।১২।১৯৫২, বেলা ১১টা

প্রেম বা প্রীতি তখনই
ছদ্মবেশী কাম বা কামনা-কুহক
যখনই তা' শ্রেয়-নির্ব্বাচন-পরাঙ্মুখতা নিয়ে
অশ্রেয়-পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ ক'রে থাকে,
সনির্ব্বন্ধ ক্লেশসুখপ্রিয়তার অদম্য অনুরতিতে

শ্রেয়-অনুচর্য্যায় আত্মনিয়োগ ক'রতে পারে না,
শ্রেয়কে প্রিয় ক'রে নিয়ে
আত্মনিয়ন্ত্রণ-তৎপরতায়
তদর্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ ক'রতে পারে না,
এই ভাবহীনতা তা'র সমস্ত বিভবকে
রিক্ত ক'রে তুলবে,
ভাবের অবমাননা তা'কে
অভাবগ্রস্ত ক'রে রাখবেই কি রাখবে—
কি অন্তরে, কি বাইরে ;
ঈশ্বরই প্রীতি,
ঈশ্বরই প্রণয়,
ঈশ্বরই শুভ,
ঈশ্বরই শ্রেয়,
তিনিই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ। ৪৮০৫।
১৯।১২।১৯৫২, বিকাল ৪-৪০

যদি কাউকে পরীক্ষা ক'রতে চাও,
আর, সেই পরীক্ষার ভিতর-দিয়ে
শুভদীপনায় তা'কে
অজানার আলয় অতিক্রম করতে শেখাতে চাও—
আগে বোঝ,
খতিয়ে নাও—
সে কতটুকু জানে,
কা'র কতখানি জানা নেই,—
তা'র তদ্বির ক'রে
বাহাদুরী ক'রতে গিয়ে

অজানা পঙ্কে তুমিই ঢ'লে পড়ো না,
কে কতখানি জানে
তা'ই তোমার জানবার বিষয়,
আর, সেই জানার ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতায় কে কতখানি উন্নীত হ'য়েছে—
তা'ই হ'চ্ছে তোমার পরিচিত হওয়ার বিষয়। ৪৮০৩।

১৯।১২।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৩২

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ স্বকেন্দ্রিক
ইষ্ট-সংশ্রয় বা শ্রেয়-সংশ্রয় হ'তেই
আসে নিষ্ঠা,
আর, ঐ নিষ্ঠাই শ্রদ্ধার উদ্গাতা,
শ্রদ্ধা আনে অনুচর্য্যা,
ঐ শ্রদ্ধা-সমন্বিত অনুচর্য্যা হ'তেই আসে বোধসঙ্গতি,
আসে বিবেচনার প্রসার,
আসে প্রীতি,
ঐ প্রীতিপূর্ণ, শুভ-সন্দীপনী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
আসে খ্যাতি,
খ্যাতি আনে প্রতিষ্ঠা,
লোক-অন্তরে এই ইষ্টানুগ প্রতিষ্ঠা নিয়ে আসে
সংহতি,
এই সংহতির ভিতর-দিয়েই উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে
সমবেদনা,
শুভনিবদ্ধ পারস্পরিক অনুচর্য্যা,
এই অনুচর্য্যাই আনে যোগ্যতা,
সুনিবদ্ধ যোগ্যতার সানন্দ আলিঙ্গন হ'তেই
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে শক্তি ;

আবার, যেখানে জ্ঞান, যেখানে শক্তি,
সেখানেই আছে বিনয়,
সুব্যবস্থ অভিনন্দনা,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম,
আবার, এই সবের সুসঙ্গত সুবীক্ষণী সমাবেশ
মানুষকে তত্ত্বদর্শী ক'রে তোলে,
শ্রদ্ধোষিত তত্ত্বদর্শিতা
ইষ্ট বা শ্রেয়ের ভিতরে
ঈশী-স্ফুরণ প্রতিভাত ক'রে দেয় ;
ঈশ্বর সবারই আশ্রয়,
সব কিছুরই শুভ-স্বরূপ,
শক্তি ও শান্তির হোমবহ্নি। ৪৮০৭।
২০।১২।১৯৫২, সকাল ৮-৪৫

অন্তরে যখন দুর্ভাগ্যের আগম-সঙ্গীত
আরম্ভ হয়,
তখনই প্রথমেই আসে—
গুরুজনের প্রতি অশ্রদ্ধা,
ও তাঁ'দের কাছ থেকে তোয়াজলাভের অভিলাষ,
নিজের ধারণার পরিপোষণী সন্ধিৎসা
ও তৎপ্রাপ্তির প্রয়াস—
তা' যতই ভ্রান্ত হো'ক না কেন,
দাম্ভিক অনুরাগ,
আত্মপ্রশংসা ও খ্যাতির ঔদ্ধত্য-অভিনিবেশ,
অন্যের সুখ্যাতিতে আক্রোশ ও ক্ষোভ
এবং তা' মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা,
আত্ম-সমর্থনী ইতর অনুযোগ,

অন্যকে সহ্য করার প্রবৃত্তিহীনতা,
বা অন্যকে খুশী করার অনুচর্য্যায়
নিজেকে সঙ্কীর্ণ মনে করা,
না-ক'রে না-দিয়ে
অনুরত লোকদের প্রতি দাবী,
অর্থ ক্ষয় ক'রেও পরতোষণার ভিতর-দিয়ে
নিকট যা'রা, তা'দের জব্দ করার অভিপ্রায়,
অহঙ্কার-বিমূঢ়-চিত্ততা,
পর-অনুচর্য্যাকে বিদায় দিয়ে
আত্মানুচর্য্যার দাবী,
ও তা'র এতটুকু অভাবেই ক্ষোভ,
যা'র কাছেই আত্মসমর্থনী কিছু না-পাওয়া যায়
তা'র প্রতিই বীতরাগ বা শত্রু-ভাবাপন্নতা,
তা'কে অপদস্থ করার প্রচেষ্টা,
অন্যের অসাক্ষাতেই হো'ক
বা সাক্ষাতেই হো'ক
পর-কুৎসা,
অকৃতজ্ঞতা,
অভিসম্পাত,
গর্ব্বদৃপ্ত আত্মম্ভরিতা,
নিষ্ঠা-বিহীন, সেবাবিহীন, কর্ম্মবিহীন হ'য়েও
শ্রেয় যা', উচ্চ যা',
তা'ই ব'লে দাবী,
আর, দাবীর অপূরণে তৎ-নিন্দা,—
ইত্যাদি রকমই হ'চ্ছে
দুর্ভাগ্যের গর্দ্দভ-হুঙ্কার ;
তাই, ওগুলি হ'তে

যা'তে বিরত থাকতে পার
তা'ই ক'রো,
এবং নিজের দুর্ব্বলতা বুঝতে পারলে
তৎক্ষণাৎই সংশোধন ক'রো—
শ্রেয়ার্থ-অনুরঞ্জনায়—সার্থক হবে। ৪৮০৮।
২০।১২।১৯৫২, সকাল ৯-১৫

কুলশীল ও বোধিদীপনায় শ্রেয়—
এমনতর পুরুষ ও তৎ-সংশ্রয়ী নারী,
উভয়ের বিহিত বৈধী
প্রীতি-উৎসারণী আগ্রহশীল
অনুচর্য্যা-উদ্দীপ্ত লীলায়িত মিলনে
উভয়ের বৈশিষ্ট্য-সন্দীপ্ত যে হর্ম্মক নিঃস্রাব হয়,
তা' পরস্পরেরই বিধানে পরিশোষিত হ'য়ে
উচ্চেতনী অনুপোষণী উদ্দীপনার সৃষ্টি করে,
তা' নারী-পুরুষ উভয়েরই বিধানের
অন্তর্নিহিত জীবন-সম্বেগকেই
উদ্বুদ্ধ ক'রে থাকে,
ফলে, আয়ু বীর্য্য, বল
যমন ও দীপন-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
শরীর ও মনের নিরোধক্ষমতা বেড়ে ওঠে,
প্রতিটি কোষই এই গতি-সম্বেগদীপ্ত হ'য়ে
পোষণপুষ্টই হ'য়ে থাকে,
মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকোষগুলিও
চেতনরাগরঞ্জিত হ'য়ে ওঠে;
আবার, এর ব্যতিক্রম
বা অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ যেখানে

তা' বিষক্রিয় হ'য়ে
নানাপ্রকার স্নায়ুবিকারের সৃষ্টি ক'রতে পারে,
তাই, তা' ধর্ম্মের অভিঘাতক ;
ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ ঐ বিহিত বৈধী মিলন-লালনা
উভয়েরই পুষ্টিপ্রদ,
স্বতঃ-উজ্জৃম্ভী, প্রত্যাশাক্ষুব্ধ নয়—
এমনতর অনুচর্য্যী উপভোগের ভিতর-দিয়ে
ঐ অনাবিল মিলন জীবনীই হ'য়ে ওঠে,
নারী-পুরুষ উভয়েরই
সুনিষ্ঠ শ্রেয়-রাগসম্বুদ্ধ মিলনের ফলে
উভয়েরই মর্ম্ম-অঙ্কে
অভাবশূন্যতা যতই জেগে ওঠে,—
ভাবদীপনার ভিতর-দিয়ে
তা'রা ততই পরস্পর পরস্পরের অংশ-স্বরূপ হয়,
একধর্ম্মী হ'য়ে ওঠে,
কিন্তু দ্বয়ীরাগধুক্ষিত নারী-হৃদয়
কখনও তৃপ্তিলাভ করে না,
তাই, তা'দের অভাববোধও যায় না ;
কামবিকার পাপের,
কিন্তু ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ উপযুক্ত কামলিপ্সা
যা' শরীর, মন ও বোধিবিধানকে
স্বস্থ ও সতেজ ক'রে তোলে,—
তা' মাত্রানুপাতিক স্বস্তিপ্রদই ;
স্বস্তিই ঈশ্বরের আসন,
আর, জীবনই ঈশী-সম্বেগ,
আর, যোগ্যতাই তা'র ধৃতি । ৪৮০৯ ।

২১।১২।১৯৫২, রাত ৯-১৫

দুঃখ, দৈন্য, অভাব বা বিপাকে
মানুষের দরদী হ'য়ে ওঠ—
ইষ্টানুগ অনুবেদনা নিয়ে,
মানুষের দরদকে নিজের দরদের মত দেখ
ও অনুকম্পাপ্রবণ হয়ে ওঠ ;
আর, মানুষ কা'রও দরদে দরদী হ'লে
যেমনতর সক্রিয় তৎপরতা নিয়ে
তা'র দরদ-নিরসনে প্রয়াসী হ'য়ে ওঠে,
তুমিও তা'ই হও—
সানুকম্পী সংশোধনী তৎপরতা নিয়ে,—
সে-দরদ তোমা হ'তেই উদ্ভূত হো'ক
আর অন্য হ'তেই উদ্ভূত হো'ক,
বা তা'র নিজস্ব বিকৃত ধারণা
বা চলনের দরুণই হো'ক,
তোমার এই দরদ-যুক্ত স্বস্তি-বিধায়নী পরিচর্য্যায়
মানুষ যতই দরদ-মুক্ত হবে,
ততই তোমাদের মধ্যে
মৈত্রী-সংহতি প্রতিষ্ঠিত হবে,
আবার, এই মৈত্রী-প্রতিষ্ঠা হ'লে
ইষ্টপ্রতিষ্ঠায় বিলম্ব হয় না,—
যে ইষ্টপ্রতিষ্ঠা মৈত্রীকেই দৃঢ়তর ক'রে তোলে,
ঐ ইষ্টানুগ দরদী বাক্য, ব্যবহার
ও চলনের ভিতর-দিয়েই
মানুষ পায় স্বস্তি,
পায় সান্ত্বনা ;
ঈশ্বর পরম দরদী,

ঈশ্বরে অচ্যুত অনুরাগই হ'চ্ছে
জীবনের স্বস্তি-যাগ,
আর, সুকেন্দ্রিকতাই হ'চ্ছে তা'র নিনড় ভিত্তি। ৪৮১০।
২২।১২।১৯৫২, দুপুর ১২টা

আগে মানুষের প্রকৃতি দেখ,
আর, তা'র অন্তর্নিহিত কোন্ প্রবৃত্তি বা বৃত্তি
ঐ প্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রে
সেই প্রকৃতির অনুরঞ্জনা জোগাচ্ছে,
তা'কে নির্দ্ধারণ কর,
তারপর ঐ প্রবৃত্তি-নিয়মনের ব্যবস্থা,
তা'র নিজস্ব প্রকৃতি যা'
তা'র ভিতর-দিয়েই ক'রতে চেষ্টা কর;
মানুষ যদি শ্রেয়ার্থপরায়ণ হ'য়ে ওঠে—
শ্রেয়তপা সম্বেগদীপ্ত হ'য়ে,—
তা'র প্রবৃত্তিকে তা'র প্রকৃতিমাফিক
সুবিন্যাস-সম্বুদ্ধ করা সম্ভব,
কিন্তু প্রকৃতি বদলান কঠিন,
আর, প্রকৃতি মানেই হ'চ্ছে
জৈবী-সংস্থিতি-নিবদ্ধ উদ্গমী অনুদীপনা;
ঈশ্বরের আশিস্-সম্বেগ
মানুষের অন্তর্নিহিত প্রকৃতিতেই বসবাস ক'রে থাকে—
যে-প্রকৃতি নিয়ে সে বাস্তবে ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে,
অবশ্য মানুষ যা' করে,
তা' যেখানে তা'র ভাল লাগে না,
অথচ করে,
বুঝে নিও, সে-করাটা

তা'র প্রকৃতিসঙ্গত নয়কো ;
ঈশ্বরই স্ফুরণ-দীপনা । ৪৮১১ ।
২২।১২।১৯৫২, রাত ৮-১০

নারী যত বহু-পুরুষ-সম্ভোগরতা হয়,—
কামবোধির সংঘাত-বিক্ষোভে
তা'র অন্তর্নিহিত বোধি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
তা'তে বৈধানিক বিকারও
তেমনি প্রকট হ'য়ে থাকে—
অনুসর্জ্জনী বিকৃতি-বিড়ম্বিত হ'য়ে,
যা'র ফলে, তা'র সংসর্গে
পুরুষেরই হো'ক আর নারীরই হো'ক
বিড়ম্বিত বিকারের সৃষ্টি হ'য়ে থাকে,
আর, এই বহুরতা নারীর বিকার
প্রথমেই দেখা যায়—
তা'র বোধি, আচরণ, অব্যবস্থ চলনের ভিতরে,—
বিক্ষুব্ধ বিন্যাসের বিকৃত কুটিল সংহতিতে,
সর্ব্বতঃ-সুনিবদ্ধ সুনিষ্ঠ শ্রেয়-দীপনাই হ'চ্ছে
এই বিকৃতির নিরাময়ী উৎসেচন ;
ঈশ্বর জীবন-সম্বেগে অনুস্যূত থেকেও
ব্যভিচার-বিক্ষুব্ধ বিকৃতদের অন্তঃকরণে
শ্লথদীপ্ত । ৪৮১২ ।
২৪।১২।১৯৫২, রাত ৮-৩০

যেখানে একঘেয়ে কাজ,—
সেখানে ছুটি বেশী থাকা ভাল,
কারণ, বৈচিত্র্যহীনতা মানুষের মস্তিষ্কের

বোধায়নী তৎপরতাকে
অবসন্ন ক'রে তোলে,
তাই, তৎ-পরিপূরণে ছুটির প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে—
বৈচিত্র্যের সম্মুখীন হ'তে ;
আর, যে-সব কাজে
নানা বৈচিত্র্যের সম্মুখীন হ'তে হয়,
সে-সব কাজে বেশী ছুটি উপাদেয় না হ'য়ে
অপকারেরই হ'য়ে ওঠে,
এবং তা' কর্ম্মীদের স্নায়ু ও বোধিকেন্দ্রকে শ্লথ ক'রে তোলে,
সময়োপযোগী সুযোগ ও সুবিধার
সুবিন্যস্ত নিয়োগ-সন্ধিৎসাকে
ক্রমশঃ স্তব্ধ ক'রে তোলে,
অভ্যাসের স্থিতিস্থাপকতাকেও
তা' দুর্ব্বলই ক'রে ফেলে,
তাই, সেখানকার বিরমণ
বিধানের চাহিদামাফিকই হওয়া উচিত। ৪৮১৩।
২৫।১২।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৩০

তুমি উর্জ্জী ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
অর্জ্জনপটু হ'য়ে ওঠ—
যা' দিয়ে তাঁ'কে
পোষণ-পরিভৃত ক'রে তুলতে পার,
কাজে সাশ্রয়ী হ'য়ে ওঠ,
কত কমে, কত সত্বর, কত সুন্দরে
নিষ্পন্ন ক'রে তুলতে পার—তা'ই চেষ্টা কর,
আর, এই হ'চ্ছে তোমার দক্ষতার দক্ষিণা। ৪৮১৪।
২৫।১২।১৯৫২, রাত ৮-৪৫

তুমি বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-ইষ্ট-নিষ্ঠায়
অচ্যুত হ'য়ে
জীবনকে তা'র যা'-কিছু প্রবৃত্তির সহিত
তৎ-তপা ক'রে ফেল,
আর, সত্তা-সংরক্ষী সমঞ্জসা সংহতি নিয়ে
যতটুকু প্রয়োজন গোঁড়া হও,
অর্থাৎ তুমি তোমার বৈশিষ্ট্যে সংহত থেকে
ব্যক্তিত্বকে বিধৃত রাখতে
যতটুকু গোঁড়া হওয়ার প্রয়োজন—
তা' হও,
আর, ঐ বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত ব্যক্তিত্বকে
আপোষিত ও আপূরিত ক'রতে হ'লে
যতটুকু ঔদার্য্য সে হজম ক'রে
বিবর্দ্ধনে বিবর্ত্তিত হ'তে পারে,—
ততটুকু উদার হও,
তোমার বৈশিষ্ট্য-সঙ্গত ব্যষ্টিজীবন
সমষ্টিতে ভুমায়িত হ'য়ে উঠুক—
আপোষণ-পূরণী তৎপরতা নিয়ে,
সংরক্ষণার উদাত্ত আহ্বানে ;
ঈশ্বরই বৈশিষ্ট্য-সংহিত জীবনের
উদাত্ত হোমবহ্নি। ৪৮১৫।
২৬।১২।১৯৫২, সকাল ১০-৫

সুখ দুঃখের সংঘাতের ভিতর-দিয়েই
মানুষ সঙ্গতি লাভ করে,
আর, সুখদুঃখ দুই-ই যখন
শ্রেয়-সার্থকতায় সার্থকতা লাভ করে—

কৃতী উদ্দীপনায়,—
তখনই তা' সার্থক হ'য়ে ওঠে ;
আর, ঈশ্বরই সার্থকতার পরম কেন্দ্র । ৪৮১৬ ।
২৬।১২।১৯৫২, বেলা ১১টা

তুমি যে-দেবতা বা যে-মন্ত্রেরই
উপাসক হও না কেন,
যদি ইচ্ছা কর,
তদাশ্রয়ে দাঁড়িয়েই
যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পুরুষোত্তম
বা সদ্‌গুরু,
তাঁ'র উপাসনায় আত্মনিয়োগ ক'রতে পার—
তাঁরই মন্ত্রপূত তপশ্চর্য্যায় দীক্ষিত হ'য়ে,
কারণ, তিনি নবীন হ'লেও পুরণ-পুরুষ,
প্রাচীনেরই নবীন অভ্যুত্থান,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ বেত্তা
বা সৎ-আচার্য্য,
তাই, যে-মন্ত্র বা দেবতার
উপাসনা-নিরত ছিলে তুমি,
তা'র বাস্তব পুরশ্চরণ হ'য়ে উঠবে তাঁ'তেই ;
দ্বিধাদীর্ণ হ'য়ে যদি তা' না কর,
এমন ঠকবে,—
যে-ঠকা আপূরিত হবে কিনা সন্দেহ
আর, আপূরিত হ'লেও
কে জানে তা' কখন ;
যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত-পুরুষোত্তম,
তিনিই ঈশিত্বের প্রস্ফুরিত অভিব্যক্তি,

তিনিই অসীমের ব্যক্ত মূর্ত্তি,
'অণোরণীয়ান্' হ'য়েও 'মহতো মহীয়ান্' তিনি,
ঈশ্বরের স্ফুরণদীপনা ও জীয়ন্ত বেদীই তিনি,
আর, ঈশ্বর সব যা'-কিছুরই পুরশ্চরণ-প্রদীপ। ৪৮১৭।

২৬।১২।১৯৫২, রাত ৮-৪৫

যা'কে তা'কে ঈশ্বর বিবেচনা ক'রে
যদি তা'রই উপাসনা কর
বা সৎ-আচার্য্য ব'লে অনুসরণ কর,
তা'তে তোমার ধৃতি কিন্তু ব্যক্তিত্ব নিয়ে
বিবর্ত্তিত হবে না,
অবশ্য তা' যদি কোন বস্তু হয়,
তা' যা'র স্মারক,
তোমার গতিও হবে খানিকটা
সেই দিকে,
কারণ, ঐ বস্তুর মাধ্যমে
ঐ স্মৃতিকেই
অনুসরণ ক'রে থাকে মানুষ,
যে-বস্তুর উপর যে-ভাবই
আরোপ কর না কেন,
বস্তুই কিন্তু বোধের উদ্‌গময়ক,
তাই, যা'কে আশ্রয় ক'রে চলবে,
তোমাকে বন্‌তে হবেও তাই
বোধিব্যক্তিত্বে ;
কিন্তু যে জীয়ন্ত বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
স্ফুরিত প্রেরণা

তোমার ধৃতি অর্থাৎ জৈবী-সংস্থিতির সংহিত সম্বেগকে
উদ্দীপ্ত ক'রে
সংঘাত-নন্দনায়
তোমায় ব্যক্তিত্বকে
বোধায়নী বিবর্ত্তনে বিধৃত ক'রে
বাড়িয়ে তোলেন—
সমাহারী সংহত তাৎপর্য্যে,—
তিনিই তোমার জীয়ন্ত অনুদীপনা,
ঈশ্বরের অনুপ্রেরিত অভিব্যক্তি,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রবোধ-প্রভ ব্যক্তিত্ব ;
ঈশ্বরই সুসংহিত বিবর্ত্তনী-প্রভা । ৪৮১৮ ।

২৬।১২।১৯৫২, রাত ৯টা

সব অপরাধকেই
খুঁচিয়ে ফলাও ক'রতে যেও না,
তা'তে তোমারও
অযথা দোষদৃষ্টির প্রবৃত্তি বেড়ে যাবে,
অবশ্য সরাসরি সত্তাসংঘাতী যা'
সে-ক্ষেত্রে অন্য কথা,
তাই, হৃদ্য বিনায়নে
ঐ প্রবৃত্তিগুলিকে বিনায়িত কর,
তা'দিগকে সত্তাপোষণী ক'রে তোল ;
ঈশ্বর সব জীবনেই
যে যেমন, তেমনি সুবিন্যস্ত—
প্রাণন-দীপনায় । ৪৮১৯ ।

৩১।১২।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৪৫

উন-ষষ্ঠিতম ঋত্বিক্-অধিবেশন-উপলক্ষে
শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী

ঐ দেখ ধ্রুবতারা—
কত নক্ষত্র-পরিবার
কত ভাবভঙ্গী নিয়ে
বিন্যাস-বিভূতি-বিশোভিত হ'য়ে
তা'কে প্রদক্ষিণ ক'রছে,
কেউ সরল, কেউ আঁকাবাঁকা
কেউ তির্য্যক্-ভঙ্গী নিয়ে,
কেউ উদাত্ত স্ফুরণায়
সেই ধ্রুবতারাকেই
সুবীক্ষণী তৎপরতায়
প্রদক্ষিণ ক'রে চলেছে,
চ'লছে—
এই চলন তা'র আবাহমান কাল ;
ঐ দেখ বশিষ্ঠ,
তা'র অঙ্ক-সান্নিধ্যে
লাজুক জ্যোতিষ্মতী অরুন্ধতী,—
তা'রাও চলেছে অমনি ক'রেই,
বিচ্যুতি নাই,
বিরাম নাই,
চলার আনন্দেই চ'লছে,
ঐ ধ্রুবই তা'দের ধ্রুবতারা ;
এই এলোমেলো প্রবৃত্তি-সঙ্কুল জীবনে

এই এলোমেলো-বিন্যাস-বিস্রস্ত জীবনের
জ্যোতিষ্মতী দীপালী স্ফুরণে
মানুষ বিভ্রান্ত, বিকম্পিত হ'য়েও
চায় তা'র জীবন,
সে চায় তা'র বিস্তার,
সে চায় তা'র বিবর্দ্ধনা,
এই চাহিদাই কি ভ্রান্তি ?
ভ্রান্তি যতই হো'ক্,
এই ক্রান্তিই প্রতিটি গণব্যষ্টির
পরম জীবন-আকূতি,
সে চায় বাঁচতে,
চায় বাড়তে,
যতই সে বিভ্রান্ত বিকম্পিত হো'ক,
বিশৃঙ্খলায় ছিন্নভিন্ন হ'য়ে উঠুক,
সে চায়
তা'র অন্তর্নিহিত সপ্তলোক নিয়ে
সুসংহৃত তৎপরতায়
বোধায়নী পরিক্রমায়
বাঁচতে, বাড়তে ;
দুনিয়ার গণগোষ্ঠীর বা জনজীবনের তোয়াক্কা
সে রাখুক আর নাই রাখুক—
এই বাঁচাবাড়ার অফুরন্ত আকূতি
তা'কে কিছুতেই ত্যাগ করে না,
মায়ের অন্তস্তল হ'তে স্ফুরিত হ'য়ে
লীলায়িত লাস্য-ভঙ্গিমায়
সুখ-দুঃখ-বেদনার
সমঞ্জসা সঙ্গীত-ছন্দের ভিতর-দিয়ে

নিজেকে সুসঙ্গত ক'রে
সব নিয়ে
সে চায় বাঁচতে, বাড়তে ;
এই বাঁচাবাড়ার পরিপোষণা যেখানেই থাক্—
যে যেমনই হো'ক
তা'র মতো ক'রে সে আঁকড়ে ধরে—
ঐ তা'কেই—
যা' হ'তো সে পরিপোষণা পায়,
সংরক্ষণা পায়,
আপূরণী প্রেরণায় প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
আর তাই,
এই জীবনে
এ মানব-সাগরে
ধ্রুবতারাই হ'চ্ছে—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ ;
তোমরা নিনড় হ'য়ে
অটল হ'য়ে
অকম্পিত চলনায়
তাঁ'তেই লক্ষ্য নিবদ্ধ রেখে চলতে থাক,
তোমাদের চলা
জীবনবৃদ্ধির ছন্দায়িত
সামসঙ্গীত-মুখরিত হ'য়ে
জীবনকে অমৃতপন্থী করুক ;
সে চ'লতেই থাকবে,
অযুত কালেও সে নিভে যাবে না ;
আদি-অন্ত থাক বা না থাক —
ঐ বিরামহীন চলা

স্রোত-কল্লোলে
নানা তরঙ্গ-ভঙ্গিমায়
জীবনের লাস্য-বিকিরণী আন্দোলনে
সুখ-দুঃখ-নাচনের ভিতর-দিয়ে
ঐ নাচন-তালেই চ'লতে থাকবে ;
সুকেন্দ্রিক হও,
কর্ম্মানুশীলনের ভিতর-দিয়ে দক্ষ হ'য়ে ওঠ,
যোগ্যতার যাগ-জৃম্ভিত
বিবর্ত্তনী বিবর্দ্ধনে
উদাত্ত হ'য়ে ওঠ,
তোমরা প্রতিটি এক
কোটি-কোটিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠ,
পদ্মে-সুপদ্মে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠ ;
জীবনের দীপালী-সজ্জায়
জ্যোতিষ্মান হ'য়ে ওঠ,
জ্যোতিষ্মতী হ'য়ে ওঠ ;
সেই অরুন্ধতীর মত
বিশেষের আরাধনা ক'রে
বৈশিষ্ট্য-সমভিব্যাহারে
ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ ক'রে চল ;
তোমাদের জীবন-আরতি
এই অদম্য চলনে চলন্ত হ'য়ে চলুক,
নিটোল হ'য়ে চলুক,
নিষ্পায়তায় নিবুদ্ধ হ'য়ে চলুক,
তোমাদের প্রাণন-সঙ্গীতে
অল্পপ্রাণ যা'রা—
আপূরিত হ'য়ে উঠুক,

উদ্দাম হ'য়ে উঠুক,
প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠুক ;
যেমনই হও,
যা'ই হও,
সমস্ত প্রবৃত্তি দিয়ে
সমস্ত হৃদয় দিয়ে
সমস্ত চাহিদা দিয়ে
জীবনকে অর্ঘ্যে বিনায়িত ক'রে
ধ্রুবতপা হ'য়ে ওঠ,
ঐ ধ্রুবেরই সান্নিধ্য-জীয়ন্ত বেদীমূলে
জীবনকে অর্ঘ্য দাও ;
তোমাদের অন্তর অমৃত-নিষ্যন্দী হ'য়ে উঠুক,
স্ফুরিত হ'য়ে উঠুক—
সেই সর্ব্বকারণের কারণ যিনি,
যিনি জীবন-প্রদীপ তোমাদের,
তোমরা যাঁ'রই পরিণতি,
যাঁ'র অধ্যাস-প্রতীক তোমরা—
তাঁর যা'-কিছু সব নিয়ে,
যে-আধিপত্যের নায়ক-সম্বেগ
তোমাদের জীবনে জীয়ন্ত হ'য়ে চলৎশীল,
যে প্রাণন-ধারায়
তোমাদের প্রতিপ্রত্যেকে উদ্ভিন্ন হ'য়ে চলেছে—
সেই ঈশিত্বের স্ফুরণ হ'য়ে উঠুক ;
প্রাণ খুলে বল,
উদাত্ত আহ্বানে বল,
আলিঙ্গনে বল,
দুঃখের দাম্ভিকতাকে

অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
বিদলিত ক'রে বল—
'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ—
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ,
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায় ;
আমার এই শীর্ণ, দীন অন্তর-আকূতি
করজোড়ে তাঁরই কাছে প্রার্থনা করছে—
তোমরা প্রতিপ্রত্যেকে
সুখ-সাফল্যে
সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক,
প্রতিটি সন্তান-সন্ততি
পরিবার-পরিবেশকে নিয়ে
লীলায়িত লাস্য-ভঙ্গিমায়
নিরন্তর তাঁ'কেই প্রদক্ষিণ ক'রে চল,
অভিজিৎ-এর মত
এগিয়ে যাও সেদিকে,
ঈশ্বর তোমাদের জয়-জয়কার করুন,
তোমাদের চলন-সম্বেগ
অমৃত ক্ষরণ ক'রে চ'লতে থাকুক,
তোমরা অমৃতস্নাত হ'য়ে চল—
তাঁ'রই পূজারী হ'য়ে—
মলয়-বিকিরণী অর্ঘ্যথালি হস্তে—
সুগন্ধের জ্যোতিষ্মান বিভাবিকিরণে ;
আবহাওয়ার প্রতিটি নাচন গেয়ে উঠুক—

স্বস্তি-সঙ্গীত নিয়ে—
শান্তি! শান্তি! শান্তি! ৪৮২০।
১।১।১৯৫৩, সকাল ৮-২২

তুমি যেখানেই যাও,
আর যা'ই কর না কেন,—
সমস্ত প্রবৃত্তির সাম্য-অনুচর্য্যা নিয়ে
তোমার প্রিয়পরমের
সার্থক-সন্দীপনী উপচয়ী যা'
বোধায়নী পটু পরিচর্য্যায়
বিহিত বিন্যাসে
তা' তো নিষ্পন্ন ক'রবেই—
কিন্তু সব করণীয়ের মাঝখানে
সুসমীক্ষ অন্তরাসী অনুবেদনা নিয়ে
তোমার প্রিয়পরমের সংশ্রয়ে
ত্বরিত তৃষিত প্রত্যাগমন-প্রয়াসী হ'য়ে থেকোই;
এই এমনতর আবেগ
তোমাকে ত্বরিতকর্ম্মা ক'রে তুলবে,
আরো উপস্থিতবুদ্ধিকে দীপ্ত ক'রে তুলবে,
ঐ আকুল আসঙ্গ-লিপ্সা
মানুষকে মমতাপূর্ণ নির্ম্মম ক'রে
স্বার্থপ্রত্যাশার হাতছানি থেকে
আগলিয়ে নিয়ে চলে,
তখন বেদনাও মধুর হ'য়ে ওঠে—
তা' দুস্তর হ'লেও—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী অনুকম্পার
আবেগোচ্ছল ত্বরিত বিনায়নের ভিতর-দিয়ে;

ঈশ্বরই আবেগ,
ঈশ্বরই প্রণয়-সম্বেগ,
ঈশ্বরই মিলন-উৎকণ্ঠা,
ঈশ্বরই নিষ্পন্নতার মোহন মাধুর্য্য,
উদ্বর্দ্ধনার সম্বুদ্ধ এষণা। ৪৮২১।
১।১।১৯৫৩, দুপুর ১২-৩০

শুধুমাত্র সংখ্যাধিক্যের অভ্যস্ত রীতির উপর
নজর রেখেই
অনুশাসন-প্রণয়ন-তৎপর হ'তে যেও না,
তাহ'লেই ঠকবে কিন্তু,
অপাহত হ'য়ে উঠতে একটুও বিলম্ব হবে না;
যে-অনুশাসন প্রণয়নই কর না কেন,
সব সময় নজর রেখো—
জনসাধারণের জীবনবৃদ্ধিদ হয় তা' কিসে,
আর, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত যে বৈধী-নিয়মন
মানুষের জীবন ও বৃদ্ধির পরিপোষণ-প্রদীপ্ত,
সন্ধিৎসু চক্ষুতে, সুসঙ্গত বিচারণায়
সেইগুলিকে উদ্ভিন্ন ক'রে
অনুশাসন-নিয়মন বা প্রথাপ্রবর্ত্তন
তেমনি ক'রেই ক'রতে চেষ্টা কর,
আর, তা'ই শুভদ,
অশুভের পরিচর্য্যায় শুভ লাভ করা যায় না,
শুভের উদ্ভাসনায় ঈশিত্বই বিকীর্ণ হ'য়ে চলে,
আর, ঈশ্বরই শুভ,
ঈশ্বরই সম্বর্দ্ধনা,
যা'ই জীবনকে বিবর্ত্তনী বিবর্দ্ধনায়

অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে—

তা'ই ঈশ্বরীয়। ৪৮২২।

৩।১।১৯৫৩, সকাল ১০টা

তুমি মনেও ভেবো না—

তুমি কিছু করবে না,

আর, তোমার চাহিদা যা'

তা' পুরচার হ'য়ে ফেঁপে উঠবে—

কোন মহাজনের কথা, তাবিজ-কবচ ইত্যাদির প্রভাবে ;

ঠিক রেখো মনে—

ঐ মহাজনের কথাই বল,

মন্ত্রই বল,

তাবিজ-কবচই বল,

তুমি তাঁ'তে যোগদীপ্ত হ'য়ে

যেমন ক'রে যা' হয়

তা'তে যতক্ষণ উচ্ছলকর্ম্মা হ'য়ে না উঠছ,—

উন্নতি তোমার অবনতই হ'তে থাকবে,

তোমার নিজের চাহিদা

তোমাকে লজ্জিতই ক'রে তুলবে—

ব্যর্থ আপসোসী ক'রে ;

বোঝ,

নিষ্ঠা-নিবন্ধনে ধর,

উদাত্ত উন্মাদনা নিয়ে

অনুপ্রেরণাদীপ্ত হ'য়ে কর—

যেমন ক'রে হয় তেমনি ক'রে,—

হবেও তেমনি,

পাবেও তা'ই,
ঈশ্বর ইচ্ছাময় অর্থাৎ কর্ম্মস্রোতা,
আর, এই কর্ম্মানুচর্য্যার ভিতর-দিয়েই
তিনি ধৃতিসম্বেগ,
আর, এই ধৃতিই ধর্ম্ম,
তিনি সৎ,
তিনি ধর্ম্ম,
তিনি সবিতার অন্তর্নিহিত ভর্গদেব-চেতনা,
বশী তিনি। ৪৮২৩।

৫।১।১৯৫৩, বিকাল ৪-৪৫

যখনই যা'ই কর না কেন,
তা' সর্ব্ব-সঙ্গতি নিয়ে
সর্ব্বতোভাবে নিষ্পন্ন ক'রে তোল—
তা' যত ছোটই হো'ক
বা যত বড়ই হো'ক না কেন;
এই নিষ্পাদন-প্রবণতা তোমাকে
আপূরণী সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলবে;
এই সৌষ্ঠব-অন্বিত নিষ্পন্নতাকে
শ্রেয়ার্থ-আপূরণী ক'রে তোল মুখ্যভাবে,—
যেন গৌণকেও তা' বিনায়িত করে তেমনি ক'রে;
এমনি সৌষ্ঠব-অন্বিত কর্ম্মই
মানুষকে কৃতী সার্থকতায়
ইষ্টার্থ-আপূরণী ক'রে
ধৃতিমান অমরণ-জৃম্ভী ক'রে তোলে,—
ব্যক্তিগত জীবনের বিবর্ত্তনী সার্থকতাই ঐ পথে;

ঈশ্বর যা'-কিছু সবেরই পরম সার্থকতা,
তিনিই পরমেশ্বর। ৪৮২৪।
৭।১।১৯৫৩, রাত ৭-৫৫

যে-প্রেমে বীর্য্য নাই,
উর্জ্জী অনুক্রম নাই,
আত্মনিয়মন নাই,
অনুচর্য্যী আবেগ নাই,—
তা' প্রণয়ও নয়, বিনয়ও নয়,
তা' আন্তরিক ক্লীবত্বই। ৪৮২৫।
৮।১।১৯৫৩, সকাল ৮-৩০

অনুরাগ-উদ্বুদ্ধ অনুকম্পী অনুবেদনা,
আগ্রহ-উৎকণ্ঠ, শঙ্কিত, সতর্ক প্রিয়ার্থ-অভিধ্যায়িতা,
প্রিয়-স্বার্থ-সন্দীপ্ত, তৎ-সমর্থনী, আবেগোচ্ছল
সুব্যবস্থ আত্মনিয়মন-তৎপরতা,
তৎ-সংরক্ষণী-সম্পোষণী সম্পূরণী অর্জ্জনপটু উদ্যম,
প্রিয়তোষণী বাক্য, ব্যবহার ও চলন,
সেবা-সন্ধিক্ষু প্রীতি-অনুচর্য্যা,—
এইগুলি হ'চ্ছে সাধারণতঃ প্রীতির জাগ্রত্ মূর্ত্তি;
আর, ঈশ্বর
অচ্যুত সুকেন্দ্রিক উদাত্ত প্রীতি-প্রাণনায়
অনুস্যূত থেকে
বিভূতি-লাস্যে প্রতি-বৈশিষ্ট্যে
জীবন-দীপনায় উদ্ভাসিত হ'য়ে থাকেন। ৪৮২৬।
৯।১।১৯৫৩, বেলা ১০-৫৫

অভ্যস্ত ধারণাভিভূত দৃষ্টি
ও শ্রদ্ধোষিত-অনুবেদনী-অনুচর্য্যাহীনতার দরুণই
মহতের পরিবার, পরিজন ও পরিবেশ
সাধারণতঃ তাঁকে বুঝতে পারে না,
তাই, কথায় বলে—
প্রদীপের কোলেই আঁধার ।, ৪৮২৭ ।
৯।১।১৯৫৩, বিকাল ৫-১০

অবাস্তব দার্শনিকতা মাথা-তোলা দিয়ে
মানুষকে যতই বিভ্রান্ত ক'রে তোলে—
বাস্তব অনুবেদনাকে উপেক্ষা ক'রে,—
ধর্ম্ম ততই সত্তাপোষণী বাস্তব-ধৃতিহারা হ'য়ে
বিপথ-ব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত হ'য়ে ওঠে ;
ঈশ্বর সৎ,
আর, তিনিই অতিশায়ী সম্বেগ । ৪৮২৮ ।
১০।১।১৯৫৩, বিকাল ৫-১৫

যে আত্মনিয়মন-বিমুখ,
ইষ্টার্থ-উপচয়ী তপতৎপরতাহারা,
তা'র ব্যক্তিত্বও বিশ্লিষ্ট,
আবার, তেমনি অন্যকেও সে
বিনায়িত করতে পারে না,
পরিবার ও পরিবেশও
তা'তে বিনায়িত হ'য়ে
তদুপচয়ী হ'য়ে উঠতে পারে না,
তা'র নিজের ঐ বিশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্বই
তা'র বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়,

তাই, তা'তে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে
কেউ তা'র উপচয়ীও হ'য়ে উঠতে পারে না ;
ঈশ্বরই আধিপত্য,
ঈশ্বরই উপচয়ী এষণা,
ঈশ্বরই বিবর্ত্তনের ধাতা,
যা'-কিছু প্রত্যেকেরই
সুকেন্দ্রিক সুমেরু তিনিই। ৪৮২৯।
১০।১।১৯৫৩, বিকাল ৫-৩০

যে-ভাবেই যা'কে চাও না কেন,
সেই চাওয়ার অন্তরে যদি
সুসন্ধিৎসু উৎকণ্ঠ আবেগ না থাকে,
অনুশীলনী তৎপরতা না থাকে যদি,
উপযুক্ত উদ্দীপনাময়ী অভিব্যক্তি যদি না থাকে,
তৎ-পোষণী, তৎ-সংরক্ষণী, তৎ-পরিপোষণী
অনুচর্য্যা যদি না থাকে,
সে যদি তোমার স্বার্থ হ'য়ে না ওঠে,
আর, এই সব-কিছু
শীলব্যঞ্জক দীপনা নিয়ে
উচ্ছল ক'রে না তোলে তোমাকে,
সে-ভাব তোমার চিত্তে
জীয়ন্ত কিছুতেই নয়কো,
তাই, ঐ ভাবানুগ কর্ম্ম
সুশৃঙ্খল কুশলকৌশলী দক্ষ তৎপরতা নিয়ে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে না,
ঐ ভাব তদনুগ হওয়াতে পারে না তোমাকে,
তাই, প্রাপ্তিও তমসাচ্ছন্ন সেখানে ;

তাই, যা'কে চাও,—
যেমন ক'রে তা' পেতে হয়,
তা' সর্ব্বতোভাবেই কর—
ক্রম-অধিগতিতে—
নিজের প্রবৃত্তিতান্ত্রিকতাকে উপেক্ষা ক'রে—
নিয়ন্ত্রিত ক'রে ;
ঈশ্বর সব ভাবেরই
সমঞ্জসা সার্থক কেন্দ্র। ৪৮৩০।
১০।১।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৫-৪৫

কাউকে মানবে না—
অথচ সবাই তোমাকে মেনে চলবে,
এ আহাম্মকী প্রত্যাশা
তোমাকেই ক্লিষ্ট ও ভারাক্রান্ত ক'রে তুলবে,
কারণ, তোমার মানাই
অন্যের মানবার প্রবৃত্তিকে অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে ;
তুমি সহ্য করবে না কাউকে,
তোমাকে সহ্য করুক সবাই—
এ প্রত্যাশা ধৃষ্টতামাত্র,
অন্যের অশোভন ব্যবহার
যা' তোমার কাছে ভাল লাগে না,
তা' বিহিতভাবে সহ্য ও বিনায়িত করার ফলে
অন্যের ভিতর
তোমাকে সহ্য ও বিনায়িত করার প্রবৃত্তিই
সঞ্চারিত হ'য়ে থাকে ;
তুমি দেবে না কিছু,
অথচ চাইবার বেলায় শতহস্ত হ'য়ে উঠছ,

তা'র মানেই হ'চ্ছে, ঐ শতহস্ত তোমাকে
ঐ পাওয়া হ'তে প্রতিনিবৃত্ত ক'রে তুলবে,
কা'রও আপদ-বিপদে, সুখে-সম্পদে
উচ্ছল আত্মপ্রসাদ নিয়ে
তুমি যদি অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যায়
বিহিত করণীয় যা' তা' না কর,
ঠিক মনে এঁকে রেখো—
তোমার বেলায়ও অন্যে অমনতর করবে,
তা'ই-ই প্রত্যাশা করা যায় বেশী ;
ঐ প্রত্যাশাকে অতিক্রম ক'রে যেখানে পাচ্ছ,
তা'ও কিন্তু মানুষের
অন্তর্নিহিত দরদী অনুকম্পারই অবদান ;
তোমার অধ্যবসায় নাই,
আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা বহুত,
ঐ আধিপত্যের প্রচেষ্টা
তোমার বিকৃত ব্যাধিরই উপস্রষ্টা,
ফল কথা, যেমন ভাবে যে-ভঙ্গীতে
বা অভিব্যক্তিতে
যে-সুরে, যে-ব্যবহারে
মানুষের প্রতি যেমন যা' করবে,
প্রতিক্রিয়ায় তুমি ইচ্ছাই কর
আর অনিচ্ছাই কর,
ঐ-জাতীয় পাওয়ার জন্য
তোমার অদৃষ্ট অপেক্ষা ক'রে থাকে ;
ব্যত্যয় হয় যেখানে
তা'ও কিন্তু ব্যত্যয়ের প্রতিক্রিয়াই,
তুমি জান বা না জান—

মুখ্য বা গৌণরূপে
তা' তোমার কাছে হাজির হ'য়ে ওঠে ;
ঈশ্বর বিধিস্রোতা,
তাঁ'র আশিস্-সম্বেগ
সত্তার অন্তর্দ্দেশে অধিষ্ঠিত থেকে
জীবনকে চেতন-সম্বেগী ক'রে রাখে ;
মনে রেখো—ভজনই ভাগ্যের প্রদীপ,
যা'র প্রতি যা'ই কর না কেন,
সে-করার প্রেরণা ঐ তাঁ'কেই স্পর্শ করে,
পাও-ও তেমনি ;
তাই ভগবানের উক্তি :—
"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ"। ৪৮৩১।
১০।১।১৯৫৩, রাত ৮-৪৫

তোমার অন্তর্নিহিত
প্রীতিসম্বেগ সম্বুদ্ধ প্রীতি-অনুচর্য্যা
যতই তোমার প্রিয়পরমে
আবেগ-উদ্দীপনা নিয়ে
অচ্যুতভাবে লেগে থাকবে,
তোমার সসত্ত্ব দেহ-বিভাও তেমনি
সমস্ত প্রবৃত্তির সুসঙ্গত অনুচর্য্যায়
শীল ও আপ্যায়নায় উদ্ভাসিত হ'য়ে রইবে,
সবাই উপভোগ করবেও তোমাকে
তেমনি ক'রেই ;
আর, ঐ প্রীতিই যদি
বিচ্যুতি ও ব্যতিক্রম-স্বভাবী হয়,

তা' জোয়ারে আসবে,
ভাটায় শুকিয়ে যাবে,
তোমার অন্তর কখনও বন্যার নদী,
কখনও বা শুষ্ক বালুচরের মতন হ'য়ে চলবে;
তাই, তোমার সব-কিছু নিয়ে
তাঁ'রই অনুরাগে অনুরঞ্জিত হ'য়ে থাক,
চাও বা না চাও,—
ঈশী-বিভা তোমাকে
বিভান্বিত ক'রে তুলবেই। ৪৮৩২।
১০।১।১৯৫৩, রাত ৮-৫০

তুমি কা'রও কাছে লাখ পাও,
তা'র মানে এ বুঝে রেখো না—
তা'কে অমনতর বা তা'র চাইতে বেশী দেওয়াটাই
তোমার কৃতজ্ঞতার নিশানা;
তুমি যা'র কাছে লাখভাবে
লাখ রকমে পেয়ে চলছ,
তা'কে যদি তোমার সাধ্যানুপাতিক
তোমার আন্তরিক উৎসারণার অনুচর্য্যায়
প্রীতি-সন্দীপনা নিয়ে
বিনীত উচ্ছল অনুবেদনায়
এতটুকু কিছু দাও,
তা'র জন্য এতটুকু কিছু কর—
আপদে, বিপদে, সুখে, দুঃখে
আশ্রয়ী অনুচর্য্যার আলিঙ্গনে—
ক্রমান্বয়ী চলনে,

আবার, ঐ অতটুকু উপচয়ী অবদান ও অনুচর্য্যা
তোমার সত্তা ও সাধ্যকে
আত্মপ্রসাদমণ্ডিত ক'রে তোলে—
বিনীত প্রীতি-অভিবাদনে—
ঐ তা'কে প্রস্বস্তিবান ক'রে,—
তা'ই-ই তোমার অন্তর্নিহিত কৃতজ্ঞতার উচ্ছল অর্ঘ্য,
স্বস্তি নন্দনা-সঙ্গীতে
তোমাকে অভিবাদন ক'রে
যোগ্যতাকে
প্রসাদ-উদ্দীপনায় উদ্বর্দ্ধিত ক'রে তুলবে,
সাধ্যও
স্বতঃ-আলিঙ্গনে সন্দীপিত হ'য়ে উঠবে,
তোমার ঐ স্বতঃ-উৎসারিণী অবদান-অনুচর্য্যা
ক্রমচলন-বিভান্বিত হ'য়ে
উদাত্ত হ'য়ে উঠবে—
অভিজ্ঞতা ও আধিপত্যের উপঢৌকন নিয়ে
বিশ্বস্তির বিনায়নী তাৎপর্য্যে ;
ঈশ্বরই সত্তার আত্মিক-সম্বেগ,
আর, প্রীতি-উৎসারণী অবদানই
সার্থকতামণ্ডিত হ'য়ে
ঐশী-অভিদীপনায়
মানুষকে পরিস্ফুরিত ক'রে তোলে। ৪৮৩৩।
১০।১।১৯৫৩, রাত ৯-৩৫

যে-ভাবানুবেদনা নিয়েই
তুমি প্রেরিত-পুরুষোত্তমে
অনুরাগনিবদ্ধ হ'য়ে থাক না কেন,—

তুমি যদি সেই ভাবানুগ অনুচর্য্যী উদ্দীপনায়
তৎস্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
নিজেকে সার্থক সুবিন্যাসে
বাস্তবভাবে সুসঙ্গত ক'রে
তাঁ'রই নন্দনায় আত্মনিয়মন ক'রে
তৎস্থ না হ'য়ে ওঠ,—
তাঁ'র পরিরক্ষণী, পরিপোষণী, পরিপূরণী
কর্ম্ম-তৎপরতায় নিজেকে নিযুক্ত ক'রে
ঐ ভাবানুগ পরিচর্য্যায়
তৃপ্ত, দৃপ্ত ও তদ্বিভাবিভূতি-সম্পন্ন হ'য়ে না ওঠ—
বাস্তব অভিব্যক্তিতে,
বিক্ষোভী দুঃখদহনকেও ম্লান ক'রে—
অতিক্রম ক'রে
রাগবিভূতির অনুদীপনায়,—
তাহ'লে ঐ ভাব ঘনায়িত হ'য়ে
তোমাকে সুনীত, সুব্যবস্থ ক'রে তুলতে পারবে না,
আর, পাবেও না তাঁ'কে তুমি তেমনি ক'রে ;
বিক্ষুব্ধ প্রত্যাশার প্ররোচনা নিয়ে
শুধুমাত্র ভোগলিপ্সু আবেগে
যতই তাঁ'কে পেতে যাবে,—
তুমি বঞ্চিত হবে ততই,
এই বঞ্চনা কতকাল যে তোমার অনুসরণ করবে—
তা'র ইয়ত্তাই নেই,
যদি নিয়ন্ত্রিত না হও,—
তুমি তাঁ'কে পাবে না,
আবার, একটা বিকৃত, ব্যভিচারী অনুশ্রয়কেই
হয়তো সেই তিনি ব'লে মনে করবে—

একটা কাঁচখণ্ডের জলুসপূর্ণ ঝিকিমিকি দেখে ;
ঐ আত্মস্বার্থী অনুবেদনা
তোমাকে জোনাকি-জলুসে বিভ্রান্ত ক'রে
তমসার ক্ষুব্ধ বিড়ম্বনায়
লুব্ধ সংঘাতে
আপসোসের আগুনে
জীয়ন্তেই ভস্মাচ্ছন্ন ক'রে
বিদ্রূপ ক'রে চলবে—
বেদনার নানা বিকার সৃষ্টি ক'রতে ক'রতে ;
আর, প্রত্যাশাপীড়িত হ'য়েই যদি
ঐ তাঁ'রই কাছে থাক,
তাঁ'র অজচ্ছল অনুগ্রহও
তোমার ঐ সঙ্কীর্ণ আত্মস্বার্থী অনুবেদনাকে
অতিক্রম ক'রে
বিবর্ত্তনে বিধৃত ক'রে তুলতে পারবে না তোমাকে,
তাঁ'র অনুগ্রহ যতই পাবে,
প্রবৃত্তির ব্যর্থ বিড়ম্বনায়, দহনদীপনায়
তা' খরচ ক'রে ফেলবে,
তোমার ঐ ধৃতিই তোমাকে ক্লিষ্ট ক'রে তুলবে,
সিন্ধুকূলেও তোমার জলাভাব ঘুচবে কিনা সন্দেহ ;
তাঁ'কেই যদি চাও,—
তাঁ'র প্রতি তেমনতরই হও,
আর, হ'তে হ'লে যেমন ক'রে
তাঁ'র সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনার হোম হ'তে হয়,
নিজেকে তা'ই ক'রে ফেল,
দিগ্বলয়
মলয়লাস্যে তোমাকে আলিঙ্গন করবে,

জ্যোতিষ্মান আলোক-চুম্বনে
ফুল্ল ক'রে তুলবে তোমাকে ;
ঈশ্বরই জীবন,
ঈশ্বরই দীপ্তি,
আর, তাঁ'রই পরিতৃপ্তি-পরিভৃতি
ও সন্ধিৎসাপূর্ণ অনুচর্য্যাই
তোমার পরম সোহাগ। ৪৮৩৪।

১১।১।১৯৫৩, রাত ৭-২০

ইষ্টার্থী আহরণ যা'র যেমন অবসন্ন,—
আত্মপোষণী বর্দ্ধনাও তা'র তেমনি উদ্বিগ্ন,
আত্মনিয়মন-তৎপরতাও তেমনি বিচ্ছিন্ন,
বোধিদক্ষ কুশলকৌশলী তৎপরতাও
তেমনি ম্লান। ৪৮৩৫।

১২।১।১৯৫৩, সকাল ৮-১০

কখনই এমন আন্দোলন ক'রতে যেও না,—
যা'তে ইষ্টনিষ্ঠ, সদাচারী, বৈশিষ্ট্যপালী,
আপূরয়মাণ আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিনিষ্ঠ
দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞদের প্রতি
মানুষ স্খলিতশ্রদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
তাহ'লে পূর্ব্বপুরুষের প্রোজ্জ্বল প্রদীপ
তোমরাই নিভিয়ে দেবে কিন্তু ;
আন্দোলনের বাতুল উতরোল
যদি তা'ই ক'রে ফেলে,
আদর্শনিষ্ঠা বিকৃত ও বিধ্বস্ত হ'য়ে
সংহতিকে ছন্নছাড়া ক'রে

ধৰ্ম্ম ও কৃষ্টির প্রাণন-প্রদীপ—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
সত্তাসংরক্ষণী ও সত্তাসম্বৰ্দ্ধনী উদ্দীপ্ত আকুতিকে
জাহান্নমযাত্রী ক'রে
প্রবৃত্তির প্রেতপূজায় লোক-অন্তরকে
প্রলুব্ধ ক'রে তোলে,—
ফলে, জীবন-বৰ্দ্ধনার
সদাচার-সন্দীপী পরাক্রমী প্রব্রজ্যা
অপাহতের মতন
আৰ্ত্ত রুদ্ধ-কণ্ঠ হ'য়ে ওঠে;
শ্রেয় যা',
জীবনীয় যা',
আপূরণী সম্বৰ্দ্ধনী যা'—
ঈশ্বর প্রতিভা-প্রদীপ্ত সেখানেই। ৪৮৩৬।
১২।১।১৯৫৩, বেলা ১০৩০

শ্রেয়-সন্দীপী, সুনিষ্ঠ, সুতৃপ্ত, অনুকম্পী
অনুবেদনাপূর্ণ, অনুচৰ্য্যা-সমন্বিত
যৌন পবিত্রতাই হ'চ্ছে—
পবিত্র জৈবী-সংস্থিতির পূত বোধনা;
ঈশ্বর
পবিত্রতার পরম উৎস,
জীবনবৰ্দ্ধন যে বৈধী অনুক্রমায় স্বতঃ-সলীল—
ঈশ্বর-বিভা পূতদীপ্ত সেখানেই। ৪৮৩৭।
১২।১।১৯৫৩, বেলা ১১-১৫

তুমি যদি কা'রও নিয়োজনকে উপেক্ষা ক'রে
নির্ভরতাকে অপঘাত ক'রে

ভরসাকে ব্যাহত ক'রে
উপচয়ী তৎপরতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে
অপচয়কে অবাধ ক'রে দিয়ে
নিজের তালকে মুখ্য ক'রে নিয়ে চল,—
প্রবৃত্তিগুলিকে—
তোমাকে যিনি নিয়োজিত করেছেন
তাঁ'র পরিচর্য্যায় নিয়ন্ত্রিত না কর,
তঁদুপচয়ী কর্ম্মক্লেশে নিজেকে ক্লিষ্ট মনে কর,
বিপাকে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠ,—
তোমাকে যে একবার দেখেছে—
তা'র কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়োজিত ক'রে,
কেন সে নিজের ক্ষমতাকে ক্ষয় ক'রে
তোমার পোষণ, উন্নতি, উদ্বর্দ্ধনা বা উপচয়কে
নিজের স্বার্থেরই প্রতিভূ ক'রে ধরবে ?
তুমি যদি সর্ব্বতোভাবে তা'র সত্তা ও স্বার্থের
মুখ্য-পরিসেবী না হ'য়ে
পরিপোষক না হ'য়ে
পরিরক্ষক ও পরিপূরক না হ'য়ে
নিজের চাহিদাকে মুখ্য ক'রে নিয়ে
তা'র পোষণ-বর্দ্ধনাকে গৌণ ক'রেই নিয়ে চল,
শুধু তা'ই নয়,
আবার তা'র শোষক হ'য়ে ওঠ,
আর, আশা কর—
সে তোমার পুষ্টি ও প্রবর্দ্ধনার
অনুপ্রেরক হ'য়ে দাঁড়াবে,
তা' কিন্তু নেহাৎই অবান্তর প্রত্যাশা,
তাই, যা'কে তুমি তোমার

পুষ্টি ও প্রবর্দ্ধনার কেন্দ্র ক'রে নিয়ে চলতে চাও,—
তা'র স্বার্থকেই তোমার স্বার্থ ক'রে নাও আগে,
সেইটাকে মুখ্য ক'রে নাও,
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনার সন্ধিৎসা ও ত্বরিত চলন নিয়ে চল,
তৎপর থাক তা'তেই—
কুশলকৌশলী দক্ষ বোধায়নী প্রবর্ত্তনা নিয়ে,
তা'কেই সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল,
এক-কথায়, তা'কেই আঁকড়ে ধর,
তা'র উপচয়ী কর্ম্মে ব্যাপৃত হ'য়ে চল,
তা'রই হও,
আর, এই হওয়াটা যতই
উপচয়ী দীপনা নিয়ে
তোমাতে সার্থক হ'য়ে উঠবে,
তোমার আত্মপুষ্টি ও প্রবর্দ্ধনাও
তেমনি সরাসরিভাবে
তোমাকে উচ্ছল করবেই;
তুমি পাবেও তদনুপাতিক ;
নতুবা, ঐ ভূতুড়ে চলনা
প্রেতপঙ্কেই তোমাকে নিক্ষেপ করবে
উচ্ছৃঙ্খল আপদের ইন্ধন জুগিয়ে ;
ঈশ্বর,
যে যুক্ত তা'র বোধে দীপ্ত হ'য়ে ওঠেন,
আর, ঐ বোধ-বিধৃত চলনাই
সুখ ও শান্তির বরপ্রদ আশীর্ব্বাদ। ৪৮৩৮।

১৩।১।১৯৫৩, বিকাল ৫টা